NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ইডেনে নারাইন, সল্টদের দাপটে রানের পাহাড়ে কেকেআর

অষ্টম ম্যাচে ২৫ কোটির বোলারকে বসাল কলকাতা ৮

কলকাতা ২৭ এপ্রিল ২০২৪ ১৪ বৈশাখ ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ৩১৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 27.04.2024, Vol.17, Issue No. 315, 8 Pages, Price 3.00

নির্বিঘ্নে সম্পন্ন দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ

রাজ্যে এগিয়ে বালুরঘাট

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বিঘ্নেই শেষ হল রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ। সকালের দিকে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু অশান্তির ঘটনা ঘটলেও বেলা গড়ানোর পরে নিস্তরঙ্গ হয়ে পড়ে ভোট প্রক্রিয়া। শুক্রবার ভোট হয়েছে উত্তরবঙ্গের তিন আসন দার্জিলিং, রায়গঞ্জ ও বালুরঘাটে। বিকেল ৫টা পর্যন্ত পাওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলার তিন আসনে ভোটদানের হার ৭০ শতাংশের বেশি। যার মধ্যে সব থেকে এগিয়ে বালুরঘাট। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আরিজ আফতাব জানিয়েছেন, প্রবল গরম ও চড়া রোদ্দুর উপেক্ষা করে মানুষ বিপুল উৎসাহের সঙ্গে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন।

এদিন তিন আসনে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মোট গড় ভোটের হার ৭১.৮৪ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে বালুরঘাটে। কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বালুরঘাটে ৭২.৩০ শতাংশ ভোট পড়েছে। এছাড়া দার্জিলিঙে ৭১.৪১ শতাংশ এবং রায়গঞ্জে ৭১.৮৭ শতাংশ ভোট পড়ার তথ্য মিলেছে। দার্জিলিংয়ের পাহাড় থেকে তরাই ডুয়ার্সে ভোট হয়েছে উৎসবের মেজাজে। তীব্র গরম ও দুপুরের দিকে বুথে মানুষের ভিড় কমলেও বিকেলে রোদ্দুর পড়ার পর আবার মানুষকে বুথমুখী হন। যেভাবে ভোট হয়েছে তাতে সন্তুষ্ট শাসক বিরোধী উভয় পক্ষই। খুশি নির্বাচন কমিশনও। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক আরিজ আফতাব বলেন, আজকের ভোট একেবারে ঘটনা বিহীন ছিল। তবে সকলের দিকে কিছু ইভিএম খারাপ হওয়ার খবর পাওয়া যায়। চটজলদি তা মেরামত করা হয়েছে। এছাড়া কমিশনের কাছে দিনভর জমা পড়া ৪৫৬ টি অভিযোগই খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বালুরঘাটের বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'মোটের উপর ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে তিনি খুশি।'

এদিও সকাল থেকে বেশ কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনায় ভোট উৎসবের তাল কেটেছে। এরই মধ্যে দার্জিলিং কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তার ৪০টিরও বেশি বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে চোপড়া ও পাহাড় মিলিয়ে এই বুথ গুলিতে পুনর্নির্বাচন করার জন্য তিনি নির্বাচন কমিশনকে দাবি জানিয়েছেন তিনি। এদিকে চোপড়ার আমতলা বুথে অবৈধ জমায়েত করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানরা লাঠি উঁচিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন। রায়গঞ্জের দেবপুরী দেবীনগর এলাকায় কংগ্রেসের মহিলা পোলিং এজেন্টকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। গঙ্গারামপুরের নাড়ুই বুথে ভোট শুরু হওয়ার পর থেকেই ভোটারদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তপন বিধানসভার পতিরামে বুথের সামনেই বিজেপির এজেন্টকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। অভিযোগ পেয়ে পেয়ে বালুরঘাটের বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার সেখানে গেলে তাকে ঘিরে ধরে গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয়। সুকান্ত বাবু অভিযোগ করেন, ইটাহার-সহ বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা ভোটারদের বাধা দিচ্ছেন। সঠিকভাবে এরিয়া ডমিনেশন হয়নি বলেই তার অভিযোগ।

এদিকে বালুরঘাট পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের ভোট দিতে আসা বিজেপি কর্মী রাখি শীলকে তৃণমূলের ওয়ার্ড সভাপতির স্ত্রী রুবিতা মহন্ত চড় মারেন বলে অভিযোগ উঠেছে! যদিও তিনি ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেস রায়গঞ্জ ও শিলিগুড়ির একাধিক বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে অতি সক্রিয়তার অভিযোগ এনেছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে এজেন্টের না বুঝতে দেওয়া সাধারণ ভোটারদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। এ নিয়ে কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে তারা।

বিকেল ৫ টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৭১. ৮৪ শতাংশ

বালুরঘাট-৭২.৩০ শতাংশ

রায়গঞ্জ- ৭১. ৮০ শতাংশ

দার্জিলিং- ৭১.৪১ শতাংশ

দেশের ৮৮ আসনে ভোটদানের হার ৬০.৭ শতাংশ

বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত দেশের ১৩টি রাজ্যের মধ্যে মণিপুর, ছত্তিশগড়, পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং ত্রিপুরায় ৭০ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে। অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্রে ভোটদানের হার সবচেয়ে কম, সেখানে ভোট পড়েছে যথাক্রমে ৫২.৬ শতাংশ, ৫৩ শতাংশ এবং ৫৩.৫ শতাংশ।

সন্দেশখালিতে খোঁজ অত্যাধুনিক অস্ত্রভান্ডারের

উদ্ধারে মাঠে নামল এনএসজি, শুরু রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণের মধ্যেই সন্দেশখালিতে গিয়ে অস্ত্রভান্ডার খুঁজতে নেমে পড়ে সিবিআই। যা নিয়ে তুঙ্গে উঠেছে রাজনৈতিক তরজা। শুক্রবার সিবিআই সেখানে পৌঁছনোর পর কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়েছে, এনএসজি কমান্ডোরা গিয়েছেন, তাদের বম্ব স্কোয়াড গিয়েছে। সঙ্গে আবার রোবট।

শেখ শাহজাহানের গড়ে অস্ত্রভান্ডারের হদিশ। আর সেই অস্ত্রশস্ত্রের খোঁজে সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার আগারহাটির মল্লিকপাড়ায় সিবিআই হানা। তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর বিদেশি অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলেই খবর। সিবিআই গোপন সূত্রে খবর পায় মল্লিকপাড়ার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য হাফিজুল খাঁর ভগ্নিপতি আবু তালেব মোল্লার বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা মজুত করা হয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার সকালে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ১০ সদস্যের একটি দল হানা দেয়। সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। এরপরই সন্দেশখালিতে আসে এনএসজি-ও।

এ ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তৃণমূল। বাংলায় শাসক দলের বক্তব্য, এই চিত্রনাট্য সাজানো। ষোল আনা সাজানো। বেছে বেছে এমন দিনে সন্দেশখালির জন্য এই চিত্রনাট্য তৈরি করা হয়েছে যাতে ভোটকে প্রভাবিত করা যায়।

গত বছর নভেম্বর মাসের ২৫ তারিখ বায়ুসেনার তেজস বিমানে উড়ান নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেদিন ছিল রাজস্থান বিধানসভার নির্বাচন। রাজস্থান থেকে বহু মানুষ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ভোটের দিন দুপুর থেকে মোদির তেজসে চড়ার ছবি লাইভ সম্প্রচারিত হয়েছিল। সেদিনও অভিযোগ উঠেছিল, ভোট প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার।

সিবিআইয়ের দাবি, সন্দেশখালির তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য হাফিজুল খাঁর ভগ্নিপতি আবু তালেব মোল্লার বাড়িতে অস্ত্র ভান্ডারের খোঁজ মিলেছে। দুপুর গড়াতে সেখানে রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে হাজির হন এনএসজির কম্যান্ডোরাও। আনা হয় রিমোট পরিচালিত বিশেষ রোবট যানও। মুহূর্তের মধ্যে পুরো এলাকার দখল নিয়ে অস্ত্রভান্ডারের খোঁজে নেমে পড়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সি।

এই পুরো ঘটনার নেপথ্যে বিজেপির পরিকল্পনা থাকতে পারে বলে মনে করছে শাসকদল তৃণমূল। সন্দেশখালির এদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'আদৌ ঘটনা নাকি পরিকল্পিতভাবে সাজানো, সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। হতে পারে লোকসভা ভোটকে প্রভাবিত করতেই বেছে বেছে ভোটের দিনেই সন্দেশখালির প্রসঙ্গ সামনে আনা হল। যদি কিছু ভোটারকেও প্রভাবিত করা যায়!' কুণাল আরও বলেন, 'ওখানে অস্ত্রভান্ডার ছিল নাকি বদনাম করার জন্য অন্য কেউ রেখে গিয়েছে, সেটা স্পষ্ট করে এখনই বলা সম্ভব নয়। এর আগেও তো কেন্দ্রীয় বাহিনী সন্দেশখালিতে তল্লাশি চালিয়েছে। তখন তো কিছু পাওয়া যায়নি। সেক্ষেত্রে ঘটনা জিইয়ে রাখার জন্য এগুলো করা হচ্ছে কি না, সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। তাছাড়া কী পাওয়া গিয়েছে, কী উদ্ধার হয়েছে এ ব্যাপারে অফিশিয়ালি তো এখনও কিছু জানায়নি কেন্দ্রীয় এজেন্সি। ফলে শুধুমাত্র সূত্রের খবরের ভিত্তিতে প্রতিক্রিয়া দেওয়াটা সম্ভব নয়।'

একই সঙ্গে এ ব্যাপারে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কুণাল। কারণ, কেউ যদি বদনাম করার জন্য সন্দেশখালিতে অস্ত্র রেখে এসেও থাকে, তাহলে পুলিশের অবশ্যই আরও সক্রিয় থাকা দরকার ছিল।' এদিন সন্দেশখালির ঘটনাক্রম নিয়ে তৃণমূলের প্রতি আক্রমণ তীব্রতর করেছে গেরুয়া শিবির। জবাবে কুণাল বলেন, 'সন্দেশখালিতে যে সমস্যা ছিল, তা তো প্রশাসনের হস্তক্ষেপে মিটে গিয়েছে। বাকি বিজেপি যেটা বলছে, সেটা অতিরঞ্জিত।'

মালদা থেকে দুর্নীতি ইস্যুতে রাজ্যকে ফের তোপ মোদির

পরের জন্মে বাংলায় জন্ম নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভরা জনসভা। কাতারে কাতারে ভিড়। মাঝে মাঝেই কলরব উঠছে, 'মোদি, মোদি, মোদি।' মালদহের সভায় অভাবনীয় সাড়া পেয়ে আপ্লুত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আবেগের বশে মোদি বলে গেলেন, 'এত ভালোবাসা কপালে জোটে না। মনে হয় আমি গত জন্মে বাংলায় জন্মেছিলাম। অথবা, পরের জন্মে আমি বাংলায় জন্ম নিতে চলেছি।'

মালদহের সভার শুরু থেকেই নিজেকে বাংলার 'আপন' বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে গেলেন মোদি। বলে গেলেন, শিল্প, সংস্কৃতি, দর্শন, প্রগতি, সবেতেই এগিয়ে ছিল বাংলা। সেই বাংলা আজ ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। প্রধানমন্ত্রীকে বলতে শোনা গেল, 'আমার বাংলাকে এভাবে ভেঙে পড়তে দেব না। আপনাদের ভালোবাসা ব্যর্থ হতে দেব না। এই ভালোবাসা ফিরিয়ে দেব।'

মোদির ভাষণের মাঝেই বার বার কলরব তুলেছে উদ্বেল জনতা। 'মোদি মোদি' রবের চোটে একাধিকবার ভাষণ থামাতে হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। সমর্থকদের অনুরোধ করতে হয়েছে, 'একটু শান্ত হয়ে শুনুন, আমাকে বলতে দিন।' ভিড় দেখে আপ্লুত মোদি এর পরই বলেছেন, 'আপনাদের এই উৎসাহ, ভালোবাসা আমি মাথায় করে রাখব। আপনারা আমাকে এত ভালোবাসছেন, মনে হচ্ছে আমি হয় গত জন্মে বাংলায় জন্মেছিলাম। নয়তো পরের জন্মে আমি বাংলার মায়ের গর্ভে জন্ম নিতে চলেছি। এত ভালোবাসা কপালে জোটে না।' মোদির মুখের এই মন্তব্য উৎসাহ আরও বাড়িয়ে দেয় জনতার। চিৎকার দ্বিগুণ হয়। ফের শান্ত হতে অনুরোধ করতে হয় প্রধানমন্ত্রীকে।

ইভিএম-এই ভোট

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল: ব্যালট নয়, ভোট হবে ইভিএমেই। নির্বাচন চলাকালীনই রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। তাছাড়াও ইভিএমের সঙ্গে ১০০ শতাংশ ভিভিপ্যাট মিলিয়ে দেখার আর্জি খারিজ হয়ে গেল শীর্ষ আদালতে। ভোটারদের হাতে ভিভিপ্যাট স্লিপ তুলে দেওয়ার দাবিও শীর্ষ আদালতে নাকচ হয়ে গিয়েছে। তবে নির্বাচন কমিশনকে ভিভিপ্যাট সংক্রান্ত দুটি নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এ ব্যাপারে আগেই আপত্তি তুলেছিল নির্বাচন কমিশন। তারা বলেছিল, সমস্ত বুথে ইভিএমের সঙ্গে ভিভিপ্যাটের কাগজ মিলিয়ে দেখতে হলে নির্বাচন প্রক্রিয়া আবার ব্যালট পেপারের জমানায় পিছিয়ে যাবে। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে বিরোধীদের সপাটে থাপ্পড় বলে দাবি প্রধানমন্ত্রীর। *-বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২-এ*

সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালি মামলায় সিবিআই তদন্তের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল রাজ্য সরকার। সন্দেশখালিতে জমি দখল ও নারী নির্যাতনের ঘটনায় তদন্তের ভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সংবাদমাধ্যম 'ইন্ডিয়া টুডে'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুক্রবারই কলকাতা হাইকোর্টের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে গিয়েছে রাজ্য। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চে আগামী ২৯ এপ্রিল এই মামলার শুনানি হবে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। *-বিস্তারিত শহরের পাতায়*

বিজেপি আর ক্ষমতায় আসছে না: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: এসএসসি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে রায়ে চাকরি হারিয়েছেন ২৫ হাজার ৭৫৩ জন। লোকসভা ভোটের মুখে আদালতের নির্দেশ নিয়ে শোরগোল। বারবারই এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবারও একই ইস্যুতে সরব তিনি। দেবের সমর্থনে পিংলায় প্রচারে গিয়ে বিরোধীদের 'মানুষখেকো বাঘে'র সঙ্গে তুলনা করেন মমতা। 'চাকরিখেকো মানুষ' বলে বিজেপি, সিপিএম কটাক্ষ করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হাইকোর্টের যে রায় ২৫ হাজার ছেলে মেয়ের চাকরি কেড়ে নিল তাদের কেউ চাকরি দিতে পারবেন? যখন ইচ্ছা চাকরি খেয়ে নেবেন, এটা মগের মুলুক নাকি? কেন্দ্র সরকারকে আক্রমণ করে মমতা ব্যানার্জি বলেন, 'একশো দিনের কাজের টাকা এবং আবাস যোজনার টাকা আটকে রেখে দিয়েছে। আমার ৪৩ লক্ষ বাড়ি করে দিয়েছি। যে ১১ লক্ষ গাড়ির টাকা দিচ্ছে না, তা আমাদের আর দরকার নেই। এ রাজ্যের মানুষকে আমরাই ৫০ দিন কাজ দেবো। ডিসেম্বরের মধ্যেই ১১ লক্ষ গাড়ির টাকা দিয়ে দেব। কেন্দ্রকে আর দয়া করতে হবে না।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা সাধারণ মহিলাদের ১০০০ টাকা করে লদীর ভান্ডার দিচ্ছি। এটা সারা জীবন পেতে থাকবে।'

প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তুমি আজ সাধু হয়েছে। তুমি এনআইএ দেবে, ইডি, সিবিআই দেবে। কিন্তু ক্ষমতায় থাকলে তো দিবি! তুই তো ক্ষমতাতেই থাকবি না। সবাই জেনে গিয়েছে বিজেপি আর ক্ষমতায় আসছে না। তাই বিজেপি ঘাবড়ে গিয়েছে।' মমতা বলেন, বিজেপি কখনো মুসলমানদের তাড়াচ্ছে তো কখনো হিন্দুদের তাড়াচ্ছে। সব জায়গায় গন্ডগোল লাগানোর চেষ্টা করছে। বোমা মারছে। বিজেপির শাসিত রাজ্যগুলিতে মাছ, মাংস, ডিমের দোকান বন্ধ করে দিচ্ছে বিজেপি। এই সব মানুষ বিপদে পড়ছেন। আর মানুষ বিপদে পড়লে আমরা তাদের সঙ্গে আছি।'

মমতা বলেন, 'ভারতের নির্বাচন দেখে গোটা পৃথিবী বলছে লজ্জা লজ্জা। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে পদ্ম শিবিরের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে দীর্ঘ নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে বললেন, বিজেপি দেশটাকে বিক্রি করে দিয়েছে। মনুষ্যত্ব বিক্রি করে দিয়েছে। এনআরসি নিয়ে এসেছে। সিএএ নিয়ে এসেছে। ইউনিফর্ন সিভিল কোড নিয়ে এসেছে। কিন্তু আমরা লড়াই করে যাব। আমরা শুধু মেদিনীপুর জেলায় ৬টি মাল্টি সুপার হাসপাতাল করে দিয়েছি। এবার দেব জিতলে, জুন জিতলে আমি মেদিনীপুরকে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান উপহার দেব। উন্নয়নে অনেক এগিয়ে বাংলা। উন্নয়নে বাংলার সঙ্গে পৃথিবীর কেউ পারবে না। পৃথিবীর সেরা বাংলা। ৬৭টা প্রকল্প আমরা চালাই। ছোট থেকে বড়, জন্ম থেকে মৃত্যু। বিজেপি ভোট চাইবার আগে আমার ৫টা প্রশ্ন থাকবে। ২০১৪ সালের নির্বাচনে জেতার পর প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে দেবে বলেছিল। কেউ টাকা পেয়েছে? যখন দেয়নি তখন বিজেপির ভোট ওর বাক্সে বন্ধ করে দিন। ১১ লক্ষ লোকের বাড়ির লিস্ট এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পড়ে আছে। কিন্তু করে দেয়নি। ৩৫০ টা কেন্দ্রীয় টিম এসেছে। তদন্ত করেছে। রিপোর্ট চেয়েছে। কিন্তু, বলছে পরে ঘর দেব। কিন্তু, বাংলার মানুষ মাথা নত করে না। এই বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ১১ লক্ষ মানুষের বাড়ি প্রথম কিস্তির টাকা দিয়ে দেব। বাংলার বাড়ি। কারও দয়া পেতে হবে না। দয়া চাইতে হবে না।'

এদিন মমতা সিপিএমের সমালোচনা করে বলেন, 'গড়বেতা, নন্দীগ্রাম, লালগড় এলাকায় কত ডেড বডি পড়ে থাকতে দেখেছি। সিপিএমের আমলে বিভিন্ন জায়গা থেকে কঙ্কাল উদ্ধার হয়েছে। সেই সিপিএম এবং কংগ্রেস হল বিজেপির একটা চোখ। বিজেপি দেশ ধর্ম জাতি বিক্রি করে দিচ্ছে। বিজেপিকে দেশ থেকে সরাতে ইন্ডিয়া জোট আমি করেছি। এ জন্য আমি গর্বিত।'

আজ থেকে দক্ষিণে আরও বাড়বে গরম, স্বস্তি নেই উত্তরবঙ্গেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাঁসফাস গরম কমার কোনও ইঙ্গিতই দিল না আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বরং তাপমাত্রা বৃদ্ধিরই পূর্বাভাস দিয়েছে তারা। সেই বৃদ্ধি একটু-আধটু নয়, অনেকটাই। জানানো হয়েছে, ২৪ ঘণ্টা পর আরও বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রা। অন্তত ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সঙ্গে চলবে তাপপ্রবাহ। ২৮ তারিখ, রবিবার থেকে কলকাতার তাপমাত্রা টানা রোজই ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। ৩০ এপ্রিল অর্থাৎ আগামী মঙ্গলবার পাঁশকুড়ার তাপমাত্রা ছুঁতে পারে ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দার্জিলিং এবং কালিম্পং ছাড়া উত্তরবঙ্গের বাকি জেলায় তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে। আবহবিদরা জানিয়েছেন, আপাতত গরম থাকবে। অস্বস্তিও থাকবে।

আলিপুর হাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, শুক্রবারের পর শনিবারও কলকাতায় তাপমাত্রা ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গণ্ডি ছাড়াবে। রবিবার থেকে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শহরে তাপমাত্রার পারদ দিনের বেলায় টানা ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে থাকতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। তাপপ্রবাহ থেকে বাঁচবে না দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাই। এমনটাই জানিয়েছে হাওয়া অফিস। পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূমে তীব্র তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে। এই সব জেলায় জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। শনিবার থেকে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণের দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূমে তীব্র তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে।

কাঁথিতে কাঁটায় কাঁটায় টক্কর পদ্ম-জোড়াফুলে

শুভাশিস বিশ্বাস

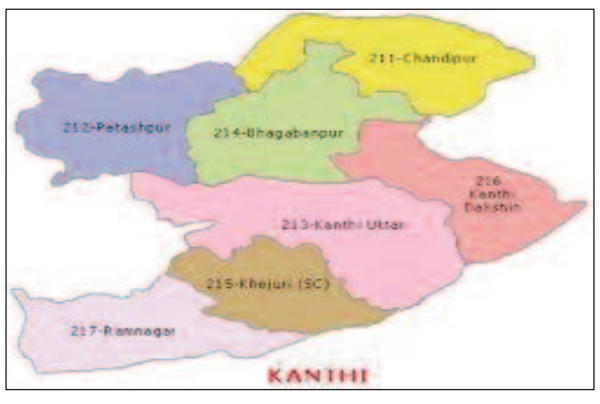

কাঁথি পরিচিত 'অধিকারী' গড় হিসেবে। দীর্ঘকাল এই এলাকার রাজনীতি অধিকারী পরিবারের নিয়ন্ত্রণাধীন। তবে রং বদলেছে। প্রথমদিকে কংগ্রেস, এরপর তৃণমূল আর বর্তমানে কাঁথি পরিচিত বিজেপির ঘাঁটি হিসেবেই। গত কয়েকটি নির্বাচনে ঘাসফুলের দাপট গেরুয়া ঝড়ে ফিকে হতেও দেখা গেছে। যার বড় কারণ, শুভেন্দু অধিকারীর দলবদল। তবে ২০০৯ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত সাংসদ রয়েছেন শিশির অধিকারী। তিনি তৃণমূলের টিকিটে সাংসদ হয়েছিলেন। যদিও বর্তমানে তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের আগে শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যোগ দেন। এরপরই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিজেপিতে পা রাখেন তাঁরই দাদা তথা কাঁথি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সৌমেন্দু অধিকারী। চব্বিশের নির্বাচনে কাঁথি আসনে বিজেপির প্রার্থী করা হয়েছে এই শিশির-পুত্র সৌমেন্দুকেই। অন্যদিকে, তৃণমূলের তরফে প্রার্থী উত্তম বারিক। আর কংগ্রেস প্রার্থী করেছে উর্বশী ভট্টাচার্যকে।

পূর্ব মেদিনীপুরের এই কেন্দ্রে যে ৭টি বিধানসভা রয়েছে সেগুলি হল, রামনগর, পটাশপুর, কাঁথি উত্তর, কাঁথি দক্ষিণ, খেজুরি, ভগবানপুর, চাঁদিপুর এবং দিঘা। আর এই সাত বিধানসভায় ৮৯.৭ শতাংশ হিন্দু ভোটার। বাকি মুসলিম, শিখ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের। এর মধ্যে রয়েছেন তপসিলি জাতি-উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষও। কাঁথির অর্থনীতি মূলত পর্যটন নির্ভর। এছাড়া বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী এলাকা হওয়ায় কাজু, চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ চাষের জন্য বিখ্যাত। এসবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত বহু মানুষ। এর পাশাপাশি সমুদ্র উপকূলের কিছু এলাকায় শুঁটকি মাছের প্রক্রিয়াজাতকরণও করা হয়। এদিকে আবার কাঁথি বঙ্গের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ধান উৎপাদনকারী জেলাও বটে।

-বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২-এ

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৬/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ০৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Bistu Bag (old name) S/o. Dashurathi Bag R/o. Patra Para, Saptagram, Mogra, Hooghly-712148, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Bishtupada Bag (new name) নামে পরিচিত হইয়াছেন। Bistu Bag, Bistu Pada Bag & Bishtupada Bag S/o. Dashurathi Bag উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Jasojit Bag.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ শনি বার, ২৭ শে এপ্রিল। শনি বার। ১৪ ই বৈশাখ। তৃতীয়া তিথী। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা। বিংশোত্তরী বুধেরর মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদদোষ।

মেষ রাশি : শুভদিন। সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ, পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের বিদ্যালয়ে নিয়ে যে সমস্যা ছিল, সেটা মিটে যাবে। গৃহ শিক্ষকের আচরণে, যে ঘটনাটি ঘটেছিল তাও মিটে যাবে। উর্দ্ধোদন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। বাণিজ্য ও শুভ দিন তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা। নতুন যোগাযোগের দ্বারা দোকান ভূমি সম্পত্তি বিষয় সুখ বৃদ্ধি। জয় তারা জয় তারা কলুন এগিয়ে চলুন।

বৃষ রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলা উচিত। পরিবার পরিজন বন্ধু-বান্ধবের থেকে দুঃখ প্রাপ্তির দিন। প্রেমিকের কথায় বিতর্ক তৈরি হবে। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথা নিয়ে বিতর্ক। পরিবারের স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্ব। বাণিজ্যে অর্থ লাভের পথ আটকে যাবে। আজ বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা। সতর্ক থাকা উচিত ধৈর্য রাখলে শুভ নিমন্ত্রণ বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে শরীর খারাপের প্রবল সম্ভবনা। হজম সংক্রান্ত কোনো সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। ওম নামো শিবায় বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : শনিবার। আজ শুভ দিন। শুভ যোগাযোগের দ্বারা কর্মে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা। চিন্তা করে ভেবে কথা বললে, দাম্পত্যেও সুখ। বৃদ্ধ দ্বারা কোন শুভ সম্পর্ক তৈরি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য খুবই শুভ দিন। উচ্চ বিদ্যা যোগে যার চেষ্টা করছেন তাদের সফলতা নিশ্চিত বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল দোকান ব্যবসা করেন যারা তাদেরও লাভ-প্রাপ্তির দিন। হর হর মহাদেব বলুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : শনিবার। দাম্পত্য কলহ থাকবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা যে সমস্যা মুক্তির পথ দেখেছিলেন, আজ তা দুশ্চিন্তায় ভরা থাকবে। কর্মে বিভ্রান্তিকর অবস্থা থাকবে। সকাল বেলায় কোন প্রতিবেশী দ্বারা বিতর্কের সম্ভাবনা। সতর্ক থাকা। ধৈর্য ধরা। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের ধৈর্য রাখতে হবে। দেবী মাহা লক্ষ্মীর পুজো করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শনিবার। সতর্ক থাকুন আজকের দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার ধারণ করতে পারে। যে প্রভাবশালী মানুষ কথা দিয়েছিলেন যে, আপনার কাজটা করে দেবেন, তিনি কথা রাখতে পারলেন না, বলে কিছু সমস্যা তৈরি হবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ বিতর্ক দানা বাঁধবে, পরিবারে এক নারীকে কেন্দ্র করে। যারা নতুন ব্যবসা শুরু করবেন ঠিক করেছেন তারা একটু ধৈর্য ধরুন। নারায়ণ শ্রী বিষ্ণু স্তোত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শনিবার। সম্প্রতি ছোট ভ্রমণে যাওয়ার জন্য পরিবারে, অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে। যে ছোট ভ্রমণে যাওয়া হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিতর্কিত কোন মানুষের দ্বারা কষ্টপ্রাপ্তি। দুঃখ প্রাপ্তি। বাড়িতে জল কল আলো এই বিষয়ে সঠিক মিস্ত্রির প্রয়োজন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয়। প্রেমিক যুগল ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন। গণেশ স্তোত্রম পাঠ করলে উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : শনিবার। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে কোনো ছোট অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা। ছোট ভ্রমণের পরিকল্পনা। সুখ-বৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা শান্তির বাতাবরণ বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। বাস্তু কৃষি জমি বিষয় কাজ করেন, তাদের হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি আয় বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত নিন এগিয়ে চলুন হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলো।

বৃশ্চিক রাশি : মানসিক শান্তি পাওয়া যাবে। আজ সুখের দিন। যারা বেতনভুক কর্মচারী তারা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের, কিছু সহযোগিতা নিশ্চয়ই পাবেন। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের পুরাতন বান্ধব, প্রতিবেশী দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তির দিন। পরিবারের দাম্পত্য শান্তি। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি বিদ্যা যোগ শুভ। শিক্ষকের যে আচরণে কষ্ট পেয়েছিলেন আজ সেখানে শান্তির বাতাবরণ। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ সকালের দিকে সতর্কতা অবলম্বন করুন। প্রতিবেশীর দ্বারা বিবাদ বিতর্ক। বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পরিবারে এক অশান্তির বাতাবরণ। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি উচ্চারণ করে বৈর্য রাখলে সন্ধ্যার পর সম্মান প্রাপ্তি। বাণিজ্যের নতুন পথের সন্ধান। অর্থপ্রাপ্তি। বাড়ি জমি বাস্তু নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার দাম্পত্যের ভুল বোঝাবুঝি চলবে। ধৈর্য রাখলে উচ্চ বিদ্যা নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন, তাদের শুভ হবে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসী পত্র প্রদান করুন। নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : শনিবার আজ সচেতন থাকা ভালো। পরিবারের অনাত্মীয় দ্বারা কিছু বিতর্কের তৈরি হবে। পরিবারে দুটি বা তিনটি সন্তান থাকলে তাদের একজনকে নিয়ে কিছু বিতর্ক তৈরি হবে। যা পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ আনবে। যাদের বাড়িতে ভাড়াটিয়া আছে কিছু বিতর্কের সম্ভাবনা তাদের সাথে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র প্রদান করুন, শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : কর্মে শান্তির বাতাবরণ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় কর্মে উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্য অর্থ-প্রাপ্তির প্রবল। যারা ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক্যাল কর্মে আছেন, তাদের শান্তির বাতাবরণ। দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা। ধৈর্য সহ, কথা কম বলে, অন্যের কথাকে মান্যতা দিলে, নিশ্চয়ই শুভ বৃদ্ধি হবে।

মীন রাশি : নতুন ব্যবসায়িক কোনো বড় চুক্তির সম্ভাবনা। ধৈর্য রাখলে আজ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। পরিবারের সন্তানের সফলতা। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথার মর্যাদা দিলে শুভ। দুর্গা বা কালি শক্তি মন্দিরে

(শরৎ পন্ডিতে (দাদাঠাকুর)র শুভ ভুমিষ্ঠ ও প্রয়ান দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৫৫০ নং এফিডেভিট বলে Shyama Prosad Karmokar S/o. Brajen Karmakar ও Shyama Prasad Karmakar S/o. B. Karmakar, Brojen Karmokar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৪/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৮৪১ নং এফিডেভিট বলে আমি Shaikh Nurnaharbegam W/o. Shaikh Auliyahossain ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যা Shaikh Ashifa ও Ashsefa Khatun সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৮২১ নং এফিডেভিট বলে Sekh Mansur Ali S/o. Sekh Hamid Rahaman ও Sk. Mansur Ali S/o. Lt. H. Rahaman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৮২৩ নং এফিডেভিট বলে Giasuddin Purakait S/o. Akbar Ali Purakait ও Giasuddin Purkait S/o. Sk. A. Ali Purkait সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৯ নং এফিডেভিট বলে Susmita Bandyopadhyay W/o. Soumen Bandyopadhyay ও Susmita Bandyapadhyay W/o. S. Bandyopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৭৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Ranjan Nayek ও Ranjan Mondal S/o. Krishna Nayek R/o. Matabbarpur (Makhaldi), Itachuna, Pandua, Hooghly-712147 সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পরিবর্তন

আমি, বংশিকা খেমকা, নীতেশ খৈতানের স্ত্রী, ঠিকানা - The Avenue, 3rd FR, FL-3A, 24/3 Alipore Road, Kolkata - 700027, এতদ্বারা 22 এপ্রিল, 2024 তারিখের শপথপত্র নং 1784 দ্বারা ঘোষণা করছি যে আমি আমার নাম পরিবর্তন করেছি, আমার নাম বংশিকা খেমকা থেকে বংশিকা খৈতান-এ পরিবর্তিত হয়েছে এবং এরপর থেকে বংশিকা খৈতন নামে পরিচিত হবে।

নাম পরিবর্তন

আমি, সূর্য বিশ্বাসের মেয়ে **প্রীতি বিশ্বাস**, ৬৬এল, সুরেন সরকার রোড, কলকাতা-৭০০১০-এ বসবাস করছি। এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার পিতার সঠিক নাম Surya বিশ্বাস। WBBSE দ্বারা জারি করা মাধ্যমিক পরীক্ষার আমার অ্যাডমিট কার্ড যেখানে আমার বাবার নাম অনিচ্ছাকৃতভাবে Surjya বিশ্বাস হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে। যে দুটি নাম যেমন **Surjya** এবং **Surya বিশ্বাস** একই এবং একজন অভিন্ন ব্যক্তি শুধুমাত্র হলফনামা নম্বরের মাধ্যমে আমার বাবাকে নির্দেশ করে। Affidavit No. 705 তারিখ 4.4.2024 কলকাতায় ১ম শ্রেণীর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট।

WALK-IN-INTERVIEW

Applications are invited for the post of assistant lectuter in the post of following subjects in D.El.Ed section: 1. HOD, 2. Mathematics, 3. Science, 4. Physical Education, 5. Social Science.
Qualification: as per NCTE norms.
Contact the Secretary, Purba Medinipur G.K. College of Education, Tikashi, Khejuri, Purba Medinipur, 721430, within 10 days along with bio-data and all other testimonials.
Email- **gkcollegeofeducation@gmail.com**, Contact No- 9732557777 / 6295702357

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানাচ্ছি যে, আমার মক্কেল শ্রী বলাই কিস্কু, পিতা স্বর্গীয় ধনা কিস্কু ওনার চুহা গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান জেলায় স্থিত জমি (মৌজা-চুহা, ব্লক-কাঁকসা, জে এল নাম্বার-৪৩, প্লট নাম্বার- ১৬৫৫, খতিয়ান নাম্বার- ৩৫৪, পরিমাপ-৫ শতক) তপশিলি জাতিকে বিক্রি করিতে চান। যদি কারো কোনো আপত্তি থাকে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে আমার মক্কেল বা আমাকে জানান।

Sd/- Susanta Kumar Banerjee,
Advocate F/496/1296
Durgapur Court

NOTICE

We, **ATR Metal & Rubber Private Limited** had purchased all that piece and parcel of bastu land measuring 07 Cottah 08 Chittack 37 Sq.feet comprised in L.R. Dag No. 571 & 571/730 under L.R. Khatian No. 4632, 4745 & 4555 within Mouza –Konnagar, J.L. No. 07, Dist. Hooghly from Smt. Shobha Pathak & others vide Deed No. 062103016 for the year 2016, registered in the office of A.D.S.R, Uttarpara on dated 30.08.2016. The said transaction was executed through registered power of Attorney dated 24.05.2023 vide Deed No. 00628/2013 registered in Book – IV, CD Volume No. 2, Pages from 1097 to 1109. The said Power of Attorney is still in force. The said property is under our possession. We had submitted mutation prayer for the said property vide mutation case no. MN/2024/0609/2024 comprised in L.R. Dag No. 571 & 571/730 under L.R. Khatian No. 4632, 4745 & 4555 within Mouza – Konnagar, J.L. No. 07, Dist. Hooghly transferred from the recorded owners Prodosh Kumar Das, Probodh Kumar Das & Prashanta Kumar Das. If anyone have any objections regarding our ownership they are requested to submit their documents within 30 days from the date of this publication.

নাম-পদবী

আমি উর্মিলা পাল পুত্র রাহুল পাল জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম শ্রাবনী পাল আছে। ২৫/০৪/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে উর্মিলা পাল স্বামী নীরেন পাল ও শ্রাবনী পাল উভয়ে একই ব্যক্তি। পুত্রের জন্ম তাং ১২/৩/১০।

নাম-পদবী

আমি Harekrishna Biswas, পিতা সদানন্দ বিশ্বাস, সাং- পূর্ণগঞ্জ, পোঃ- মাজদিয়া, থানা- কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা- নদীয়া, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং WB-5120040072683 নাম Harakrishna Biswas হইয়াছে। ৪.৪.২০২৪ তারিখের আলিপুর ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিটবলে Harekrishna Biswas ও Harakrishna Biswas একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Ritwick Chakrabarty, পিতা অরুণ কুমার চক্রবর্ত্তী, সাং- ভগৎ সিং রোড, পোঃ শক্তিনগর, জেলা- নদীয়া, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং WB-52-25184 নাম Ritwick Chakraborty হইয়াছে। ৬.৪.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিটবলে Ritwick Chakrabarty ও Ritwick Chakraborty একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

NOTICE

This is to inform the public in general that my client **Tapan Kumar Das,** S/o. Late Haradhan Das, resident of Vill- Gopalnagar, Sahanapara, P.o. Gopalnagar, Harharia, P.S. - Singur, Dist. - Hooghly, Pin – 712409, has lost his original chain deed vide being **No. - 03975 for the year 2014**, recorded BOOK No. 1, CD Vol No. 12, Page no. 3656 to 3677 for the year 2014, registered in the A.D.S.R Singur, Hooghly from his custody. As a legal remedy my Client executed one Affidavit & a General Dairy being No. 2020 dated 25.04.2024 at Chinsurah Police Station.
If any one have any objection or any averment in connection with the above referred registered transfer of right, title and interest then in that case, he/she may contact with my above named client within 10 days from the date of Publication of this Notice, otherwise his/her allegation/ objection will not be entertained. It is also mentioned here that my above referred client has not created security interest of the schedule property as mentioned in original chain Sale deed Being No. - 03975/2014 to any Bank or Financial institution for obtaining any loan or kind of credit facilities.

Priyanka Dey
Advocate
District Judges' Court Hooghly
Mobile No. 8017798780.

বিজ্ঞপ্তি

আমি সবিতাব্রত ব্রহ্মচারী, আইনজীবি, হলদিয়া আদালত, অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানাইতেছি যে আমার মক্কেল রঞ্জিত কুমার দাস, প্রকাশিত রনজিৎ কুমার দাস, পিতা- ঁঅচিন্ত্য কুমার দাস, গ্রাম দুর্গাচক উত্তরপল্লী, পোষ্ট ও থানা- দুর্গাচক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর এবং পিন নং- ৭২১৬০২ এই ঠিকানার অধিবাসী। আমার মক্কেল ভবানীপুর মৌজায় জে.এল. নং ১৫০, দাগ নং- ৭৭২, ৭৭৩ ও ৭৭৪ দাগে তাঁর নামিত ও এল. আর. ১২১৬/২ নং খতিয়ান ভুক্ত সমূহ সম্পত্তি গত ইংরাজী ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০২২ তারিখে সম্পাদিত ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০২২ তারিখে সুতাহাটা এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত- ১১ নং আমামোক্তার দলিল (যাহার বুক নং - IV, ভলিউম নং- ১১০৬/২০২২ পেজ নং- ৩০৫ হইতে ৩২০) দ্বারা তাহার পুত্র বিশ্বজিৎ দাস, পিতা- রঞ্জিৎ কুমার দাস প্রকাশিত রনজিৎ কুমার দাস, গ্রাম দুর্গাচক উত্তরপল্লী, পোষ্ট ও থানা- দুর্গাচক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর এর অধিবাসীকে উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার সমূহ ক্ষমতা সহ অন্যান্য সমূহ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।
অত্র আমমোক্তার নামা দলিলের ক্ষমতা দ্বারা তাহার নামিত উল্লিখিত দাগের সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে তাহার কোন আপত্তি থাকিবে না ।
উপরিউক্ত বিষয়টির জন্য কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র নোটিশ প্রকাশিত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় অবহিত করিতে আহ্বান জানাই।
তারিখ ২১-০৪-২০২৪
ঠিকানা-
গ্রাম- আশদতলিয়া
পোষ্ট ও থানা- সুতাহাটা, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর । পিন নং- ৭২১৬৩৫ম।

Sd/- Sabitabrata Brahmachari
Advocate, Haldia Court
En No. WB/1132/2013
Bar Council of West Bengal

বিজ্ঞপ্তি

আমি সবিতাব্রত ব্রহ্মচারী, আইনজীবি, হলদিয়া আদালত, অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানাইতেছি যে আমার মক্কেল সত্যজিৎ দাস, পিতা- রনজিৎ কুমার দাস, গ্রাম দুর্গাচক উত্তরপল্লী, পোষ্ট ও থানা- দুর্গাাচক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর এবং পিন নং ৭২১৬০২ এই ঠিকানার অধিবাসী। আমার মক্কেল ভবানীপুর মৌজায় জে.এল. নং ১৫০, দাগ নং- ৬৫২, ৭৫৮, ৭৬৭, ৭৬৮, ৭৭১ ও ৭৭৫ দাগে মোট ৫১ (একান্ন) ডেসিমল তাঁর নামিত ও এল. আর. ১২১৭ নং খতিয়ান ভুক্ত সম্পত্তি গত ইংরাজী ২৮শে জানুয়ারী, ২০২২ তারিখে সম্পাদিত ও ৩১শে জানুয়ারী, ২০২২ তারিখে সুতাহাটা এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত- ১২০৮ নং আমামোক্তার দলিল (যাহার বুক নং -I, ভলিউম নং- ১১০৬/২০২২ পেজ নং-২৫২০৮ হইতে ২৫২২৫) দ্বারা তাহার স্ত্রী গীতা দাস পড়্যা, স্বামী- সত্যজিৎ দাস, গ্রাম দুর্গাচক উত্তরপল্লী, পোষ্ট ও থানা- দুর্গাচক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর এবং পিন নং- ৭২১৬০২ এর অধিবাসীকে উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার সমূহ ক্ষমতা সহ অন্যান্য সমূহ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।
অত্র আমমোক্তার নামা দলিলের ক্ষমতা দ্বারা তাহার নামিত উল্লিখিত দাগের সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে তাহার কোন আপত্তি থাকিবে না।
উপরিউক্ত বিষয়টির জন্য কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র নোটিশ প্রকাশিত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় অবহিত করিতে আহ্বান জানাই ।
তারিখ ২১-০৪-২০২৪
ঠিকানা-
গ্রাম- আশদতলিয়া, পোষ্ট ও থানা- সুতাহাটা, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর।
পিন- ৭২১৬৩৫।

Sd/- Sabitabrata Brahmachari
Advocate, Haldia Court
En No. WB/1132/2013
Bar Council of West Bengal

বিজ্ঞপ্তি

ইন দি কোর্ট অফ লারনেড ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত, হুগলী এ্যাট চিনসুরা

রেফাঃ এ্যাক্ট ৩৯, কেস নং ৩৩/২০২৩

দরখাস্তকারীনিঃ- শ্রীমতী পূর্ণিমা ধর

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এইমর্মে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী পূর্ণিমা ধর, স্বামী শ্রী রথীন ধর, পিতা- শ্রী আশুতোষ দলুই, সাকিম- বিবেকানন্দ রোড, নবগ্রাম, পোঃ নবগ্রাম, থানা-উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২২৪৬ -এর নাম বরাবর তাঁহার মামিমা শ্রীমত্যা গীতা রায়, স্বামী স্বর্গীয় কালিপদ রায়, ঠিকানা- ময়নাডাঙ্গা, পোঃ চুঁচুড়া (আর.এস), থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী মহাশয়া গত ইংরাজী ২১/০২/২০২২ তারিখে একটি উইল সম্পাদন করিয়া যান, যাহা মাননীয়া নোটারী শ্রীমতী কাকলী মুখার্জ্জী মহাশয়া গত ইংরাজী ২৫/০২/২০২২ তারিখে উক্ত উইলখানি সিরিয়ান নং-১০৭, তাং- ২৫/০২/২০২২ রুপে রেজিষ্ট্রার্ডভুক্ত করেন। যাহা জেলা হুগলী, চুঁচুড়া থানার অধীন জে.এল. নং-১৬, সিমলা মৌজায় অবস্থিত তথা কোদালিয়া-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাধীন হাল এল. আর. ৫১৯৭ নং খতিয়ান ভুক্ত হাল এল. আর. ১৮৭৩ নম্বর দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় ০.৭৫ একর মধ্যে ০.০৩৯৯ অংশে ০৩ শতক মায় তদুপরিস্থিত স্বসাজ একতল কমবেশী ৬০০ বর্গফুট পরিমিত গৃহাদী সম্পত্তি সংক্রান্ত উইল সম্পাদিত হয়। আমার উক্ত মক্কেল উক্ত উইলের প্রবেট লইবার জন্য অত্র আদালতে অত্রনং মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। অত্র বিষয়ে যদি কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকে তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে পরবর্ত্তী ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তিয় উকিলবাবু মারফৎ আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় আমার মক্কেলের পক্ষে একতরফা শুনানী হইবে।
দরখাস্তকারীনির পক্ষে নিযুক্তীয়
Sumit Kumar Adhikari
উকিলবাবু

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
Sheristader
District Delegate, Hooghly,

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- হুগলী, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

অত্র ২০২২ সালের ৩৮ নং প্রবেট মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারীঃ- শ্রী পার্থ রঞ্জন চ্যাটার্জ্জী ওঃ পার্থ রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, পিতা- ঁপ্রনবনাথ চ্যাটার্জী, ওঃ প্রনব নাথ চট্টোপাধ্যায়, সাং-৬৮, করালী চরন মুখার্জ্জী সরনী, (পুরাতন নং- ৫৩ সখের বাজার লেন) ভদ্রকালী, পোঃ-ভদ্রকালী, থানা-উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী।

দরখাস্তকারী তাহার পিতার- ঁ প্রনব নাথ চ্যাটার্জী, ওঃ প্রনব নাথ চট্টোপাধ্যায় পিতা- নলিনাক্ষ চট্টোপাধ্যায়, ওরফে চ্যাটার্জী, সাং-৬৮, করালী চরন মুখার্জী সরনী (পুরাতন নং-৫৩, সখের বাজার লেন), ভদ্রকালী, পোঃ-ভদ্রকালী, থানা-উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলীর অন্তর্গত, মৌজা-ভদ্রকালী, থানা- উত্তরপাড়া, জে. এল. নং-৯, আর. এস. খতিয়ান নং-১৭৩৬, আর. এস. দাগ নং- ২৬৯৭ তথা এল. আর. ১৯৯০/১ নং খতিয়ানে ৪৯৫৪ নং দাগে ২(দুই) কাঠা বাস্তু জমি মায় গৃহাদি সম্পত্তির প্রবেট লইবার জন্য উপরোক্ত দরখাস্তকারী অত্র আদালতে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তী জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা তাহার নিযুক্তিয় উকিলবাবু, মারফৎ হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমার শুনানী হইয়া যাইবে।
দরখাস্তকারীর তরফ
সৈকত মন্ডল
এ্যাডভোকেট

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
হুগলী জেলা জজ আদালত।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভুম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভুম-৭৩১১০১।
মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভুম।
মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

ব্যালট নয়, ভোট হবে ইভিএম-এই, বড় রায় সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল: ব্যালট নয়, ভোট হবে ইভিএমেই। নির্বাচন চলাকালীনই রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। তাছাড়াও ইভিএমের সঙ্গে ১০০ শতাংশ ভিভিপ্যাট মিলিয়ে দেখার আর্জি খারিজ হয়ে গেল শীর্ষ আদালতে। ভোটারদের হাতে ভিভিপ্যাট স্লিপ তুলে দেওয়ার দাবিও শীর্ষ আদালতে নাকচ হয়ে গিয়েছে। তবে নির্বাচন কমিশনকে ভিভিপ্যাট সংক্রান্ত দুটি নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

এ ব্যাপারে আগেই আপত্তি তুলেছিল নির্বাচন কমিশন। তারা বলেছিল, সমস্ত বুথে ইভিএমের সঙ্গে ভিভিপ্যাটের কাগজ মিলিয়ে দেখতে হলে নির্বাচন প্রক্রিয়া আবার ব্যালট পেপারের জমানায় পিছিয়ে যাবে। বুধবার এই মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চও কিছুটা কমিশনের সুরেই কথা বলেছে। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, তারা নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। নির্বাচন কমিশনের মতো একটি সাংবিধানিক সংস্থার কাজে হস্তক্ষেপও করতে পারে না। তবে একই সঙ্গে তারা জানিয়েছে, নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আরও সুরক্ষিত করার জন্য যদি সত্যিই কিছু করার থাকে, তবে তারা অবশ্যই তা করবে।

লোকসভা নির্বাচন চলাকালীনই সুপ্রিম কোর্টে ইভিএমের ভোটের সঙ্গে ভিভিপ্যাট স্লিপ মিলিয়ে দেখার আবেদনের শুনানি শুরু হয়। ব্যালটে ভোটগ্রহণ চেয়েও আবেদন জমা পড়ে। ভোটে কারচুপি রুখতে ভোটারদের হাতে ভিভিপ্যাট স্লিপ তুলে দেওয়ারও প্রস্তাব ওঠে।

বিরোধীদের সপাটে থাপ্পড়: মোদি

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল: লোকসভা ভোটপর্বের মাঝেই শুক্রবার সকালে সমস্ত ভোটের বুথে ইভিএমের ফলের সঙ্গে ভিভিপ্যাটের কাগজ মিলিয়ে দেখার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। দুপুরে বিহারে বিজেপির ভোট প্রচারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শীর্ষ আদালতের রায়কে স্বাগত জানালেন। সেই সঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'বিরোধীরা এত দিন ইভিএম নিয়ে কান্নাকাটি করত। তাদের সপাটে চড় মেরেছে সুপ্রিম কোর্ট।

তৃণমূলের কাছে বুথ দখল ছাড়া বিকল্প কোনও পথ নেই: অর্জুন সিং

নজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'বাংলায় বুথ দখলের পরম্পরা আছে। তৃণমূলের কাছে বুথ দখল ছাড়া বিকল্প কোনও পথ নেই। তাছাড়া তৃণমূলের কাছে এখন ১০ শতাংশ ভোটও নেই।' শুক্রবার সকালে ব্যারাকপুরে ভোট প্রচারে বেরিয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন তিনি কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে ঘেঁষা ব্যারাকপুর পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মাঠ পাড়া থেকে পায়ে হেঁটে ভোট প্রচার শুরু করেন। অলিগলি ঘুরে আনন্দপুরী মাঠের কাছে তিনি প্রচার শেষ করেন। প্রচার শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, 'তৃণমূল নেতা যারা চাকরি প্রার্থীদের থেকে টাকা নিয়েছেন, তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হবে। প্রয়োজনে চাকরি প্রার্থীদের সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল নেতাদের বাড়ি ঘেরাও করা হবে।' প্রসঙ্গত, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রকল্প দিয়েছে তৃণমূল সরকার । প্রচারে তা তুলে ধরছেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। এ প্রসঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, সব প্রকল্প থেকে তৃণমূল নেতারা তো কমিশনও নিচ্ছেন।

কাঁথিতে কাঁটায় কাঁটায় টক্কর পদ্ম- জোড়াফুলে

প্রথম পাতার পর...

কাঁথির রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, ১৯৫২ সাল থেকে কংগ্রেসের দখলে ছিল এই গড়। এরপর জনতা দল হয়ে কাঁথির দখল নেয় সিপিএম। এরপর ১৯৯৯ সাল অর্থাৎ তৃণমূল প্রতিষ্ঠার ১ বছরের মধ্যেই কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ হন তৃণমূলের নীতীশ সেনগুপ্ত। এরপর মাত্র একবার সিপিএম ক্ষমতা দখল করেছিল কাঁথির। এরপর কাঁথির রাজনীতি থেকে বামেদের অস্তিত্ব ধীরে ধীরে মুছে দিয়ে জায়গা নেয় জোড়াফুল। ২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের হয়ে প্রথমবার এই কেন্দ্র থেকে সিপিএমের প্রশান্ত প্রধানকে ১ লক্ষের বেশি ভোটে পরাজিত করেছিলেন শিশির অধিকারী। এরপর ২০১৪ সালেও তৃণমূলের টিকিটে শিশির সিপিএমের তাপস সিন্হাকে ২ লক্ষের বেশি ভোটে পরাজিত করেন। পরের বার ২০১৯-এ জয়ী হয়ে গড়েন হ্যাটট্রিকের রেকর্ডও। তবে সেবার লক্ষণীয় ভাবে মোদি ঝড়ের প্রভাবে সিপিএমকে পিছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে গেরুয়া শিবির। বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস সামন্তকে ১ লক্ষের বেশি ব্যবধানে পরাজিত করেন শিশির অধিকারী।

এরপর রাজনৈতিক রং বদলের আঁচ লাগে কাঁথিতে। কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের বেশিরভাগ জায়গা এখন গেরুয়া। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রের ৪টি যায় বিজেপির দখলে। তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হয় তৃণমূল। এরপর পঞ্চায়েতে তৃণমূল ত্রিস্তরে অধিকাংশ আসন দখল করলেও পিছিয়ে নেই বিজেপি। খেজুরি-২ পঞ্চায়েত সমিতি একক দখল করে বিজেপি। এই ব্লকের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতও দখল করে বিজেপি। কাঁথি দক্ষিণের কাঁথি-১ পঞ্চায়েত সমিতি বিজেপি দখল করে। শুধু তাই নয় একাধিক পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে যায়।

এদিকে অধিকারী পরিবারের সদস্য় লোকসভা নির্বাচনে জয় নিয়ে আশাবাদী। এই প্রসঙ্গে সৌমেন্দু এও জানান, 'গত পুর ভোটে কাঁথির মানুষ যে সন্ত্রাস দেখেছেন তার জবাব দিতে তাঁরা প্রস্তুত। পুরসভা এলাকার মানুষের সঙ্গে আমার পরিবারের সম্পর্ক দীর্ঘ কয়েক দশকের।'

এদিকে শিশির অধিকারীর সঙ্গে ত্রিস্তরের শাসক ও বিরোধী দলের মানুষের সঙ্গে সখ্যতা যথেষ্টই। এদিকে আবার মাঠে নেমেছে তমলুকের বিদায়ী সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারীও। তাঁরও জনসংযোগ রয়েছে যথেষ্টই। সঙ্গে রয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর গ্রহণযোগ্যতা। ফলে সব মিলিয়ে সৌমেন্দুর জয়ের ব্যাপারে প্রত্যয়ী অধিকারী পরিবারের সদস্যরা।

এদিকে বাস্তব ছবি কিন্তু মোটেই সুখকর নয় বিজেপির পক্ষে। কাঁথি সাংগঠনিক জেলার পুরনো দিনের বিজেপি নেতাদের অনেকের সঙ্গে বর্তমান নেতৃত্বের আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক। বেশ কয়েকজন নেতৃত্ব নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছেন। এই তালিকায় রয়েছেন মণ্ডল সভাপতি থেকে জেলা কমিটির পদাধিকারীরাও। আবার, এই জেলায় পুরনো দিনের নেতাদের একটা অংশ সুকান্তবাবু, দিলীপবাবুদের মতো নেতাদের হয়ে ভোটে খাটছেন বলেও খবর। কারণ, তাঁরা পার্টিকে ভালোবাসেন বলে নিষ্ক্রিয় হয়েও থাকতে পারছেন না। এদিকে পূর্ব মেদিনীপুর কাজের উপযুক্ত জায়গা নয় বলে মনে করেই চলে গিয়েছেন অন্য জেলায়। অচেনা জায়গা হলেও সেখানে দিলীপ ঘোষ এবং সুকান্ত মজুমদারের হয়ে জান কবুল করে লড়ছেন তাঁরা। শুধু তাই নয়, প্রথম দু'-তিন দফায় উত্তরবঙ্গে নির্বাচন হয়ে গেলেও পরে পূর্ব মেদিনীপুরে ফিরতেও নারাজ এঁরা। আর এই ঘটনা যে সত্য তাতে সিলমোহর পড়ে লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে খাড় অঞ্চলের গোড়াপত্তনকারী বিজেপি নেতা সুবল পাহাড়ি ও তাঁর অনুগামীদের কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী উত্তম বারিকের হাত ধরায়। যোগদানের পর সুবল পাহাড়ি জানান, 'বিজেপি দলে গ্রুপ বাজি চলছে। কেউ কাউকে মানে না। আমার বুথে যে বিজেপিকে গালাগালি করছে, সে তারপরে ব্লক নেতা হয়ে যাচ্ছে।' ফলে সামগ্রিক এই ঘটনায় নিঃসন্দেহে অস্বস্তিতে গেরুয়া শিবির। ফলে অধিকারী পরিবার যে দাবিই করুন না কেন, ২০২৪-এর নির্বাচনে লড়াই হবে কাঁটায়-কাঁটায়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৭ এপ্রিল ২০২৪ ১৪ বৈশাখ ১৪৩১ শনিবার

তপ্ত বৈশাখ...

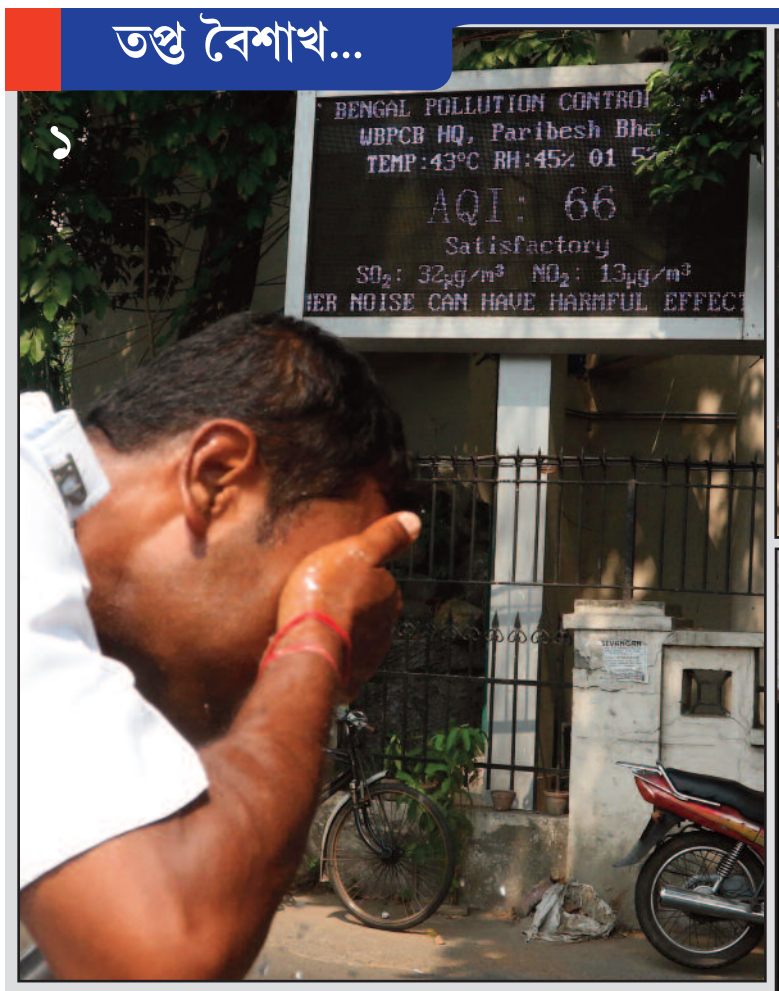

১

২

৩

১. দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের বোর্ডে শুক্রবার কলকাতার তাপমাত্রা দেখিয়েছে ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
২. গরম থেকে রেহাই পেতে মাথা-মুখ ঢেকেছেন কাপড়ে।
৩. স্নানেই মিলছে স্বস্তি। ছবি অদিতি: সাহা

হাইকোর্টের রায়ে ২৬ হাজার চাকরি গিয়েছে

৩ মে সুপ্রিম কোর্টে একযোগে সমস্ত মামলার শুনানির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্ট স্কুল সার্ভিস কমিশনের ২০১৬ সালের ৪টি প্যানেলের মাধ্যমে চাকরি পাওয়া প্রায় ২৬ হাজার মানুষের চাকরি বাতিল করেছে। সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গত বুধবার মামলা দায়ের করে রাজ্য সরকার, স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এর বাইরে ব্যক্তিগত ভাবেও চাকরিহারারা সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন। জানা গিয়েছে, এই সব মামলা একযোগে শুনানি হবে। আগামী ৩ মে সেই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। এই মামলায় যারা চাকরি চেয়ে আন্দোলন করে আসছেন তাঁরাও অংশগ্রহণ করছেন। কারণ তাঁরা সুপ্রিম কোর্টে আগে থেকেই ক্যাভিয়েট দাখিল করে রেখেছেন, যাতে তাঁদের বক্তব্য না শুনে সুপ্রিম কোর্ট কোনও সিদ্ধান্ত না নেয়।

এদিন সুপ্রিম কোর্টের তরফেই জানানো হয়েছে, চাকরি বাতিল মামলার শুনানি আগামী ৩ মে হতে পারে। তবে কোন বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি হবে তা এখনও জানানো হয়নি। আইনজীবীদের কেউ কেউ মনে করছেন, যদি আগামী ৩ তারিখ এই মামলার শুনানি হয় তাহলে, কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের ওপরে স্থগিতাদেশ নেমে আসবে। কারণ, কলকাতা হাইকোর্টের যে স্পেশ্যাল ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে, সেই বেঞ্চই গঠিত হয়েছে সুপ্রিম নির্দেশে। সেই বেঞ্চ গঠনের লক্ষ্যই ছিল দ্রুত এই মামলার শুনানি শেষ করে রায় দেওয়া। সুপ্রিম কোর্টের যে বেঞ্চ কলকাতা হাইকোর্টে এই স্পেশ্যাল ডিভিশবন বেঞ্চ গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল, সেই বেঞ্চেরই পর্যবেক্ষণ ছিল, কিছু মানুষ অনায্য পথে হেঁটে চাকরি পেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আদালত এটা বিশ্বাস করে না যে সবাই সেই পথেই হেঁটেছেন। তাই সকলের চাকরি কেড়ে নেওয়া কখ নই সমস্যার সমাধান হতে পারে না। এভাবে হাজার হাজার মানুষের চাকরি কেড়ে নেওয়াও যায় না।

সন্দেশখালি মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালি মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সূত্রের খবর, হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শুক্রবারই সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চে আগামী ২৯ এপ্রিল এই মামলার শুনানি হবে বলে একটি একটি সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে।

সন্দেশখালি কাণ্ডে গত মার্চ মাসেই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। ইডি অফিসারদের উপর হামলার ঘটনায় ন্যাজাট থানায় দু'টি এফআইআর দায়ের হয়েছিল। বনগাঁ থানায় আরও একটি এফআইআর দায়ের হয়। এই তিন মামলার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট।

প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতির তদন্তে সন্দেশখালির একসময়ের দাপুটে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে গিয়েছিল ইডি। অভিযোগ, সেই দিন শাহজাহানের উস্কানিতে ইডির ওপর হামলা হয়। এই ঘটনার পর থেকেই চর্চায় আসে সন্দেশখালি। জানা যায়, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির অধিকারী শাহজাহান। শাহজাহান বিপাকে পড়তেই প্রকাশ্যে আসে তার ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে হাজারও অভিযোগ। জমি দখ ল থেকে নারী নির্যাতন এমনকী খ ুনেরও অভিযোগ ওঠে।

ইডির ওপর হামলার ৫৫ দিন পর অবশেষে গ্রেপ্তার হয় শেখ শাহজাহান। প্রথমে সিবিআই হেপাজত এবং তার পরে ইডি হেপাজতে নেওয়ার পর জেলে সন্দেশখালির একসময়ের বেতাজ বাদশা। সন্দেশখালি নিয়ে বেশ কিছু মামলাও চলছে হাই কোর্টে। সম্প্রতি সেই মামলার শুনানিতেই সিবিআইকে সিট গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। গত ১০ এপ্রিল কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ সন্দেশখালি নিয়ে একটি ইমেল আইডি চালু করার নির্দেশও দেয়।

এদিকে, শুক্রবার সকালেই সন্দেশখালিতে আবার হানা দিয়েছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার একটি সূত্রে খবর, শাহজাহান শেখের এক ঘনিষ্ঠের আত্মীয়ের বাড়িতে প্রচুর অস্ত্র এবং বোমা মজুত রয়েছে, এমন খবর পাওয়া মাত্রই অভিযান চালানো হয়েছে। তল্লাশি অভিযানে মিলেওছে আগ্নেয়াস্ত্র। ঘটনাচক্রে, একই দিনে সন্দেশখ ালিকাণ্ডে সিবিআই তদন্তের বিরুদ্ধে রাজ্য শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে বলে খবর।

বাম আমলের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ২৫০ জনকে চাকরির নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একদিকে যখন এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের রায়ে প্যানেল বাতিলের ফলে প্রায় ২৬ হাজার জনের চাকরি গিয়েছে, অন্য দিকে, শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ সংক্রান্ত অন্য একটি মামলায় প্রাথমিকে মালদার প্রায় ২৫০ প্রার্থীকে চাকরি দিতে বললেন বিচারপতি। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ জানিয়েছে, বাম আমলের নিয়োগ প্রক্রিয়াতেই নিয়োগ করতে হবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে। একই প্রক্রিয়ায় বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনার ৪০০ পরীক্ষার্থীকে চাকরি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

দু'মাসের মধ্যে মালদার চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।২০১০ সালে বাম আমলে

প্রাথমিক স্কুলগুলিতে নিয়োগের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, সেই প্যানেল বাতিল করে তৃণমূল সরকার। পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২০১৪ সালে নতুন করে নিয়োগ শুরু হয়। মালদহের কয়েক জন প্রার্থী সেই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ত্রুটির অভিযোগ তোলেন। মামলা দায়ের হয়। সেই মামলায় শুক্রবার ২৫০ জনকে নিয়োগের নির্দেশ দিল আদালত। বলা হয়েছে, শূন্যপদের ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি পাবেন এই প্রার্থীরা।

কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ জানিয়েছে, এই মামলায় বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মালদহের যে চাকরিপ্রার্থীরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন, তাঁদের সকলকে চাকরি দিতে হবে। প্রাথমিকের এই মামলায় বিচারপতি মান্থার মন্তব্য, 'এই নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তদন্ত হলে পুরো প্যানেল বাতিল হতে পারত। এত দিন পরে আদালত মনে করছে, কিছু মানুষ চাকরি পাক।'

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে প্রাথমিকে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল তৎকালীন বাম সরকার। ২০১০ সালে ওই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। পরের বছর অর্থাৎ, ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল। নতুন এই সরকার বাম আমলের নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে দেয় এবং নতুন প্যানেল প্রকাশ করে। ওই প্যানেলকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের হয় হাই কোর্টে। পরে সুপ্রিম কোর্টেও যায় সেই মামলা। শীর্ষ আদালত সে সময়ে তৃণমূল সরকারের পক্ষেই রায় দিয়েছিল। তবে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, বাম আমলের আবেদনকারীদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ দিতে হবে। নতুন কোনও চাকরিপ্রার্থীর আবেদন গণ্য হবে না ওই প্যানেলে। আদালতের নির্দেশের পরে ওই প্যানেল নিয়েই ২০১৪ সালে আবার নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে রাজ্য সরকার। ২০১৫ সালে সেই প্যানেলের মেয়াদ শেষ হয়। কিন্তু মালদহের কয়েক জন চাকরিপ্রার্থী ওই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ত্রুটির অভিযোগ তুলে আবার হাই কোর্টে মামলা করেন। সেই মামলাতেই প্রায় ২৫০ জনকে চাকরি দেওয়ার নির্দেশ দিল হাইকোর্ট।

চিটফান্ড সংস্থা দ্বারা প্রতারিতদের পাশে দাঁড়াতে ভোট দেওয়ার আবেদন বামেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সারদা, রোজভ্যালি-সহ একাধিক চিটফান্ড সংস্থায় টাকা রেখে যাঁরা প্রতারিত হয়েছেন সেই আমানতকারী ও এজেন্টদের বাম প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানো হল। আমানতকারীদের পাশে দাঁড়ানো বাম নেতারা আজ বলেন, 'যত বেশি বাম প্রার্থীরা জিতবে, প্রতারিতদের টাকা ফেরত পাওয়াটাও তত সহজ হবে।'

সুজন চক্রবর্তী ও আবদুল মান্নানরা প্রতারিত আমানতকারী ও এজেন্টদের সংগঠিত করেছিলেন । তাঁদের হয়ে আইনি লড়াই লড়েছেন বিকাশ ভট্টাচার্যরা । প্রতারিতদের সংগঠন চিটফান্ড সাফারার্স ইউনাইটেড ফোরাম দমদম কেন্দ্রের সিপিআই(এম) প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী ও হাওড়া কেন্দ্রের সিপিআই(এম) প্রার্থী সব্যসাচী চক্রবর্তী-সহ বাম প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে । শুক্রবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে সেই দাবি করা হল সংগঠনের তরফে । উপস্থিত ছিলেন সুজন চক্রবর্তী, বিকাশ ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্যরা।

সুজন চক্রবর্তী ও আবদুল মান্নানরা প্রতারিত আমানতকারী ও এজেন্টদের সংগঠিত করেছিলেন। তাঁদের হয়ে আইনি লড়াই লড়েছেন বিকাশ ভট্টাচার্যরা। প্রতারিতদের সংগঠন চিটফান্ড সাফারার্স ইউনাইটেড ফোরাম দমদম কেন্দ্রের সিপিআই(এম) প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী ও হাওড়া কেন্দ্রের সিপিআই(এম) প্রার্থী সব্যসাচী চক্রবর্তী-সহ বাম প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

এ দিন চিটফান্ডের প্রতারিত আমানতকারীদের মঞ্চের তরফে বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, 'সংসদে বামেরা দুর্বল বলে প্রতিবাদটাও দুর্বল। সংগঠিত করা যাচ্ছে না । যত বেশি বাম প্রার্থী জিতিয়ে পাঠাতে পারবেন তত সহজ হবে আপনাদের টাকা ফেরানোর প্রক্রিয়া । মোদি বলেছেন টাকা দেবেন। এর আগে অমিত শাহ বলেছিলেন । বিভ্রান্ত হবেন না এদের কথায়। এরা মিথ্যা বলে। নির্বাচনে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সব অংশে বাম প্রার্থীদের জেতান। শুরু থেকেই চিটফান্ড প্রতারিতদের পাশে থেকেছেন সুজন চক্রবর্তীরা ।'

দমদম কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'প্রতারকরা যে সর্বনাশ করেছে তার অবসান হতে হবে। টাকা ফেরত চাই, প্রতারকদের শাস্তি চাই। আদালতে বিকাশ ভট্টাচার্য যোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছেন। রাস্তায় আমরা ছিলাম। কেন্দ্রের ইডি যে বিপুল টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে, সেটা প্রতারিতদের ফেরত দেবে না বলছে। অন্য দিকে, রাজ্যে সরকার জানিয়েছে, টাকা ফেরানোর দায়িত্ব নেবে না। দু'জনের অবস্থান স্পষ্ট। এরা কেউ এটা চায় না। লড়াইটা রুটি, রুজির। লড়াইটা ভাব দেখ ানোর লড়াই না। আপনারা সব স্পষ্ট বোঝেন। দায়িত্ব নিন। দুই প্রতারক দিল্লি ও রাজ্য, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।'

কলকাতা বিমানবন্দের রাখা আছে বোমা, ই-মেলে খবর মিলতেই চাপানউতোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলায় ভোটের দিনে বোমাতঙ্ক ছড়াল কলকাতা বিমানবন্দরে। সূত্রের খবর, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে একটি হুমকি ই-মেল আসে। জানানো হয় কলকাতা বিমানবন্দরে বোমা রাখ

া যাচ্ছে। সেই খবর চাউর হতেই কর্তৃপক্ষ তত্পর হয়। লোকজন তা জানতে পেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তৎপরতা বাড়ায় সিআইএসএফ। সিআইএসএফের পক্ষ থেকে বিমানবন্দরের ভিতর চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়। তবে অনেক খুঁজেও বোমার হদিশ মেলেনি। খতিয়ে দেখা হচ্ছে কোথা থেকে এই হুমকি মেল পাঠানো হয়েছে। সাহায্য নেওয়া হচ্ছে সাইবার বিশেষজ্ঞদের।

প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিককালে দেশের নানা প্রান্তে এই এই কায়দায় মেল পাঠিয়ে ভুয়ো বোমাতঙ্ক ছড়ানো হয়েছে। এটা সেরকমই কোনও ঘটনার প্রতিচ্ছবি কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ই-মেলের পিছনে এক যাত্রীর হাত থাককে পারে বলে খবর। তাঁকেও চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে বলে বিমানবন্দর সূত্রে খবর। অন্য দিকে, গোটা এলাকাতেই কড়া নজরদারি শুরু করে দিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। মাঠে নামে বিধাননগর পুলিশও।

জোর করে জমি বিক্রি করা যাবে না, হুঁশিয়ারি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কাঁচড়াপাড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের মান্দারি বাজার এলাকায় বছরের পর বছর ধরে বসবাস করছেন প্রায় শ'খানেক পরিবার। কাঁচড়াপাড়া বাসিন্দা ওই জমির বর্তমান মালিক রামনাথ ঠাকুর ও তাঁর পুত্র সঞ্জয় ঠাকুর প্রায় ছয়-সাত বিঘে আয়তনের জমি প্রমোটারের হাতে তুলে দিতে চাইছেন। উচ্ছেদের আশঙ্কায় ভীত বাসিন্দাদের পাশেদাঁড়ালেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং।

সূত্র বলছে, ভাড়াটিয়াদের হটিয়ে সেখানে প্রমোটার আবাসন তৈরি করবেন। বাসিন্দারা জানান, বৃহস্পতিবার প্রত্যেক ভাড়াটিয়ার কাছে আইনজীবী মারফত চিঠি পাঠায় জমির মালিক। যদিও সেই চিঠি কেউই গ্রহণ করেননি। শুক্রবার সকালে জমির মালিক রামনাথ ঠাকুরের ছেলে সঞ্জয় ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেন ভাড়াটিয়ারা। আলোচনা ছাড়াই তারা কেন জমি প্রমোটারের হাতে জমি তুলে দিচ্ছেন, তা জানতে চান ভাড়াটিয়ারা। যদিও আগামী রবিবার ভাড়াটিয়াদের নিয়ে আলোচনায় বসার কথা জানান সঞ্জয় ঠাকুর।

এই বাসিন্দাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। তাঁর হুঁশিয়ারি, জোর করে জমি বিক্রি করা যাবে না। তবে জমি বিক্রির ক্ষেত্রে আগে ভাড়াটিয়াদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। বাসিন্দাদের সাহস জুগিয়ে তিনি আইনি সহযোগিতা করার আশ্বাসও দিলেন। তবে স্থানীয়স্তরে কেউ পাশে না দাঁড়ানোয় বেজায় ক্ষুব্ধ মান্দারি বাজার এলাকার বাসিন্দারা। প্রবীণ বাসিন্দা বিজন দেবনাথ জানান, বাপ-ঠাকুর দার পর তিনি এখানে বসবাস করছেন। তাঁর বয়স এখন ৭০ বছর। বিজনবাবুর কথায়, ভাড়াটিয়া প্রত্যেকের কাছেই ভাড়ার রসিদও আছে। কিন্তু জমির মালিক তাদের সঙ্গে আলোচনা না করেই চুপিসারে প্রমোটারের হাতে জমিটা তুলে দিতে চাইছেন। কিন্তু তাদের লড়াইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। লড়াইতে বিজেপি প্রার্থীকে পাশে পেয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আইনি লড়াইতে এগোতে চান মান্দারি বাজার এলাকার বাসিন্দারা।

কুণালের নিশানায় তারকা প্রার্থী দেব, 'গদ্দার' নিয়ে কটাক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একে অপরকে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করাটা যেখানে রাজনীতিতে অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যপার হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে কখনও অভিনেতা ও বিদায়ী সাংসদ দেবের মুখে তেমনটা শোনা যায়নি। বরাবরই প্রতিপক্ষের কড়া আক্রমণের জবাব তিনি দিয়েছেন নমনীয়ভাবে। ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থী দেব একজন অভিনেতাও।

বরাবরই রাজনীতির ক্ষেত্র আর অভিনয়ের ক্ষেত্রকে বরাবর পৃথক করে রাখতে সক্ষম তিনি। চলচ্চিত্র জগৎ বা অভিনয়ের ক্ষেত্রে কোনও আক্রমণ হলেও নমনীয়ভাবেই এতদিন তার মোকাবিলা করেছেন দেব। কখনও খারাপ কথা ব্যবহার করেননি। একইসঙ্গে অভিনয়ের জগৎ ও কলাকুশলীদের সমর্থনও করেছেন তিনি। উল্লেখ্য, ভোটের প্রচার পর্বে সম্প্রতি তৃণমূল সুপ্রিমো 'গদ্দার' বলে কটাক্ষ করেছেন বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে। তবে তৃণমূলের তারকা প্রার্থী দেব কথায়, এই ধরনের শধবদ্ধ নিয়ে আপত্তি রয়েছে তাঁর। সেই নিয়ে এবার মিঠুনের প্রতি দেবের ব্যক্তিগত সৌজন্য দেখানোকে কটাক্ষ করলেন কুণাল। দেবের মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে কুণাল ঘোষ বলেন, 'দেব খুব ভাল ছেলে, আমি ভালবাসি। কিন্তু এই ধরনের মানসিকতা বা বিবৃতির আমি তীব্র বিরোধিতা করছি।'

সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের খোঁচা, 'বিশ্বাসঘাতকরা আমাদের নেতা-নেত্রী-দলের বিরুদ্ধে কুৎসা করলেও তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আদিখ্যেতা করে নিজের ইমেজকে সর্বপন্থী উদার রাখার চেষ্টার নাম সৌজন্য।' ১০ বছরের রাজনৈতিক কেরিয়ারে টলিউড সুপারস্টার দেব দেখিয়ে দিয়েছেন সৌজন্য কাকে বলে। বিরোধী দলের নেতাদের নিয়ে কোনও কটু কথাই শোনা যায়নি তাঁর মুখে। যা নিঃসন্দেহে বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিরল। পাশাপাশি নিজের কেরিয়ার অর্থাৎ অভিনয় জগতেও বড় ব্যস্ত

তিনি। তাই রাজনীতি থেকে এবার বিদায় নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দল দেব-হারা হতে নারাজ। দফায় দফায় আলোচনার পর চব্বিশের লোকসভা ভোটে ফের তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন তিনি। নিজের এলাকায় প্রচার তো আছেই। তাছাড়াও দলের তারকা প্রচারক হয়ে জেলায় জেলায় দলীয় প্রার্থীদের হয়ে ভোট চাইতে দেখা গিয়েছে দেবকে। এসবের ফাঁকে বৃহস্পতিবার এক সংবাদমাধ্যমে রাজনৈতিক সাক্ষাৎকারে নিজের পছন্দ, অপছন্দ, ভাবনার কথা অকপটে বলেছেন দেব। সাফ জানিয়েছেন, কুকথা, ব্যক্তি আক্রমণ এসব পছন্দ নয়। 'গদ্দার' শধের পাশাপাশি 'দিদি ও দিদি' ডাক পছন্দ নয়। শিল্পের ক্ষেত্রে অকারণ রাজনীতি পছন্দ নয়। সিনেমার স্বার্থে মতাদর্শে অমিল হলেও শিল্পীকেই প্রাধান্য দেন এবং দেবেন, তা স্পষ্ট করেই বলেছেন টলিউড তারকা।

তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদকের বক্তব্য, 'আমরা যদি ব্যক্তিগত ইমেজ ভাল রাখার জন্য, চৈতন্যদেব সেজে বসে থাকি... যদি এমন হয়, আমার নেত্রীকে যে যা বলছে বলুক আমার কাছে বাবার মতো-জ্যাঠার মতো আমি আদিখ্যেতা করে যাব আর সৌজন্য দেখিয়ে নিজের ইমেজ বানাবো এটা হতে পারে না। মিঠুন চক্রবর্তী মমতার সরকারের বিরোধিতা করে কুৎসা করছেন।'

সম্পাদকীয়

কী ভাবে জনসাধারণ দৈনন্দিন জীবনযন্ত্রণা ভোগ করেন, পদাধিকারীদেরও তা জানা দরকার

গত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে খড়্গপুর আইআইটি পরিদর্শনে এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু। তাঁর আগমন উপলক্ষে আইআইটি ফ্লাইওভার থেকে রেলওয়ে ওয়ার্কশপের পাশ দিয়ে মথুরাকাটি হয়ে বম্বে রোড যাওয়ার রাজ্য স্তায় যাবতীয় রোড-বাম্পগুলো প্রশাসন থেকে ভেঙে বা কেটে দেওয়া হয়েছিল। তিন মাস অতিক্রান্ত, জায়গাগুলো আজও মেরামত করতে পারেনি প্রশাসন। পরিণামে ভাঙা অংশের পর থেকে যথারীতি রাস্তা ভাঙতে শুরু করেছে। রাষ্ট্রপতির আগমনের মাত্র কিছু দিন আগে রাস্তাটা সম্পূর্ণ ভাবে সারাই করেছিলেন রেল কর্তৃপক্ষ। বাম্প না থাকার ফলে এখন ওই রাস্তায় গাড়ির গতি প্রচণ্ড ভাবে বেড়ে গিয়েছে। দুর্ঘটনাও ঘটছে মাঝেমধ্যে। প্রসঙ্গত, ওই রাস্তার উপরে বেশ কয়েকটা স্কুলও রয়েছে। রাষ্ট্রপতির সফরে যাতে চড়াই-উতরাই ভাঙতে না হয়, সে জন্য অথবা নিরাপত্তাজনিত কারণে হয়তো রাস্তার বাম্প সরানোর ব্যবস্থা করা হয়। বেশ কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্যপাল শ্যামল সেনের যাওয়ার রাস্তার সমস্ত বাম্প কাটা হয়েছিল এই শহরে একই রকম তৎপরতায়। এবং পরে যথারীতি এ ভাবেই ফেলে রাখা হয়েছিল। প্রশ্ন হল, দেশের 'প্রথম নাগরিক'-এর কিছু সুরাহা করতে গিয়ে বাকি নাগরিকদের জীবন বিপন্ন করা কী ধরনের নীতি? বিষয়টা জেনেও প্রশাসন কী ভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে, সচেতন নাগরিকদের তা ভাবায়। আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলা দরকার। গণতান্ত্রিক এই দেশে কেউই রাজা-মহারাজা নন, তা তিনি যতই উচ্চপদে থাকুন। কী ভাবে জনসাধারণ দৈনন্দিন জীবনযন্ত্রণা ভোগ করেন, তা পদাধিকারীদেরও জানা দরকার। তবেই না গণতন্ত্রের সার্থকতা। সে ক্ষেত্রে নিরাপত্তাজনিত কারণে একটা চার-ছ'ইঞ্চির বাম্প কাটতে হলে বিষয়টি সত্যিই হাস্যকর ঠেকে। রাষ্ট্রপতির প্রতি যথোচিত সম্মান রেখেই বলতে চাই, পদাধিকারীর কষ্ট লাঘব করতে এ ধরনের চটজলদি সমাধানের রাস্তা খোঁজেন প্রশাসনের যাঁরা, বাদবাকি জনগণের অসুবিধার কথাটাও ভাবা তাঁদেরই দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। দীর্ঘ দিন ধরে প্রতিকূলতার সম্মুখীন যেন না হতে হয় তাঁদেরও। এ বিষয়ে রাজ্য প্রশাসন এবং রেল-কর্তৃপক্ষের তৎপরতা কামনা করি।

জন্মদিন

আজকের দিন

হরিশ রাওয়াত

১৯৩৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনার্দন পুজারীর জন্মদিন।*
১৯৪৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হরিশ রাওয়াতের জন্মদিন।*
১৯৮০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী প্রীতি গুপ্তার জন্মদিন।*

২৭ এপ্রিল দাদাঠাকুর শরচ্চন্দ্র পণ্ডিতের জন্ম ও মৃত্যু দিন

দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের চেয়ে কম জনপ্রিয় ছিলেন না!

স্বপনকুমার মণ্ডল

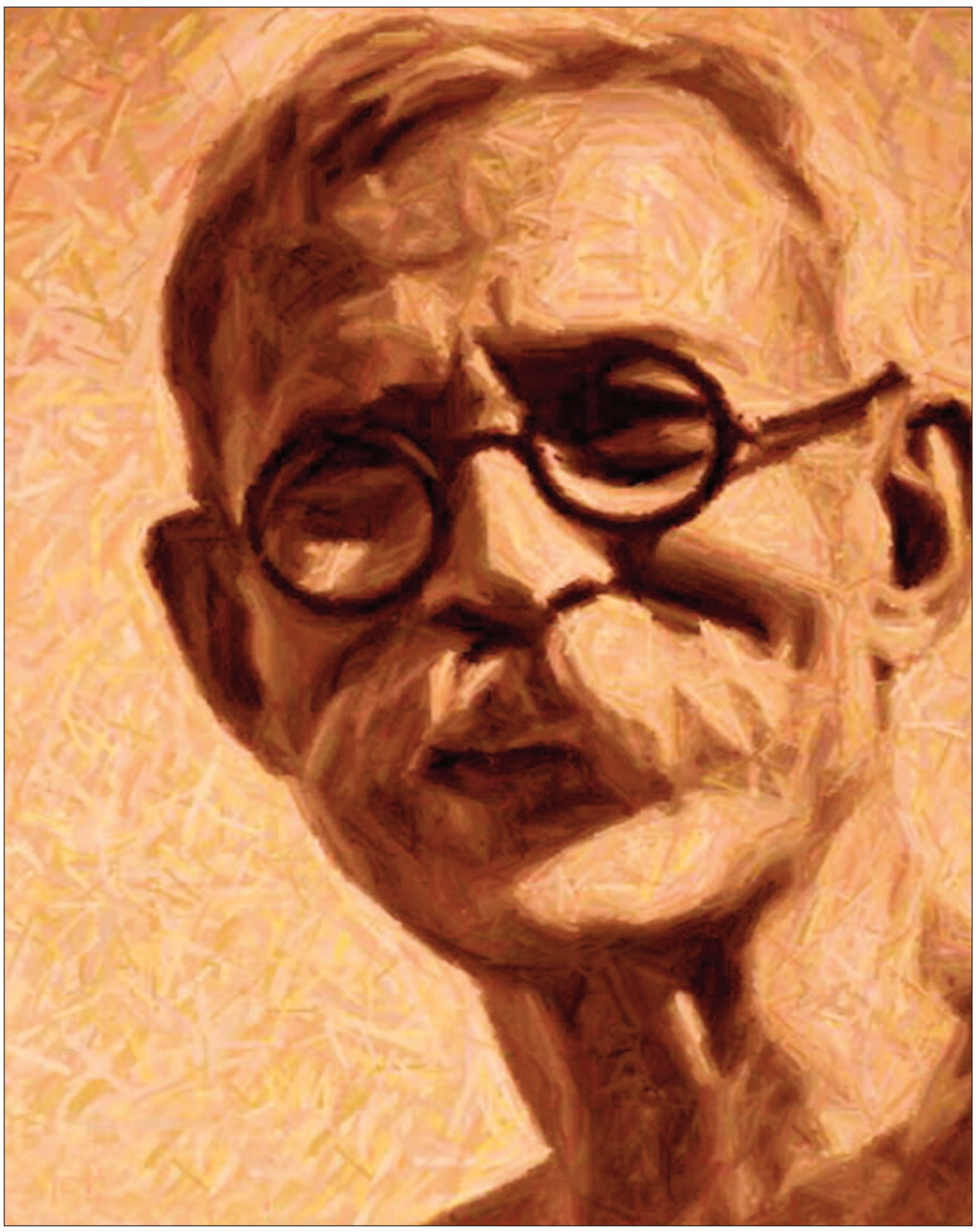

বাংলা রসসাহিত্যের একমেবাদ্বিতীয়ম শিল্পী শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর আত্মজীবনী 'ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর' (১৯৯৬)-এ রসিকতা করে বলেছেন একই নামের দু'জন কখনও বিখ্যাত হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ তিনি রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় কোনো রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত না হলেও দ্বিতীয় শরৎচন্দ্র বিখ্যাত তো বটেই, জনপ্রিয়ও হয়েছিলেন। তিনি শরৎচন্দ্র পণ্ডিত(১৮৮১-১৯৬৮)। আমজনতার কাছে তিনি দাদাঠাকুর নামেই পরিচিত ছিলেন। অবশ্য কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠার পর আরও এক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৮২-১৯৪৫) ঔপন্যাসিক হিসাবে বাংলাসাহিত্যে এলেও তাঁকে পাওয়া যায় একমাত্র সাহিত্যের ইতিহাসে। কিন্তু শরৎচন্দ্র পণ্ডিত তথা দাদাঠাকুর আজও স্বমহিমায় স্মরণে বরণীয়। অথচ তিনি হাসির গান ও কবিতা ছাড়া সাহিত্যের কোনো ধারাকেই সমৃদ্ধ করেননি। কিন্তু আপন পাণ্ডিত্যে সেকালের সাহিত্যরথী ও মহারথীদের পাশাপাশি বলা ভালো একটু বেশিই জনপ্রিয় ছিলেন।

দাদাঠাকুর ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ১৩ বৈশাখ বীরভূমের শিমলান্দী গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় বাবা-মাকে হারানোর কাকা রসিকলাল পণ্ডিতের অপত্যস্নেহে তিনি লালিত-পালিত হন। দারিদ্র ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। সেজন্য তিনি বেশিদূর পড়াশুনা করতে পারেননি। জঙ্গিপুর হাইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে দাদাঠাকুর এফ. এ. পড়ার জন্য বর্ধমান রাজ কলেজে ভর্তি হন। স্কুলে হাফ বেতন দিতে হলেও কলেজে কোনো বেতন না লাগায় তাঁর পক্ষে পড়াশোনায় সুবিধেই হয়েছিল। কিন্তু আহারাদির জন্য দাদাঠাকুরকে এক পুলিশের ছেলেকে প্রাইভেট পড়াতে হতো। সেখানেও বিপত্তি ঘটে। সেই পুলিশের আরেকটি পাঁচ-ছ বছরের শিশুকে বিনে পয়সায় পড়াতে একরকম বাধ্যই হন তিনি। কলেজে পড়া এবং কায়ক্লেশে আহারাদির ব্যবস্থা করা দুটি বিষয় তাঁর পক্ষে সামলানো সম্ভব হয়নি। অর্থের দারিদ্র পীড়িত করলেও মনের দারিদ্র তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। যদি বিদ্যাসাগরের মতো চারিত্রিক দৃঢ়তার আটপৌরে দ্বিতীয় কোনো বাঙালি থেকে থাকেন, তবে তিনি শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। বিলাসিতার ছিটেফোঁটা তার শরীরকে স্পর্শ করতে পারেনি। কোনোদিন জামা পড়েননি, খালিপায়ে হেঁটেছেন। অথচ জমিদার থেকে লাটসাহেব কারও কাছে মাথা নোয়াননি।

দাদাঠাকুর দুটি কারণে স্মরণীয়। একটি তাঁর সেকালের জঙ্গিপুরের মতো অনুন্নত এলাকা থেকে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করে প্রকাণ করা, অন্যটি হাস্যরস পরিবেশনের একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করা। মাত্র ৫০ টাকা পুঁজি নিয়ে ৪৬ টাকায় কাঠের পুরোনো প্রেস ও ছাপাখানার সরঞ্জাম কিনে জঙ্গিপুর সংবাদ প্রকাশ করেন। সেই ২০-২১ বছরের তরতাজা যুবক নিজের উদ্যোগে কী কঠোর পরিশ্রম ও অসীম ধৈর্যে পত্রিকাটি চালাতেন, তা তাঁর ছাপাখানা চালানোর কথা থেকে জানা যায় 'আমার ছাপাখানার আমি প্রোপাইটার, আমি কম্পোজিটর, আমি প্রুফ- রিডার, আমিই ইঙ্কম্যান। কেবল প্রেস-ম্যান আমি নই,---সেটি ম্যান নয়, উইম্যান। অর্থাৎ আমার অর্ধাঙ্গিনী।' দাদাঠাকুর গ্রামগঞ্জের খবরই শুধু নয়, সামাজিক অবিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে সরস-ব্যঙ্গে কবিতার আকারে সংবাদ পরিবেশনের একটি নতুন ধারার সৃষ্টি করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের ভূমিকা স্মরণ করা যেতে পারে। এছাড়া পত্রিকাটিতে দাদাঠাকুরের দেশপ্রেমী হিসাবেও বিশেষ ভূমিকা ছিল। এমনকি সেকালের চা বাগানের শ্বেতাঙ্গ মালিকদের এদেশীয় শ্রমিকদের উপর নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী সচল ছিল। তাঁর প্রতিবাদী চরিত্রের জন্য একাধিক বার তাঁকে ইংরেজ শাসকের রোষানলে পড়তে হয়েছিল।

রঙ্গভরা বঙ্গদেশে এখন রাজা নেই, তাঁর রসিক ভাঁড়ও নেই। কিন্তু রসিক মানুষ আছে। রাজদরবার না থাকলেও জনদরবার সর্বত্র। এদিকে আবার বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস সাদরে সমাদৃত হয়নি। হাসি তখনও হাস্যকর। অথচ মানুষ হাসতে চায়, হাসাতে চায়। কিন্তু হাসানোর রঙ্গ-রসিক কোথায়? এই অভাব পূরণ করার জন্যই যেন দাদাঠাকুরের আবির্ভাব। তাঁর উপস্থিতি মানেই হাসির ফোয়ারা কিংবা উষ্ণ প্রস্রবণ । হাস্যরসের অফুরন্ত ভাণ্ডার দাদাঠাকুরের মধ্যে আবাল্য হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষমতা বিস্ময়কর বৈকি! অভ্যস্ত সহজে তাঁর বিধিদত্ত প্রতিভায় সৃষ্ট হাস্যরসে রঙ্গই মুখ্য, ব্যঙ্গ নয়। তিনি একইসঙ্গে হাস্যরসের ধারক এবং বাহক। হাস্যরসকে জনপ্রিয় করার জন্য দাদাঠাকুর ১৩২৯ বঙ্গাব্দে সাপ্তাহিক 'বিদূষক' পত্রিকা বের করেন। লেখক থেকে কম্পোজিটর, মুদ্রাকর, প্রকাশক সবই তিনি। তিনিই আবার রঘুনাথ গঞ্জের পণ্ডিত প্রেসে ছাপিয়ে কলকাতার রাস্তায় হকারি করতেন। তাঁর হাস্যরস সৃষ্টি বিস্ময়কর ক্ষমতা পরবর্তীকালে প্রবাদের মতো মানুষের মুখেমুখে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন

১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কে জিতবে? দাদাঠাকুরের কথায় জার্মানি (যার Money) এবং জার্মান (যার Man) যেদিকে থাকবে।

২) বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনে নীলমণি ভট্টাচার্য ও রমণীমোহন সেনের মধ্যে কে জিতবে? দাদাঠাকুর বললেন, রমণীর (Raw Money) সঙ্গে নীলমণি (Nil Money) পারবে কেন?

৩) দাদাঠাকুরের কথায় কলকাতা অদ্ভুত শহর। সেখানে নিত্যরাস, নিত্যঝুলন। কারণ, ট্রামে বাসে যেমন rush– তেমনি ঝুলন।

৪) এক সভায় শরৎচন্দ্র দাদাঠাকুরকে রসিকতা করে বলেছিলেন, 'কীহে, বিদূষক শরৎচন্দ্র...।' দাদাঠাকুরও কম নন। তিনিও বলেছিলেন, 'কীহে চরিত্রহীন শরৎচন্দ্র...'

৫) প্রচণ্ড শীতের এক সভায় খালি গায়ে আসায় সকলের কৌতূহল নিরসনের জন্য দাদাঠাকুর ট্যাক থেকে একটি পয়সা বের করে বলেছিলেন পয়সার গরমে এসেছি।

৬) 'বিদূষক'-এর একটি কবিতার পুত্রবধূ শাশুড়িকে বলেছে, 'আঁতুর হইতে কলেজ খরচা/ হিসেব করিয়া চার হাজার/ বাবার নিকট নিয়েছ গুনিয়া/ পুত্রের দাবী কেন আবার ?'

এই রকম কত দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। দারিদ্রের সঙ্গে পাল্লা লড়েও দাদাঠাকুর আজীবন মানুষ হাসিয়ে ৮৭ বছর বয়সে ১৩৭৫ -এর জন্মদিনেই অমৃতলোকে পাড়ি দেন। অথচ তিনি দীর্ঘদিন মৃতলোকে অমৃতের আস্বাদ বিলিয়ে অমর হয়ে রয়েছেন। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুদীর্ঘ ৮৫ বছরের জীবনে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখজনের মতো দাদাঠাকুরকে জনাকয়েক মহাপুরুষের একজন হিসাবে বিশেষিত করেছেন। সেদিক থেকে অন্য শরৎচন্দ্র যে জনপ্রিয় শরৎচন্দ্রের থেকে স্বতন্ত্র, সে বিষয়টি ভাষাচার্যের অভিমতেই প্রকট হয়ে ওঠে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
ঋণ: বাংলা ও বাঙালি, ড স্বপনকুমার মণ্ডল,
সংবেদন, মালদা

জাস্টিস দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চের আদেশ সঠিক এবং সময়োচিত

সুবল সরদার

শীতে গরম গরম চা চাই । গরমে ঠান্ডা ঠান্ডা পানি চাই। সময়ের পট পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের চাওয়া পাওয়া পরিবর্তন হয়। আগে তৃণমূল বলতো খেলা হবে। এখন বিজেপি বলছে খেলা দেখাবো। সময়ের পরিবর্তনে কেউ খেলা করে ,কেউ খেলা দেখে। গরমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নির্বাচনী মহারণ। যুদ্ধের পটভূমি ভারত । নির্বাচন নামক মহাভারতের যুদ্ধ টানা এক মাস ধরে চলবে। হার জিৎ আছে। সরকার যাবে সরকার আসবে। এই নির্বাচন আঞ্চলিক দলগুলি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে। বিজেপি বিরোধী প্রধান দল কংগ্রেস রাহুল গান্ধীর হাত ধরে অপরিণত থেকে গেছে। তাদের গ্রহণ যোগ্যতা তলানিতে ঠেকেছে। সিপিএমের দেশ বিরোধী কার্যকলাপে মদত দিয়ে এখন তারা কার্যত জনগণের নাগালের বাহিরে, তৃণমূল হাজার হাজার কেলেঙ্কারীর খল নায়িকা। কাজে নড়বড়ে , নাটুকে সংলাপ , শুধু শ্রী শ্রী থেকে কুশ্রী-মিথ্যাশ্রীতে ভরপুর। প্রতিটা জনগণ সুন্দর, শান্তির জীবনের ছবি আঁকে। সরকার পরিবর্তন হলে তাদের মুক্তি মিলবে, কাজ মিলবে, নৈরাজ্য দূর হবে এমনটাই তারা ভাবে। অন্যদিকে নেতারা (সবাই নয় কেউ কেউ) ক্ষমতা হাতে পেলে টাকা চুরি করবে এমন স্বপ্ন দেখে। আইন ভেঙ্গে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। নীতি, নৈতিকতার ধার ধারে না। চুরি ই তাদের ধ্যান -জ্ঞান প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এ গণতন্ত্র জনগণের নয়, নেতাদের গণতন্ত্র । তারা ম্যান মেইড নেতা নয়, তারা ফ্যামিলি মেইড নেতা। তাই তারা নীতি আদর্শ বিসর্জন দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। কেউই তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে না, এমন কি কোর্ট নয় এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা আইন ভাঙতে মরিয়া হয়ে ওঠে। দীর্ঘ লাল সন্ত্রাস থেকে নীল সাদার সন্ত্রাস আরো বেড়ে যায় আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। টেট দুর্নীতি থেকে কয়লা কেলেঙ্কারী, গরু পাচার, কয়লা পাচার, সোনা পাচার, টাকা পাচার প্রভৃতি হাজার দুর্নীতি সরকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে।

লোকসভা নির্বাচনের শুরুতে ২০১৬ এর আপার প্রাইমারীর প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হচ্ছে। সমস্ত বেতনের সুদ সহ ১২ শতাংশ টাকা ফেরত দিতে হবে। অবশ্য সবাই নয়। অযোগ্যদের ফিরত দিতে হবে। তবে এখানে যোগ্য অযোগ্য বাছা খুব কঠিন কাজ। টেট পরীক্ষা না দিয়ে চাকরি, ও.এম.আর শীট ছাড়া চাকরি-প্যানেলের মেয়াদের শেষে চাকরি সব কেমন হজপজ ব্যাপার। এমনকি মাধ্যমিক পাশ, অষ্টম শ্রেণী পাস করে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা করছে। মেরিট লিস্ট নেই, অ্যাপয়ন্টমেন্ট লেটার নেই। টাকা দিয়ে ফোন ম্যাসেজে চাকরি। কখনো লেনদেন ঘাটতি হলে ফোনে চাকরি বাতিল। এখানে নিয়মের কোন তোয়াক্কা নেই। হাইকোর্ট তাই এমন কঠোর আদেশ দিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে জাস্টিস অভিজিৎ গাঙ্গুলী থেকে জাস্টিস দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। এমন আদেশ জনমানসে দারুণ উত্তেজনা বাড়ায়। জনগণ স্বাগত জানায়। ঘুষখোর সরকার এবং ঘুষ দেওয়া শিক্ষক ছাড়া সবাই খুশি। সরকার নির্বাচন দোহাই দিয়ে বাতিল শিক্ষকদের দিয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া নিতে চায়। সরকারের মাথা ব্যথা জনগণের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে ওঠে না। আইনের অধিকার প্রতিষ্ঠা হলে জনগণ বিচার পায়। এমন দ্রুত রায় দান সঠিক এবং সময়োচিত। এই রায়ে এক মানবিক দিক ফুটে উঠেছে ক্যান্সার আক্রান্ত সোমা দাসের চাকুরি বহাল রেখে। অন্যান্য দুর্নীতি যেমন মেডিকেল থেকে বিসিএস সব দুর্নীতি তদন্ত হোক। দ্রুত বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে আসুক এবং জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা পাক।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তীব্র দাবদাহে কারখানার দূষণের অভিযোগে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: একে চাঁদিফাটা গরম, তার ওপর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো দূষণ। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বেসরকারি কারখানার দূষণের জেরে, নানান রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন লাউদোহা পঞ্চায়েতের ঝাজরা গ্রামের বাসিন্দারা। বয়স্ক থেকে শিশু সকলেই দূষণে আক্রান্ত। গ্রামের অধিকাংশ বয়স্ক শিশু থেকে মহিলা অ্যালার্জি, ফুসফুসজনিত রোগ ও চর্ম রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। আর তারই প্রতিবাদে সুস্থ জীবন, বিশুদ্ধ বাতাস পেতে কারখানার গেটের সামনে শুক্রবার সকাল থেকে গ্রামের মহিলারা এসে হাজির হন। প্রধান গেটের সামনে বসে পড়ে দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার দাবি জানান তাঁরা।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বিগত বছর ঠিক এই দূষণের হাত থেকে বাঁচতে দীর্ঘ ৪৫ দিন ধরে কারখানার গেটের বাইরে আন্দোলন করেছিলেন গ্রামবাসীরা। ২২ এপ্রিল ২০২৩ সালে স্থানীয় প্রশাসন ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশ অনুসারে কারখানা কর্তৃপক্ষ সর্বসমক্ষে লিখিত আকারে গ্রামবাসীদের আগামী তিন চার দিনের মধ্যেই দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেয় কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি কারখানার সিএসআর প্রকল্পে গ্রামের উন্নয়নের কাজ করা হবে বলেও জানায়। কিন্তু আশ্বাসই সার দীর্ঘ একবছর পরও দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র কাজ তো করেনি অফুরন্ত বেড়েছে দূষণের মাত্রা বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। দূষণে জেরবার গ্রামের ডাঙ্গাল পাড়া, দুর্গামন্দির পাড়া, জামাই পাড়া এলাকার কয়েক হাজার মানুষ।

গ্রামের বাসিন্দা দূষণে আক্রান্ত নীলা চক্রবর্তী, বেবী চক্রবর্তীদের দাবি, গত বছর আন্দোলনের পর কারখানা কর্তৃপক্ষ রাত্রিবেলা কারখানার কালি ছাড়ার ব্যবস্থা করেছিল কিন্তু বর্তমানে দিনরাত অনবরত কারখানা থেকে বেরচ্ছে কালো ধোঁয়া ছড়াচ্ছে কালি এলাকায় ফলে, গ্রামের পুকুরের জলের রং হয়েছে কালো, সবুজ গাছপালার পাতার রূপ বদলে কালো রঙ হয়ে গিয়েছে বর্তমানে। গ্রামে নেই বিশুদ্ধ বাতাস, গ্রামবাসী তাপস চক্রবর্তীর দাবি, বাড়ির উঠোনে চলাফেরা করলে মনে হয় বাড়িতে নেই আছি কোনও কয়লা খনিতে। দূষণের মাত্রা এতটাই বেশি যে প্রায়ই সকলেই বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন গ্রামে। অথচ কোনও অলৌকিক শক্তির বলে বলিয়ান কারখানা কর্তৃপক্ষ গ্রামবাসীদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখছে না বারবার।

পাশাপাশি আন্দোলন করলে শাসকদলের হুমকি কারখানার কাজ থেকে বহিষ্কার করা হবে, এমনই গুরুতর অভিযোগ জানান ঝাঁজড়া গ্রামের বাসিন্দা তাপস চক্রবর্তী। যদিও এই অভিযোগ নিয়ে ফোনে তৃণমূল নেতা কল্যাণ মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি দাবি করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে তোলা এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাঁরাও চান গ্রামের দূষণ নিয়ন্ত্রণ হোক। তাঁরা সবসময় গ্রামবাসীদের পাশে আছেন এবং আগামী দিনেও থাকবেন।

এদিন সকাল সাতটা থেকে বেলার ন'টা পর্যন্ত চলে বিক্ষোভ। অবশেষে কারখানা কর্তৃপক্ষ গ্রামবাসীদের লিখিত আকারে তিন দিনের সময়সীমা চেয়ে নেয়। কারখানা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয় তিনদিনের মধ্যেই দূষণ নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কারখানা কর্তৃপক্ষের এই আশ্বাসের পর বিক্ষোভ তুলে নেন গ্রামবাসীরা।

তৃণমূলের শর্মিলার নামে নির্দল প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে শুক্রবার জেলাশাসক দপ্তরের আসে এবং তাদের নিয়ে স্ক্রুটিনি করা হয়। এদিন স্ক্রুটিনি সফল হয়। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানান, শর্মিলা সরকারের নামে আর একজন প্রার্থী হয়েছেন। কিছুটা বানানে হেরফের থাকলেও কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পূর্ব বর্ধমান লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছেন শর্মিলা সরকার। আরেক দিকে নির্দলের পক্ষ থেকে প্রার্থীর নামও শর্মিলা। এটা নিয়ে কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। যদিও প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি এসে এদিন স্ক্রুটিনিতে অংশগ্রহণ করেছেন। পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক দপ্তরের গেটের সামনে ছিল পুলিশের নিরাপত্তার ব্যবস্থা। বিজেপির পক্ষ থেকে যাঁরা প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁরা বলেন, 'আমরাও আজকে স্ক্রুটিনিতে অংশগ্রহণ করেছি। সব কিছুই ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে। তবে তাদের প্রশ্ন করা হয় যে নির্দল প্রার্থী একজন দাঁড়িয়েছেন সেই বিষয়ে কি বলবেন। তখন তাঁরা বলেন, 'এটাই আমাদের কৌশল।'

অটোকে বাঁচাতে চারচাকা গাড়ি উলটে গুরুতর এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: একটা অটোকে বাঁচাতে গিয়ে উলটে গেল চারচাকা গাড়ি, গুরুতর আহত এক আরোহী। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে পাণ্ডবেশ্বরের ৬০ নং জাতীয় সড়কের টুমুনি ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়।

ঘটনা সূত্রে জানা যায়, একটি চারচাকা জাইলো গাড়ি তীব্র গতিতে রানিগঞ্জের দিক থেকে আসছিল পাণ্ডবেশ্বর অভিমুখে। সে সময় হঠাৎই তার সামনে চলে আসে একটি অটো। অটোকে বাঁচাতে গিয়ে ঘটে বিপত্তি। হঠাৎ ব্রেক কষায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের ডিভাইডার ভেঙে রাস্তার পাশে একটা ঝোপে গিয়ে পড়ে গাড়িটি।

গাড়িতে থাকা চালক অল্পবিস্তর আহত হলেও গাড়িতে থাকা আর একজন গুরুতর আহত হন। তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎস্যার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ছুটে আসে পাণ্ডবেশ্বর থানা ও ট্র্যাফিক পুলিশের আধিকারিকরা। দু'জনকে উদ্ধার করে পাণ্ডবেশ্বর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও গুরুতর আহত একজনকে দুর্গাপুরে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪ ০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/203/2023 24.04.2024

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
(পূর্বতন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া)
বনাম
সাইফুল শেখ

প্রতি
(সিডি ১) সাইফুল শেখ, পিতা সৌকত আলি এবং বিশ্বাস স্টিল ফার্নিচারের স্বত্বাধিকারী (একটি অংশীদারি সংস্থা) গ্রাম - গরিবতলা, পো. কদমতলা, থানা - সুতি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন নং - ৭৪২২২৪-ব্যবসা পরিচালন ক্ষেত্র

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/562/2017** অনুযায়ী পরিমাণ **২৪৪২১১৪.৬৯ টাকা (চব্বিশ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার একশ চোদ্দ টাকা এবং উনসত্তর পয়সা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ **১০** শতাংশ হারে **২১.০৩.২০১৬** থেকে সমুদয় শুল্ক **২৭০০০ টাকা (সাতাশ হাজার টাকা)** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/সীমিত)।

২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।

৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **১৩.০৬.২০২৪** তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।

৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
(ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
(খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ২৪.০৪.২০২৪
স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার
অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

ফর্ম নং আইএনসি : ২৫এ
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ সংস্থান অধীনে)
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত

এবং

এক্সামেন ইনফ্রা অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট লিমিটেড, ("কোম্পানি") (CIN : U45400WB 2011PLC 158672) রেজিস্টার্ড অফিস : ৫৫, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০০৪ সম্পর্কিত

...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে **১৫ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে** কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী এক্সামেন ইনফ্রা অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট লিমিটেড কোম্পানির প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং উক্ত রুলস অধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।

যেকোনও ব্যক্তির কোম্পানির প্রস্তাবিত অবস্থা/পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে

৫৫, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০০৪

এক্সামেন ইনফ্রা অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/- **কালাইয়ারসন রাজনগাম মুদালিয়ার**
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর
তারিখ : ২৭.০৪.২০২৪ ডিন-০২১৩৫৩৬৮

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪ ০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/152/2019 10.04.2024

পিএনবি
বনাম
রাহিমা খাতুন বিবি এবং অন্যান্য

প্রতি
(সিডি ১) রাহিমা খাতুন বিবি এবং অন্যান্য স্বামী শাজাহান মন্ডল পো র বালিগোকুলপুর, থানা : দৌলতাবাদ, মুর্শিদাবাদ : ৭৪২৩০২
(সিডি ২) শাজাহান মন্ডল পিতা প্রয়াত উমর আলি মন্ডল, গ্রাম : মহারাজপুর, পো : বালিগোকুলপুর, থানা : দৌলতাবাদ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪২৩০২
(সিডি ৩) আবদুল লতিফ পিতা প্রয়াত হেমাজউদ্দিন মন্ডল, গ্রাম : গুরুদাসপুর, পো : বেউচিতলা, থানা : দৌলতাবাদ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪২৩০২

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **OA/95/2017** অনুযায়ী পরিমাণ **১২৮৭৭৩০.১৫ টাকা (বারো লাখ সাতাশি হাজার সাতশ তিরিশ টাকা এবং পনের পয়সা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ৯.৬৫ শতাংশ যৌগিক হারে ত্রৈমাসিক **২৬.১০.২০১৭** থেকে সমুদয় শুল্ক **১৫০০৫ টাকা (পনের হাজার পাঁচ টাকা)** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/সীমিত)।

২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।

৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **১৩.০৫.২০২৪** তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।

৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
(ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
(খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ১০.০৪.২০২৪
স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার
অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪ ০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/41/2022 27.03.2024

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
(ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া)
বনাম
সরিফুল হাসান এবং অন্যান্য

প্রতি
(সিডি ১) সরিফুল হাসান,পিতা প্রয়াত আবু হাসান, গ্রাম এবং পো: বাহাদুরপুর, থানা: ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ ৭৪২১৩৫
(সিডি ২) শ্রী তারিকুল হাসান, পিতা প্রয়াত আবু হাসান ওরফে মহ হাসান , গ্রাম এবং পো : বাহাদুরপুর,থানা : ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪২১৩৫
(সিডি ৩) শ্রী শহিদুল হাসান, পিতা প্রয়াত আবু হাসান ওরফে মহ হাসান, গ্রাম এবং পো : বাহাদুরপুর,থানা : ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ,পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪২১৩৫
(সিডি ৪) শ্রী ইকবাল হাসান, পিতা প্রয়াত আবু হাসান, ওরফে মহ হাসান, গ্রাম এবং পো : বাহাদুরপুর, থানা : ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১৩৫

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **OA/78/2018** অনুযায়ী পরিমাণ **১৭৫৫৭৭০.৪৫ টাকা (সতের লাখ পঞ্চান্ন হাজার সাতশ সত্তর টাকা এবং পঁয়তাল্লিশ পয়সা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ **১৩.১৫** শতাংশ যৌগিক হারে সুদ ০২.০৫.২০১৮ থেকে সমুদয় শুল্ক **২০০০০ টাকা (কুড়ি হাজার টাকা)** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/সীমিত)।

২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।

৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ০২.০৫.২০২৪ তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।

৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
(ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
(খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ২৭.০৩.২০২৪
স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার
অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

হিন্দুস্থান উদ্যোগ লিমিটেড
CIN: L27120WB1947PLC015767
রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬

কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ সংশোধিত অনুযায়ী রুলস ২০ এবং ২২ -এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন ২০১৩-এর ধারা ১০৮, ১১০, এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, অনুযায়ী এবং সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশন ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৪৪ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী হিন্দুস্থান উদ্যোগ লিমিটেডের ("কোম্পানি") সদস্যদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে, কোম্পানি পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে সদস্যদের অনুমোদন চায় যার মধ্যে কোম্পানির রেজোলিউশনের জন্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়া ("ই-ভোটিং") পোস্টাল ব্যালট নোটিশ তারিখ ১২.০২.২০২৪ ("নোটিস")।

নোটিশ এবং পোস্টাল ব্যালট ফর্মটি ২৬.০৪.২০২৪ তারিখে সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যারা তাদের মেল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন এবং এটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন, www.hul.net.in, এনএসডিএল অর্থাৎ www.evoting.nsdl.com এবং বিএসই অর্থাৎ www.bseindia.com -এ পাওয়া যাবে। যে সদস্যরা পোস্টাল ব্যালট ফর্ম পাননি তারা কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে লিখতে পারেন বা এর নকল পেতে kkg@hul.net.in -এ একটি ই-মেইল পাঠাতে পারেন।

১৯.০৪.২০২৪ ("কাট-অফ তারিখ") তারিখে সদস্যদের নামে নিবন্ধিত শেয়ারগুলিতে ভোটের অধিকার গণনা করা হবে এবং এই জাতীয় সদস্যরা ই-ভোটিং বা পোস্টাল ব্যালট ফর্মের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। ভোটের সময়কাল ২৭.০৪.২০২৪, সকাল ৯.০০টায় শুরু হবে এবং ২৬.০৫.২০২৪ বিকাল ৫.০০টায় শেষ হবে। এর পরে ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। একইভাবে, এই তারিখ এবং সময়ের পরে প্রাপ্ত যেকোনো ডাক ব্যালট ফর্ম অবৈধ বলে গণ্য হবে। পোস্টাল ব্যালট ফর্মের মাধ্যমে ই-ভোটিং বা ভোট দেওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা ০২২ ২৪৯৯-৭০০০ এবং ০২২ ৪৮৮৬-৭০০০ নম্বরে বা ই-মেইল আইডি evoting@nsdl.co.in -এ এবং পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কিত সচিবালয় বিভাগের কাছে এনএসডিএল ই-ভোটিং টিমের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং কোম্পানি তার নিবন্ধিত অফিসে বা ফোন নম্বর ০৩৩ ৪০৫৫ ৬৮০০ -এ অথবা ই-মেইল আইডি kkg@hul.net.in -এ।

হিন্দুস্থান উদ্যোগ লিমিটেড -এর পক্ষে
স্থান : কলকাতা **শিখা বাজাজ**
তারিখ : ২৬.০৪.২০২৪ **কোম্পানি সেক্রেটারি**

রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল চণ্ডীগড় (ডিআরটি ২)
২য় তল, এসসিও ৩৩-৩৪-৩৫, সেক্টর ১৭-এ, চণ্ডীগড়
(৪র্থ এবং ৫ম তলে অতিরিক্ত স্পেস বরাদ্দকৃত)

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি

RC/346/2020 12.04.2024

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
শিবলিক টার
(প্রকাশ)

প্রতি
(সিডি ১) শিবলিক টার, সাকিন ভিপিও কাইমালা, গ্রাম : পুন্ড্রী, কাইমালা-পুন্ড্রী-রোড, ঘরাউন্ডা, জেলা : কারনাল।
(সিডি ২) শ্রী অনিল কুমার গুপ্তা, পিতা শ্রীরমেশ চন্দ্র, ঠিকানা ২৮১৯-এ,কোংপশ জৈন নগর, দিল্লি, নিউদিল্লি, দিল্লি।
(সিডি ৩) শ্রী নিমিশ জৈন, পিতা শ্রী সাগর চাঁদ জৈন, সাকিন বি-৮/৩০, সেক্টর ৪, রোহিনী,দিল্লি, নিউদিল্লি,দিল্লি।
(সিডি ৪) শ্রী সিদ্ধার্থ জৈন পিতা শ্রী জীনেন্দ্র প্রকাশ জৈন, সাকিন ৪৮৪, খুরবুয়া দেরাদুন উত্তরাখণ্ড, দেরাদুন, উত্তরাখণ্ড।
(সিডি ৫) শ্রী রবীন্দ্র কুমার গুপ্তা পিতা সুভাষ চন্দ্র সাকিন বি -২৭৬, নিউ অশোক নগর, দিল্লি সেন্ট্রাল, দিল্লি।
(সিডি ৬) শ্রী বিক্রম কুমার সান্ডিল্য, সাকিন ৮ নবাব লেন কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল চণ্ডীগড় (ডিআরটি ২) কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **OA/1793/2017** অনুযায়ী পরিমাণ **১৮,১৭,৩০০ টাকা (আঠার লাখ সতের হাজার তিনশ টাকা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ **১০.০০** শতাংশ সরল হারে **১৯.০১.২০১১** থেকে সমুদয় শুল্ক **২১,০০০ টাকা (একুশ হাজার টাকা)** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/সীমিত)।

২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।

৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **২৩.০৯.২০২৪** তারিখে সকাল **১০.৩০টায়** পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।

৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
(ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
(খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত তারিখ : ১২.০৪.২০২৪

রিকভারি অফিসার
ডিআরটি রিকভারি ট্রাইব্যুনাল চণ্ডীগড় (ডিআরটি ২)

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI — Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, চিত্তরঞ্জন শাখার (প্রতিষ্ঠানের নাম) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২০.১০.২০২৩ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী শ্যামল মন্ডল** (মেসার্স হোটেল সিলভার প্যালেসের স্বত্বাধিকারী) কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১,৫৪,৪৬,৮৩৫.৭৪ টাকা (এক কোটি চুয়ান্ন লাখ ছেচল্লিশ হাজার আটশ পঁয়ত্রিশ টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **২৫ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, চিত্তরঞ্জন শাখার নিকট বকেয়া পরিমাণ **১,৫৪,৪৬,৮৩৫.৭৪ টাকা (এক কোটি চুয়ান্ন লাখ ছেচল্লিশ হাজার আটশ পঁয়ত্রিশ টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা) টাকা** এবং পরবর্তী সুদ, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

ক) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন আরএস প্লট নং ১১৪ এবং এলআর প্লট নং ২৫৬, এলআর খতিয়ান নং ৪৮৪, জেএল নং ৩৭,মৌজা : বেনাগড়িয়া, রূপনারায়ণপুর, দুর্গ মন্দির রোড,থানা : সালানপুর, জেলা: পশ্চিম বর্ধমান, পিন: ৭১৩৩৬৪, এরিয়া ০৫ কাঠা। (দলিল নং ১-৬৯৮৪) সম্পত্তি শ্রী শ্যামল মন্ডলের নামে। **চৌহদ্দি:** উত্তরে: ১৫ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : শ্রী শ্যামল মন্ডল এবং অন্যান্য, পূর্বে : আর এল দেওঘড়িয়ার সম্পত্তি,পশ্চিমে : শ্রী শ্যামল মন্ডল এবং অন্যান্যর খালি জমি।
খ) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত আরএস প্লট নং ১১৪ এবং এলআর প্লট নং ২৫৬,খতিয়ান নং ৯৭৫ এবং ৯৭৬,জেএল নং ৩৭, মৌজা : বেনাগড়িয়া, রূপনারায়ণপুর, দুর্গ মন্দির রোড, থানা : সালানপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩৬৪, এরিয়া ১৩ কাঠা। (দলিল নং ১-৮৩৫০) সম্পত্তি শ্রী শ্যামল মন্ডল এবং শ্রী অমিত কুমার চৌধুরীর নামে।
চৌহদ্দি : উত্তরে : ১৫ ফুট চওড়া সড়ক,দক্ষিণে : অমল ঘোষ অন্যান্যর ভবন, পূর্বে : আর এল দেওঘড়িয়ার সম্পত্তি, পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি।

তারিখ- ২৫.০৪.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান- চিত্তরঞ্জন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি ব্যারাকপুর, কোড নং: ৬৪০৭৬
৬৬, ব্যারাকপুর রোড, পোঃঅঃ ব্যারাকপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২০ ই-মেইল: sbi.64076@sbi.co.in

ভেহিকেল অকশন বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: শাশ্বতী সাহা, মোঃ : ৯৬৭৪৭২১০২০ ইমেইল: sbi.64076@sbi.co.in

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৬(২) বন্দোবস্ত দেখুন]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৬(২) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে অস্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৩.০৫.২০২৪
সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।
প্রি-বিড ইএমডি পেমেন্ট করার শেষ তারিখ- "আগ্রহী দরদাতা ই-অকশন বন্ধ হওয়ার আগে এমএসটিসি-এর কাছে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। এমএসটিসি -এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদানের প্রাপ্তির এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পরেই বিডারকে প্রাক-বিড ইএমডির ক্রেডিট দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের, তাদের নিজেদের স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে প্রি-বিড ইএমডির পরিমাণ আগেভাগে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।"

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড আছে। **অভিগ্রস্ত গাড়িগুলি** যেগুলি সুরক্ষিত ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৩.০৫.২০২৪** তারিখে।

জ্ঞাত দায় সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ক্র. নং.-১ **শ্রীমতী পূর্ণিমা পাল, অ্যাকাউন্ট নং. ৪১৭০৬৭৯৯৬৮৫** বকেয়া পরিমাণ: **৯,৪১,১১৬.০০ টাকা ২৫.০৪.২০২৪ অনুযায়ী** + তদ্‌পরবর্তী সুদ। রিজার্ভ মূল্য **৬,০১,২০০.০০/-টাকা**, আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) হবে **৬০,১২০.০০/- টাকা** এবং ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে **১,০০০.০০ টাকা**
গাড়ির বিবরণ: হুন্ডাই মোটর ইন্ডিয়া লিঃ, I 20 Asta 1.2 Kappa M T, Petrol, **পরিদর্শনের তারিখ: ০৭.০৫.২০২৪**
রেজিঃ নং **WB 26BV-4072**, রেজিঃ তারিখ: ০৬.০৩.২০২৩, উৎপাদনের বছর: ২০২৩

ক্র.নং.-২ **শ্রী সঞ্জয় চৌধুরী, অ্যাকাউন্ট নং. ৩৯৭৯৩৭৪৭৪৯৪,** বকেয়া পরিমাণ: **৭,৪১,৬৬৪.০০ টাকা ২৫.০৪.২০২৪ অনুযায়ী** + তদ্‌পরবর্তী সুদ। রিজার্ভ মূল্য **৫,০৯,০০০/- টাকা**, আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) হবে **৫০,৯০০/- টাকা** এবং ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে **১,০০০.০০ টাকা।**
গাড়ির বিবরণ: মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিঃ, MARUTI Suzuki ZXI, Petrol, **পরিদর্শনের তারিখ: ০৭.০৫.২০২৪**
রেজিঃ নং **WB 02A Q 5496**, রেজিঃ তারিখ: ২৫.১১.২০২০, উৎপাদনের বছর: ২০২০

ক্র. নং.-২ **শ্রী সাগর পাল, অ্যাকাউন্ট নং. ৪০৭৯৪৮৭১৬৩৪,** বকেয়া পরিমাণ: **৫,০০,৭৯০.০০ টাকা ২৫.০৪.২০২৪ অনুযায়ী** + তদ্‌পরবর্তী সুদ। রিজার্ভ মূল্য **৪,৮৩,০০০/- টাকা**, আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) হবে **৪৮,৩০০/- টাকা** এবং ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে **১,০০০.০০ টাকা।**
গাড়ির বিবরণ: হুন্ডাই মোটর ইন্ডিয়া লিঃ, Grand I 10 NIOS1.2 M T, Kappa Sportz, Petrol, **পরিদর্শনের তারিখ: ০৭.০৫.২০২৪**
রেজিঃ নং **WB-20 BM6566**, রেজিঃ তারিখ: ০৪.০৩.২০২২, উৎপাদনের বছর: ২০২২

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরস এর ওয়েবসাইট: **www.sbi.co.in** এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে মেসার্স এমএসটিসি লিঃ-র লিঙ্ক **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** দেখুন।

তারিখ: ২৭.০৪.২০২৪, স্থান: ব্যারাকপুর — অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই আরএসিপিসি ব্যারাকপুর

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭৫৫/৭৬৬

পরিশিষ্ট IV
[রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি, জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), এস. সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির অধীনে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি, জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), এস. সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
সুখীরাম সর্দার (ঋণগ্রহীতা)	১) ০৩.০২.২০২৪ ২) ২৫.০৪.২০২৪ ৩) **৬,০৫,৫৩৯.২২ টাকা** (ছয় লাখ পাঁচ হাজার পাঁচশ উনচল্লিশ টাকা এবং বাইশ পয়সা) টাকা ০৯.১২.২০২১ থেকে পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ	**দান দলিল নং ১-১৬২৩-০০৩৭৪/২০১৭** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি (বাস্তু) পরিমাণ ডেসিমেল এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত গ্রাম এবং মৌজা : শম্ভুনগর, প্লট নং আরএ (১.৫ ডেসিমেল) এবং ৪৩৭ (৫ ডেসিমেল), খতিয়ান নং আরএস ৪১,থানা : গোসবা, সাবেক দাগ নং ৩৬৬ এবং ৩৬৭, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৬১১। **উক্ত সম্পত্তি নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্যামল সর্দারের প্লট, **দক্ষিণে :** সবিরাম সর্দারের প্লট, **পূর্বে :** মণিশঙ্কর মাইতির প্লট, **পশ্চিমে :** মাধব সর্দার এবং সড়ক এবং সমুদয় ভবন এবং নির্মাণ সংশ্লিষ্ট প্লট স্থিত।
দিপালী নেয়া মন্ডল (ঋণগ্রহীতা)	১) ০৩.০২.২০২৪ ২) ২৫.০৪.২০২৪ ৩) **৮,১৭,৪৩৭.৩১ টাকা** (আট লাখ সতের হাজার চারশ সাঁয়ত্রিশ টাকা এবং একত্রিশ পয়সা) টাকা ০৯.০৭.২০২২ থেকে পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ	**দান দলিল নং ১-০৩৫৫৩-২০১৩)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১৭ ডেসিমেল এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত গ্রাম এবং মৌজা : জ্যোতিষপুর, জেএল নং ১৪৮, এলআর প্লট নং ৪৫৭, খতিয়ান নং ১৯০০/১, তৌজি নং ২৯২৪, মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,থানা : বাসন্তী, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। **উক্ত সম্পত্তি নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি : উত্তরে :** নিমাই দাসের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** মন্মথ বৈরাগীর সম্পত্তি, **পূর্বে :** দানকৃত সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** সড়ক এবং তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ স্থায়ী এবং অস্থায়ীভাবে যাবতীয় সম্পত্তি।

তারিখ : ২৭.০৪.২০২৪, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

SBI
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আরএসিপিসি বিধাননগর, কোড নং : ১৫৩৪২
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল), ১/১৬ ভি.আই.পি রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪
ই-মেইল: sbi.15342@sbi.co.in

ভেহিকেল অকশন বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: রাজেশ চ্যাটার্জি, মোঃ ৯৬৭৪৪৩৬২১০ ইমেইলআইডি: rajesh.c@sbi.co.in

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৬(২) বন্দোবস্ত দেখুন]

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৪.০৫.২০২৪
সময়: ২৪০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ৫ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।
প্রি-বিড ইএমডি পেমেন্ট করার শেষ তারিখ- "আগ্রহী দরদাতা ই-অকশন বন্ধ হওয়ার আগে এমএসটিসি-এর কাছে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। এমএসটিসি -এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদানের প্রাপ্তির এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পরেই বিডারকে প্রাক-বিড ইএমডির ক্রেডিট দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের, তাদের নিজেদের স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে প্রি-বিড ইএমডির পরিমাণ আগেভাগে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।"

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড আছে। যেগুলি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (সুরক্ষিত ক্রেডিটর) অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা **বাস্তবিক দখল** নেওয়া হয়েছে, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে ১৪.০৫.২০২৪ তারিখে।

ঋণগ্রহীতাগণ এবং গাড়ির বিশদ

ক্র. নং. ১
শ্রীমতী পূর্ণিমা পাল, অ্যাকাউন্ট নং. ৪১৬২১৬১৫১০৮। বকেয়া পরিমাণ: **৮,৮৩,৭৭৯.৬৬/- টাকা ১৯.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** + তদুপরি সুদ। রিজার্ভ মূল্য **৫,৪৫,৪৪০/- টাকা,** * আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) হবে **৫৪,৫৪৪/- টাকা** এবং ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে **১০০০.০০ টাকা,**
গাড়ির বিবরণ: হুন্ডাই মোটর ইন্ডিয়া লিঃ AURA 1.2 MT CNG, রেজিঃ নং **WB-26BV1001**, উৎপাদনের বছর: ২০২৩

ক্র. নং. ২
শ্রীমতী পাপিয়া লস্কর, অ্যাকাউন্ট নং. ৩৬৮৯৫০৯৮৭৩৭ বকেয়া পরিমাণ: **১,৯৪,৪৯৮.৯৭/- টাকা ১৮.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** + তদুপরি সুদ। রিজার্ভ মূল্য **১,১২,৯৯৭.০০/- টাকা,** * আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) হবে **১১,৩০০/- টাকা** এবং ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে **১০০০/- টাকা**
গাড়ির বিবরণ: টাটা টিগর, XZ, রেজিঃ নং **WB-26AU-6155**, উৎপাদনের বছর: ২০১৭

ক্র. নং. ৩
শ্রী প্রিয়ঙ্কর সেন, অ্যাকাউন্ট নং. ৩৭২৪৮৮৭৯৭৭৭, বকেয়া পরিমাণ: **৪,৮৭,৫৭৯.২৭/- টাকা ১৮.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** + তদুপরি সুদ। রিজার্ভ মূল্য **৩,৩৭,৯৮২.০০/- টাকা,** * আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) হবে **৩৩,৭৯৯/- টাকা** এবং ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে **১০০০/- টাকা**
গাড়ির বিবরণ: ফোর্ড ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, Ford Eco Sport 1.5 Diesel Titan, রেজিঃ নং **WB 24 AN 1910**, উৎপাদনের বছর: ২০১৭

ক্র. নং. ৪
শ্রী আশিস কুমার দাস, অ্যাকাউন্ট নং. ৪১৩৬৬৩৬৮৯৭২, বকেয়া পরিমাণ: **৪,০৮,৮৩৪.৯৩/- টাকা ১৯.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** + তদুপরি সুদ। রিজার্ভ মূল্য **২,৮২,৯১২.০০/- টাকা,** * আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) হবে **২৮,২৯২/- টাকা** এবং ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে **১০০০/- টাকা**
গাড়ির বিবরণ: মারুতি সুজুকি ইনিয়া লিঃ, ALTO K 10 VXI, রেজিঃ নং **WB 08N 4717**, উৎপাদনের বছর: ২০২২

পরিদর্শনের তারিখ: ০৭.০৫.২০২৪

* পুনরায় দখল করা গাড়ি বিক্রয়ের উপর জিএসটি @ 12% সহ।

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরস এর ওয়েবসাইট: **www.sbi.co.in** এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে মেসার্স এমএসটিসি লিঃ-র লিঙ্ক **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** দেখুন।

তারিখ: ২৭.০৪.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার,
স্থান: বিধাননগর এসবিআই আরএসিপিসি বিধাননগর

২৬ এপ্রিলের প্রতিবাদ ২৬ এই!

পুলিশের গুলিতে যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ, প্রতিবাদ ব্যালটবাক্সে

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: ২৬ এপ্রিলের প্রতিবাদ ২৬ এই - এই মর্মে কোথাও কোনও পোস্টার, ব্যানার নেই বলে খবর। কিন্তু কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ ও রায়গঞ্জ ব্লকের এলাকাজুড়ে প্রায় প্রত্যেক বুথের আশপাশে একবছর আগে এইদিনেই পুলিশের গুলিতে রাধিকাপুর এলাকার চাদগাঁও এলাকার মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের মৃত্যুর কথা মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে। আর এই আবেগকেই কাজে লাগিয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে কার্যত 'হুইসপারিং' ক্যাম্পেইন চলছে। চাঁদগাও গ্রামের বুথের কাছে মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের বাবা তাঁর ছেলের ছবি নিয়ে রাস্তার পাশে বসে আছেন দিনভর। বিগত কয়েক দশকের মধ্যে রায়গঞ্জ আসনে এত শান্তিপূর্ণ ভাবে কোনও নির্বাচন হয়েছে বলে এলাকার প্রবীণ বাসিন্দারা মনে করতে পারছেন না বলে দাবি।

২০২৩ সালের ২১ এপ্রিল সকালে কালিয়াগঞ্জ থানার সাহেবঘাটা এলাকায় বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে ঝোপের মধ্যে থেকে উদ্ধার হয় এক নাবালিকার মৃতদেহ। পরিবার ও এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকার কয়েকজন যুবক তাকে ধর্ষণ করে খুন করেছে। দোষীদের গ্রেপ্তার করার দাবিতে মৃতদেহ নিয়ে এলাকার বাসিন্দারা রাস্তা অবরোধ করেন। পুলিশ তা তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ হয়।

এই ঘটনার প্রতিবাদে ও দোষীদের গ্রেপ্তার করার দাবিতে ২৪ এপ্রিল রাজবংশী ও আদিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে কালিয়াগঞ্জ থানা অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। এই অভিযানকে কেন্দ্র করেই কালিয়াগঞ্জ থানা ও তার আশপাশের এলাকা কার্যত রণক্ষেত্রের আকার নেয়। অভিযোগ, বিক্ষোভকারীরা ইটবৃষ্টি করতে করতে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে থানা চত্বরে ঢুকে ভাঙচুর করার পাশাপাশি আগুন লাগিয়ে দেন। প্রায় ঘণ্টাতিনেক এই তাণ্ডব চলে।

এরপর দক্ষিণ দিনাজপুর ও জেলা সদর থেকে অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। সন্ধ্যে থেকে পুলিশ হামলাকারীদের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। কালিয়াগঞ্জ ব্লকের রাধিকাপুর এলাকার চাদগা গ্রামে ২৬ এপ্রিল ভোররাতে পুলিশ তল্লাশি অভিযান করতে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয় বর্মন (৩৩) নামে এক যুবককে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর কালিয়াগঞ্জ ব্লকজুড়েই পুলিশ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছেন সাধারণ বাসিন্দারা।

বিজেপির পক্ষ থেকে মৃত যুবককে তাদের সমর্থক বলে দাবি করা হয়। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ঘটনার সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হলেও ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবিতে মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে মৃতদেহ বাড়ির কাছেই সমাধিস্থ করে রাখা হয়। পুলিশের এই গুলি চালানোর ঘটনাকেই জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে রাজ্যের অন্যান্য ইস্যুর পাশাপাশি মূল ইস্যু করে। এবার রায়গঞ্জ আসনের বিজেপি প্রার্থী কার্তিক পাল রাধিকাপুরের চাদগাঁও গ্রামে পুলিশের গুলিতে মৃত মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন। এরপর দলের পক্ষ থেকে এলাকাজুড়ে এই ঘটনার ব্যাপারে মানুষের মধ্যে প্রচার শুরু করা হয়।

এদিন সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ কালিয়াগঞ্জ ব্লকের রাধিকাপুর এলাকার চাদগাঁও গ্রামের পার্শ্ববর্তী মির্জাগড় এফপি স্কুলে গিয়ে দেখা গেল, বুথের আশাপাশে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী কার্যালয় কার্যত শুনশান। বুথের সামনে যেতেই দেখা গেল, একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে কয়েকজন ধরাধরি করে বের করে নিয়ে আসছেন। জানা গেল, তিনি মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের বাবা রবীন্দ্রনাথ বর্মন। প্রবল গরমে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে গিয়েছেন। কিছুক্ষণ গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিয়ে আবার তিনি লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েন।

ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে তিনি বলেন, 'গতবছর এইদিনেই পুলিশ বাড়িতে ঢুকে আমার ছেলেকে তুলে নিয়ে যেতে গেলে সে প্রতিবাদ করতেই আমার চোখের সামনে বুকে গুলি করে পুলিশ তাঁকে খুন করে। উঠোনে ছেলে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে মারা যায়। বিনা প্ররোচনায়, বিনা অপরাধে আমার ছেলেকে খুন করেছে পুলিশ শাসকদলের প্ররোচনায়। সিবিআই তদন্তের দাবিতে আমরা মৃতদেহ সমাধিস্থ করে রেখেছি। আগামিকাল আমার ছেলের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। আমার পরিবারের সঙ্গে এলাকার বাসিন্দারা তাঁর খুনের বদলা নেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি, আমার ছেলের স্ত্রী আশপাশের এলাকায় ছেলের ছবি নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরেছি। এদিন বুথের থেকে একটু দূরে ছেলের ছবি নিয়ে সারাদিন বসে থেকেছি মানুষের যাতায়াতের রাস্তার পাশে। গতবছর ২৬ এপ্রিলের বদলা আমরা এই ২৬ এপ্রিলেই নেব।'

আশপাশের কয়েকটি বুথে গিয়ে দেখা গেল, বেশ কয়েকজন যুবক বুথে আসা মানুষদের নিজেদের মোবাইল থেকে কোনও ছবি দেখাচ্ছে। জানা গেল, বুথে আসা মানুষদের মোবাইল ফোনে মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের ছবি দেখিয়ে একবছর আগের ঘটনা তাঁরা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য অরুণ বর্মন জানিয়েছেন, 'শুধু এখানেই নয়, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ, রায়গঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকায় মৃত্যুঞ্জয়ের খুনের ঘটনাকে সামনে রেখেই মানুষ ভোট দিচ্ছে। ওইসব এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিতে প্রচুর যুবককে মোবাইল ফোন দিয়ে নিযুক্ত করা হয়েছে।' সুশান্ত দাস নামে রায়গঞ্জ পলিটেকনিক কলেজের অবসরপ্রাপ্ত এক ব্যক্তি বলেন, 'আমি এলাকার যুবকের পুলিশের গুলিতে মারা যাওয়ার ঘটনা মাথায় রেখেই এবার ভোট দিয়েছি।'

আদিবাসীদের মুখ্যমন্ত্রী কী দিয়েছেন? ঝাড়গ্রামের সভায় প্রশ্ন শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বৃহস্পতিবার দাঁতনে মেদিনীপুরের তৃণমূল প্রার্থী জুন মালিয়ার সমর্থনে আয়োজিত জনসভায় শুভেন্দু অধিকারীকে নাম না করে বারবার গদ্দার বলে আক্রমণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ শুক্রবার ঝাড়গ্রামের গজাশিমুলের কর্মিসভা থেকে পালটা আক্রমণ করে শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রীর নাম ধরে বললেন, 'সবচেয়ে বড় গদ্দার যদি কেউ হন তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এটা সবাই জানে।'

শুভেন্দু অধিকারী বলেন, '২০১০ সালের ৯ আগস্ট জঙ্গলমহলের লালগড়ের একটি ভিডিও হলে আমার উদ্যোগে তৃণমূলের প্রথম সভা হয়। তখন বর্তমান নেতাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিনতেন না। আমি অশান্ত জঙ্গলমহলে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করেছিলাম। শান্তি ফিরলেও জঙ্গলমহলের মানুষ বঞ্চিতই থেকে গিয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে বড় বড় বিল্ডিং হয়েছে শিক্ষার কোনও উন্নয়ন হয়নি। স্বাস্থ্য ব্যবস্থারও উন্নতি হয়নি। ঝাড়গ্রামে মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে। এখানকার মানুষের হাতে কোনও কাজ নেই। কাজের খোঁজে বেশিরভাগ মানুষই অন্য রাজ্যে চলে যায়। এখানকার চারটে ব্লকে স্পেশাল অডিট পাঠালে দেখা যাবে তৃণমূলের লোকজন সমস্ত বাথরুম খেয়ে ফেলেছে। আবাস যোজনার বাড়ি দিয়েছে মোদি। জঙ্গলমহলের গরিব মানুষেরা সেগুলো পায়নি। ঝাড়গ্রাম জেলার নদীগুলোর বালি কাঁকড় সব বেচে দিয়েছে। ফলে বন্যায় একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। জঙ্গলমহলের মানুষ এখানে পুলিশিরাজ আর মিথ্যা মামলা পেয়েছে।'

বিরোধী দলনেতা বলেন, 'এখান থেকে বালি তুলে ভাইপোকে টাকা পাঠাচ্ছে। আর এখান দিয়ে হাজার হাজার গোরু পাচার হচ্ছে। প্রতি গোরুতে ২ হাজার টাকা পুলিশ এবং ২ হাজার টাকা ভাইপো নেয়। মুখ্যমন্ত্রী শুধু বলেন, লক্ষীর ভান্ডারে ১০০০ টাকা দিচ্ছি। কিন্তু ওটা কি ওঁর বাবার টাকা? আমরা ক্ষমতায় এলে অন্নপূর্ণার ভান্ডারে ৩০০০ টাকা করে দেব। জঙ্গলমহলে এইমসের মতো হাসপাতাল দেবে বলে গিয়েছেন অমিত শাহ।'

কানায় কানায় পরিপূর্ণ কর্মিসভা থেকে ঝাড়গ্রামের জনজাতিগুলির কাছে তৃণমূলকে ভোট না দেওয়ার আবেদন জানান শুভেন্দু অধিকারী। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী প্রত্যন্ত গ্রামের একজন আদিবাসী মহিলাকে রাষ্ট্রপতি করেছেন। মমতার সরকার তখন যশবন্ত সিংকে ভোট দিয়েছে।' আদিবাসীদের এই মুখ্যমন্ত্রী কী দিয়েছেন? প্রশ্ন তুলে শুভেন্দু বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে কুম্ভকার, তেলি সহ একাধিক পিছিয়ে পড়া জনজাতিকে ওবিসি-বি করে দিয়ে বিশেষ একটি সম্প্রদায়কে ওবিসি- এ করেছেন। ওবিসিদের আমরা সহযোগিতা করতে চাই। কুড়মি সমাজ আন্দোলন করছে। এদের আমরা কোনও বিরোধিতা করিনি। বাঁকুড়ায় ভাইপো বলেছে, কুড়মিদের ভোট তৃণমূলের লাগবে না।'

শুভেন্দু অধিকারী কিছুটা ক্ষোভের সুরে বলেন, 'তৃণমূলকে জেতাতে ঝাড়গ্রামে অনুপ মাহাতো, পুরুলিয়ার অজিত মাহাতো বিজেপির ভোট কাটার জন্য নেমেছেন। কুড়মিদের অনেকে আমাকে সমর্থন করবে বলেছেন। কুড়মি ভাইদের বলছি সাত বছরে ১০ বার জাস্টিফিকেশন চেয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু ঠগি পিসি তার একটাও উত্তর দেয়নি। মিথ্যা মামলা দিয়ে কুড়মিদের জেল খাটালো কে? তৃণমূল।' একই সঙ্গে আজ ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থী দেবের সমর্থনে গড়বেতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা হয়। সেই সভাকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'মমতার সভায় তিন হাজার লোক হয়েছে। আর এখানে বিজেপির কর্মিসভায় ১৫ হাজার বুথ কর্মী।' শুভেন্দু অধিকারী বলেন, '৫০০০ জনের চাকরি বাঁচাতে ২৫০০০ জনের চাকরি গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য। মানুষের সর্বনাশ করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ রাজ্যে ২১০০০ হাজার নতুন মদের দোকান করেছেন আর আডিয়ার লটারি খুলেছেন।'

উত্তর ২৪ পরগনায় মনোনয়ন শুরু

জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী বনগাঁ লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: জয়ের ব্যাপারে ২০০ শতাংশ আত্মবিশ্বাসী বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস। মনোনয়ন জমা দিতে এসে বললেন, জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। নানান প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাতে মানুষ সন্তুষ্ট। আর উলটো দিকে বিজেপি মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছে। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে বিজেপি। বাংলাকে লাগাতার বঞ্চনা করে যাচ্ছে। নাগরিকত্ব দেবে বলে মতুয়াদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণা করেছে। বাংলার মানুষ ভোটে তার জবাব দেবে।

বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর প্রসঙ্গে বলেন, 'রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুরের ওপর যে ভাবে শান্তনু আক্রমণ চালিয়েছেন, তাতে আবারও প্রমাণিত বিজেপির হাতে মহিলারা সুরক্ষিত নন। তাছাড়া উনি কখন কী বলছেন তা নিজেই জানেন না। উনি সুস্থ থাকেন না, সে কথা বিজেপি হরিণঘাটার বিধায়ক অসীম সরকার আগেই বলেছেন। তাই বনগাঁয় এবার ঘাসফুলই ফুটবে।'

২০ মে, পঞ্চম দফায় ভোট বনগাঁ ও ব্যারাকপুরে। সেই উপলক্ষে শুক্রবার থেকে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে জেলাশাসকের দপ্তরে শুরু হয়ে গেল মনোনয়ন জমার কাজ। এদিন বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস, বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর এবং ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিএসপি প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেন। সেই অর্থে এদিন থেকেই উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ১৮তম লোকসভা নির্বাচনের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়ে গেল। এদিন বড়মার বন্ধ ঘরের সামনে প্রণাম করে কয়েকশো মানুষকে নিয়ে শোভাযাত্রা করে মনোনয়ন জমা দিতে আসেন বিশ্বজিৎ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, নারায়ণ গোস্বামী, মমতা ঠাকুর, বীণা মণ্ডল সহ অন্যান্যরা।

বনগাঁয় তৃণমূলের জয় কেন নিশ্চিত সেই প্রসঙ্গে রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুর বলেন, 'নাগরিকত্ব দেওয়ার নামে মতুয়াদের ধোঁকা দিয়েছে বিজেপি। এছাড়াও বড়মার ঘরে ভাঙচুর সহ আমার মতো এক অসহায় মহিলার ওপর শান্তনুর অত্যাচার এবং রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে শপথ গ্রহণ করতে গিয়ে যে ভাবে মতুয়াদের আরাধ্য দেবতা হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরকে অপমান করা হয়েছে তাতে শুধু বনগাঁয় নয় সারা দেশের মতুয়ারা ক্ষুব্ধ। ফলে বনগাঁয় তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের জয় নিশ্চিত। আমরা ভাবছি ভোটের ব্যবধান কত হবে তাই নিয়ে।'

দরকারে ঠাকুরবাড়িতে প্রমাণ, পিছনে বদনামই তৃণমূলের ধর্ম শান্তনু ঠাকুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: যখন দরকার হয় তখন ঠাকুরবাড়িতে এসে প্রণাম করে মতুয়াদের মন জয় করতে চায়। আবার পিছনে ঠাকুরবাড়ির সন্তানদের নামে বদনাম করে। এটাই তৃণমূলের ধর্ম। বারাসতের জেলাশাসকের দপ্তরে মনোনয়ন জমা দিতে এসে এমনই মন্তব্য করলেন বনগাঁ লোকসভার বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর।

শুক্রবার মা ও স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে হরি মন্দিরে পুজো দিয়ে নমিনেশন

জমা দিতে বারাসতে আসেন বনগাঁ লোকসভার বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর। কয়েক হাজার কর্মী সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে বারাসতের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। হরিমন্দিরে পুজো দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শান্তনু ঠাকুর জানিয়েছেন, আগেরবার প্রথম নমিনেশন জমা দিতে যাওয়ার সময় অভিজ্ঞতা কম ছিল এখন রাজনৈতিক ভাবে আগের থেকে অভিজ্ঞতা বেড়েছে। আগের বারের লড়াই থেকে এবারের লড়াই কঠিন না সহজ? সে প্রসঙ্গে শান্তনু ঠাকুর জানিয়েছেন, লড়াই লড়াইই, কঠিন বা সহজ নয়। এদিন তিনি নাগরিকত্ব নিয়ে আবারও আশ্বস্থ করেছেন। জয়ের ব্যাপারে কত শতাংশ আশাবাদী সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি জিতবই।' পাশাপাশি এদিন সন্দেশখালিতে অস্ত্র উদ্ধার প্রসঙ্গে বলেন, 'শেখ শাহাজাহান মায়ানমার থেকে ওই সব অস্ত্র এনেছিলেন ভোটের জন্য। এবার অস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নকে হাতিয়ার করে বনগাঁয় বিজেপি জয়ের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকবে।'

বাড়িতে ভয়ংকর আগুনে ভস্মীভূত আসবাব সহ সব

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: তীব্র গরম জ্বলছে সারা রাজ্য। এমতাবস্থায় একটি বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনায় স্বাভাবিক কারণেই চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ঘটনাটি জামুড়িয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামের।

শুক্রবার সকাল ১০টা নাগাদ আগুন লাগে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় লোকজন আগুন লক্ষ্য করেই প্রথমে তাঁরা নিজেদের প্রচেষ্টায় আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগকে। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা যায়, বাড়ির মালিক সমীর মণ্ডল বর্তমানে জামুড়িয়া বোরিংডাঙা এলাকায় থাকেন। কয়েকদিন পর চুরুলিয়া গ্রামে শুরু হবে নজরুল মেলা। সে কারণেই বাড়ির রং করার কাজ শুরু করার জন্য এদিন তিনি এসেছিলেন। হঠাৎ বাড়ির ভিতরে ধোঁয়া দেখতে পান তিনি, মুহূর্তের মধ্যে আগুন পুরো বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় আগুন নেভানোর চেষ্টা করা হয় এবং পরে দমকল আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে ঘরের সব আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। আগুন লাগার কারণও জানা যায়নি।

বিক্রয় নোটিশ, মেগা ই-নিলাম তারিখ : ২৯.০৫.২০২৪

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank

সার্কেল সস্ত্র মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড পো. বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পব), ইমেল : cs8283@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

ইএমডি (বায়না জমা) এবং নথিতথ্যাদি দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময় ২৮.০৫.২০২৪ দুপুর ২টো পর্যন্ত

২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেসি) আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি কার্যকরভাবে/স্বত্ব দখল/প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত টেবিলে উল্লিখিত হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অধীন অনুযায়ী।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (উক্ত সম্পত্তিসমূহের কার্যকরভাবে/স্বত্ব দখলীকৃত/প্রতীকী দখলীকৃত হয়েছে নির্ধারিত জামিনদাতা কর্তৃক)

লট নং	শাখার নাম/ ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত, মালিকের নাম সম্পত্তি(সমূহ) এর বন্ধকদাতা) এবং দখল	ক) ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পত্তির আইডি	ক) ই-নিলামের তারিখ এবং সময় খ) নির্ধারিত জামিনদাতার জ্ঞানমতে দায়বদ্ধতার বিস্তারিত
১.	**শাখার নাম : মুর্শিদাবাদ (১৬২৪১০) টারজান আলি (ঋণগ্রহীতা), ঠিকানা : ১ :** পিতা জাকিমুদ্দিন শেখ,গ্রাম : রঞ্জিত পাড়া, পো : হাঁড়িভাঙ্গা, থানা : মুর্শিদাবাদ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২৩০২, **ঠিকানা ২ :** পিতা জাকিমুদ্দিন শেখ, গ্রাম : রঞ্জিত পাড়া, পো : হাইপাটগঞ্জ, থানা : মুর্শিদাবাদ, জেলা : মুশিদাবাদ, পিন: ৭৪২১৪৯, **জামিনদাতা ১: জাকিমুদ্দিন শেখ** পিতা প্রয়াত তাফজুল শেখ,গ্রাম : ডিহিপাড়া, পো : আশারিয়াদহ, থানা : লালগোলা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৪৮, **জমিনদাতা ২: লুৎফা বিবি,** স্বামী জাকিমুদ্দিন শেখ, গ্রাম : রঞ্জিতপাড়া, পো : হাঁড়িভাঙ্গা, থানা : মুর্শিদাবাদ, জেলা : মুর্শিদাবাদ,পিন : ৭৪২৩০২।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত একতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা: সানিবাহারাপাড়া, জেএল নং ৩৫, প্লট নং আরএস ৫৯১, এলআর ৭৮১, খতিয়ান নং আরএস ৯৫ এলআর ১৫৫১, এরিয়া পরিমাণ ০.০৬৬ একর, জমির ধরন : ভিটা, প্রসাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা এবং জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২৩০২, বিক্রয় দলিল নং ৩১-২০১১ সালের অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর, লালবাগ। **স্বত্বাধিকারী : জাকিমুদ্দিন শেখ,** পিতা প্রয়াত তুফজুল শেখ। **(দখল কার্যকরী)**	ক. ০৩.১২.২০২২ খ. ২৩.০২.২০২৩ গ. ১৬,৪১,৭৩৭.৬১ টাকা **(ষোলো লাখ একচল্লিশ হাজার সাতশ সাঁয়ত্রিশ টাকা এবং একষট্টি পয়সা) টাকা** ০৩.১২.২০২২ অনুযায়ী ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত সুদ সহ পুঞ্জীভূত সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য এবং চার্জ ইত্যাদি সহ	ক) ২৩,৭৩,৩০০.০০ টাকা খ) ২,৩৭,৩৩০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBO33335829	ক) ২৯.০৫.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত খ) প্রযোজ্য নয়
২.	**শাখার নাম : বহরমপুর (৪৪৬৬০০), নাসিমা খাতুন (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা ১ :** স্বামী মহ জাহাঙ্গির আলম, গ্রাম : রাইপুর, পো নতুনপাড়া, থানা : হরিহরপাড়া, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৬৫। **ঠিকানা ২:** নাসিমা খাতুন, স্বামী মহ জাহাঙ্গির আলম, ৬ষ্ঠ তল, ফ্ল্যাট নং ৩, জুয়েল অ্যাপার্টমেন্ট, ২৩, মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র রোড, পো: খাগড়া,থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০৩। **জামিনদাতা : মহ জাহাঙ্গির আলম, ঠিকানা ১:** পিতা প্রয়াত মহ ইয়াসিন,গ্রাম : খড়গ্রাম, পো : তালসুর, থানা : হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১২৫। **ঠিকানা ২ :** পিতা প্রয়াত মহ ইয়াসিন, ৬ষ্ঠতল, ফ্ল্যাট নং ৩, জুয়েল অ্যাপার্টমেন্ট, ২৩ মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র রোড, পো : খাগড়া, থানা : বহরমপুর, জেলা :মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০৩।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৫০ বর্গফুট (আনুমানিক) অবস্থিত ৬ষ্ঠতল, নং ৩, বি-জি-৫ তলা ভবন জুয়েল অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা : গড় বহরমপুর, জেএল নং ৯১,প্লট নং আরএস এবং এলআর ২০৪৩, খতিয়ান নং আরএস ১১২০ এলআর ৫০৩৮, এরিয়া পরিমাণ ১৯.০৩ ডেসিমেল, জমির ধরন : ভিটা, এবং প্লট নং আরএস এবং এলআর ২০৮৩, খতিয়ান নং আরএস ৫১৫ এলআর ৫০৩৮, এরিয়া পরিমাণ ২.৪৪ ডেসিমেল, জমির ধরন : ভিটা, হোল্ডিং নং ২৩, মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র রেডা, ওয়ার্ড নং ১২, বহরমপুর পুরসভা অধীন,থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, বিক্রয় দলিল নং ১৪৬৩-২০১৬ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর, সদর জেলা মুর্শিদাবাদ। **স্বত্বাধিকারী : ১ নাসিমা খাতুন, ২. মহ জাহাঙ্গির আলম। (দখল কার্যকরী)**	ক. ০৪.০৮.২০২৩ খ. ০৮.১২.২০২৩ গ. ১০,৮৭,৭৯৭.২৮ টাকা **(দশ লাখ সাতাশি হাজার সাতশ সাতানব্বই টাকা এবং আঠাশ পয়সা) টাকা** ০৪.০৮.২০২৩ অনুযায়ী ৩০.০৬.২০২৩ পর্যন্ত সুদ সহ পুঞ্জীভূত সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য এবং চার্জ ইত্যাদি সহ	ক) ২৪,৭৯,৫০০.০০ টাকা খ) ২,৪৭,৯৫০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBO38992806	ক) ২৯.০৫.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত খ) প্রযোজ্য নয়
৩.	**শাখার নাম : ভাদুরিয়াপাড়া (১০৯৫২০) সৈদুল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা),** পিতা প্রয়াত সামেদ বারি, গ্রাম : নসিমুদ্দিন পাড়া,পাকুড়ডিয়ার, পো : ফরিদপুর, থানা : জলঙ্গি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২৩০৩। **জামিনদাতা - হাসানুজ্জামান** পিতা সৈদুল ইসলাম, গ্রাম এবং পোস্ট - ফরিদপুর, থানা - জলঙ্গি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২৩০৩	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা : ফরিদপুর,জেএল নং ৪০, এলআর প্লট নং ২৮৫৭, এলআর খতিয়ান নং ৯৫৫৮, জমির ধরন : ভিটা,এরিয়া পরিমাণ ০.০৯ একর, ফরিদপুর নং ৬ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, ফরিদপুর, থানা : জলঙ্গি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, বিক্রয় দলিল নং ২২৩০-২০০২ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর ডোমকল, মুর্শিদাবাদ। **স্বত্বাধিকারী : সৈদুল ইসলাম,** পিতা প্রয়াত সামেদ বারি। **(দখল স্বত্বদখলীকৃত)**	ক. ১৯.০১.২০২২ খ. ১৭.০১.২০২৪ (স্বত্ব) গ. ২৪,২৪,৯৮১.০২ টাকা **(চব্বিশ লাখ চব্বিশ হাজার নশো একাশি টাকা এবং দুই পয়সা) টাকা** ১৯.০১.২০২২ অনুযায়ী ০১.০৭.২০২১ পর্যন্ত সুদ সহ পুঞ্জীভূত সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য এবং চার্জ ইত্যাদি সহ	ক) ১৩,১৯,৪০০.০০ টাকা খ) ১,৩১,৯৪০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU20926964	ক) ২৯.০৫.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত খ) প্রযোজ্য নয়

নিয়ম এবং শর্তাদি

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও

১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে **'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে' এবং 'যেখানে যা আছে ভিত্তিতে' এবং 'যেমন আছে ভিত্তিতে'**।
২. নিম্নোক্ত শিডিউলে বর্ণিত জামিনদত্ত সম্পত্তির বিবরণ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী কিন্তু সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসার কোনও ত্রুটি, ভুল তথ্য অথবা তথ্য না দেওয়া ঘোষণা সম্পর্কে দায়ী হবেন না।
৩. বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম যা ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com মাধ্যমে ২৯.০৫.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে।**
৪. সংশ্লিষ্ট বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app** এবং **www.pnbindia.in**।
৫. বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদি সম্পর্কে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে, আগ্রহী ডাকদাতারা যোগাযোগ করতে পারেন, **শ্রী হিমাংশু কুমার সাহা (সিএম) মো : ৯৮০১৮১২১৬০।**

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট সংশোধনী রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

তারিখ :২৬.০৪.২০২৪
স্থান : বহরমপুর

শ্রী হিমাংশু কুমার সাহা
চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

গৃহীত নয় দেবাশিস ধরের মনোনয়নপত্র, বীরভূমে বিজেপির বিকল্প প্রার্থী দেবতনু

মিলন গোস্বামী ● সিউড়ি

রাজ্য সরকারের কাছ থেকে এনওসি সার্টিফিকেট না নিয়ে নিজের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ায় বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রাক্তন আইপিএস অফিসার দেবাশিস ধরের প্রার্থিপদ গৃহীত হল না বলে দাবি। যদিও এই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে মনোনয়নপত্র জমার শেষ দিনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের জন্য বিজেপি নেতা। স্ক্রুটিনি শেষে দেখা যায় বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রাক্তন আইপিএস অফিসার দেবাশিস ধর প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি পেশ করলেও রাজ্য সরকারের এনওসি সার্টিফিকেট তিনি জমা দেননি, আর তাই তার মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেনি নির্বাচন কমিশন।

খবর শোনা মাত্রই সাংবাদিকদের কাছে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ধর জানান, নিয়ম অনুযায়ী মনোনয়নপত্র জমা করেছেন এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি আদালতের দারস্থ হচ্ছেন। তিনি বলেন, 'এতদিন প্রচার করেছি মানুষের কাছে গেছি মানুষ রেডি হয়ে আছে তাকে ভোট দেওয়ার জন্য।' অন্যদিকে দেবাশিস ধরের মনোনয়ন বাতিল হওয়ার পরপরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন নতুন প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্য।

তিনি বলেন, 'দেবাশিসবাবু যোগ্যপ্রার্থী এবং হেভিওয়েট প্রার্থী ছিলেন। এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে বিজেপিকে আটকানোর জন্য সর্বশক্তি দিয়ে তৃণমূল চেষ্টা চালিয়েছে, তারা সফল হল এবং পরাজয়ের আশঙ্কা থেকেই এই ধরনের পদক্ষেপ করেছে তৃণমূল।' এত কম সময়ে সাধারণ মানুষের কাছে কী ভাবে নিজেকে পৌঁছবেন এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'মানুষ তৃণমূলের অপশাসনকে অপসারণের জন্য মুখিয়ে আছে, বিজেপি এবং পদ্মফুলকে মন থেকে গ্রহণ করেছে। তাই কোনও ব্যক্তিবিশেষ নয় নরেন্দ্র মোদিকে সামনে রেখে মানুষ বিজেপিকেই ভোট দেবেন এবং এতে কোনওবিভ্রান্তি হবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের জনমুখী কর্মসূচিক সামনে রেখে মানুষ ভোট দেবেন, প্রার্থী কে তা প্রাসঙ্গিক নয় এবং প্রার্থী বদলে ভোটে তার কোনও প্রভাব পড়বে না।'

দেবতনু ভট্টাচার্য বলেন, 'আদালতের রায় যদি দেবাশিস ধরের পক্ষে যায় এবং দল যা সিদ্ধান্ত নেবে তা মেনে নেব। প্রয়োজনে প্রার্থিপদ প্রত্যাহার করব।' রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যদি মনে করেন এনওসি না দিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে জিতে যাবেন তা আমরা হতে দেব না, আমরা লড়াই জিতবার জন্য রাজনৈতিক ময়দানে নেমেছি। জল, আলো আর বাড়ির বিল বাকি আছে কিনা তার জন্য গণতান্ত্রিক পরিসরে কোনও প্রার্থীকে এনওসি মমতার সরকার দিতে চায় না।'

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় নাম না করে শতাব্দীকে কটাক্ষ করে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ১৫ বছর আগে এক অভিনেত্রীকে বীরভূমে পাঠিয়েছিলেন নেত্রী করতে, কিন্তু তিনি অভিনয় ভুলে গিয়েছেন আর নেত্রী হতেও পারেননি। তৃণমূলের কর্মীরা বাড়িতে খেতে বললেও অভিনয় করেও তিনি খেতে বসেন না, কর্মীদের ইডিয়েট বলেন তিনি না হয়েছেন অভিনেত্রী না হতে পেরেছেন জননেত্রী।' জগন্নাথবাবু জানান, সারা রাজ্যের পাশাপাশি বীরভূমেও সাধারণ ভোটার বিকল্প হিসেবে বিজেপিকে বেছে নিয়েছে আর সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তৃণমূলকে আর পছন্দ করছে না তাই তারা বিকল্প খুঁজছে এবং তাদের একটা অংশের ভোট বিজেপির পক্ষে আসবে বলেও তিনি আশাবাদী।

হুগলিতে বাদ্যযন্ত্র সহকারে তৃণমূল-বিজেপি-এসইউসিআইর মনোনয়ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলার তিনটি লোকসভা কেন্দ্র। শুক্রবার হুগলি জেলাশাসকের কার্যালয়ে দু'জন হেভিওয়েট প্রার্থী লোকসভা নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দিলেন। আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অরূপকান্তি দিগার এবং শ্রীরামপুর লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজনীতির কাণ্ডারীদের মতে, রাজ্য রাজনীতিতে হুগলি জেলার তিনটি লোকসভা কেন্দ্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ আসন। কেননা এই জেলার রাজনীতির প্রকৃতি পালটে দিতে পারে সারা রাজ্যের রাজনৈতিক মেরুকরণ। এই লোকসভা ভোট দেশের নীতি নির্ধারণের ভোট হলেও রাজ্যজুড়ে ভোটে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের পর রাজ্যে বিজেপির ব্যাপক প্রভাব বাড়ে। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে রাজ্যে এক ধাক্কায় বিরোধী দলে পরিণত হয় বিজেপি। এদিন মনোনয়ন জমা দেন শ্রীরামপুর লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, উত্তরপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল সহ একাধিক নেতা ও তৃণমূল কর্মী সমর্থক।

তাঁদের নিয়ে তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন্নগর শকুন্তলা কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে মেগা র‍্যালি করে উত্তরপাড়া থেকে মনোনয়ন জমা দিতে চুঁচুড়া রওনা হন। তারপর জেলাশাসক দপ্তরে মনোনয়ন জমা দেনি তিনি। এই বিষয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,'নির্বাচনের একটা পাঠ হল নমিনেশন ফাইল করা। এবারে দেড় লক্ষের বেশি ভোটে জিতব। মারজিন বাড়ানোই হল এবারের চাপ।'

অপরদিকে আরামবাগ লোকসভার বিজেপি প্রার্থী অরূপকান্তি দিগার এদিন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে খাদিনা মোড় থেকে চুঁচুড়ার পুরাতন বাজারের জেলাশাসকের অফিসে মনোনয়ন জমা দেন। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিমান ঘোষ, আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগ, খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ, গোঘাটের বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক সহ বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এই বিষয়ে বিজেপি প্রার্থী অরূপকান্তি দিগার বলেন, 'আরামবাগবাসী বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে। বিজেপি যে ভাবে মানুষের পাশে থাকে, সে ভাবে কোনও রাজনৈতিক দলকে দেখা যায় না।'

অপরদিকে মনোয়নের প্রথম দিন হুগলির তিন কেন্দ্রের এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিলেন। এদিন সকালে চুঁচুড়ার তোলাফটক থেকে মিছিল শুরু করে এসইউসিআই। উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুরের প্রার্থী প্রদ্যুৎ চৌধুরী, আরামবাগের সুকান্ত পোড়েল এবং হুগলির পবন মজুমদার। তোলাফটক থেকে মিছিল ঘড়ির মোড়ে যায়। সেখান থেকে পুরনো জেলাশাসক দপ্তরে আরামবাগের প্রার্থী নতুন জেলাশাসক দপ্তরে, হুগলি লোকসভার প্রার্থী চুঁচুড়ায় এবং হুগলি মোড়ের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে শ্রীরামপুরের প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেন। সবমিলিয়ে এদিন হুগলি জেলাশাসকের কার্যালয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনয়নকে ঘিরে প্রশাসনের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো।

'কাঞ্চনের সঙ্গে যা হয়েছে, আগামীতে আপনার সঙ্গে তা হতে পারে', পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে বিধায়ক তথা অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিককে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেন তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রচারে যেন কাঞ্চন না আসেন, সে কথা স্পষ্ট ভাবে জানিয়েও দেন কল্যাণবাবু। দলেরই বিধায়ককে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিচ্ছেন বিদায়ী সাংসদ! দিনভর এই নিয়ে চর্চা হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। তবে এমন ঘটনা রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘটবে না তো? পোস্টারে এমন বার্তা দেওয়া হল হুগলির তৃণমূল প্রার্থীকে। কাঞ্চন ও রচনা দু'জনেই অভিনেতা, একজন বিধায়ক হয়েছেন ২০২১ সালে আর অপরজন এবারই প্রথমবার রাজনীতির ময়দানে।

হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের চুঁচুড়ার বিভিন্ন জায়গায় শুক্রবার সকাল থেকে দেখা গেল সেই পোস্টার। তাতে লেখা, 'আজকে কাঞ্চনের সঙ্গে যা হয়েছে, আগামীতে আপনার সঙ্গে তা হতে পারে। এই বাংলায় শিল্পীদের কোনও দাম নাই।' নীচে লেখা আছে 'জয় বাংলা'। কে বা কারা এই পোস্টার দিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই প্রসঙ্গে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'কাঞ্চন আর কল্যাণদার মধ্যে কী হয়েছে জানি না। তাই এ বিষয়ে বলতে পারব না। তবে সব শিল্পীরই সম্মান পাওয়া উচিত। কাঞ্চন বা কল্যাণদা কাউকেই সমর্থন করছি না।'

আর রচনার সঙ্গে যদি এমনটা হয়, এ কথা শুনে দিদি নম্বর ওয়ানের সঞ্চালিকা বলেন, 'এর মধ্যে আবার আমি কী করব, আমার সঙ্গে তো হয়নি!' হুগলির সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন, 'কয়েকদিন আগেই বলাগড়ে বিধায়ককে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবার শ্রীরামপুরে কাঞ্চন মল্লিককে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হল। আমরা তো আগেই বলেছি তৃণমূলে শিল্পী সাহিত্যিকদের সম্মান নেই। আর এখন তৃণমূলের লোকজনই পোস্টার মেরে সেটা জানিয়ে দিচ্ছে।'

প্রচন্ড গরমে পানীয় জলের সংকট তারকেশ্বরের বালিগড়ি এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: অসহ্য গরমে পানীয় জলের অভাবে অতিষ্ঠ গোটা পাড়া! পানীয় জল না পাওয়ার দাবিতে ক্ষোভে ফুঁসছেন তারকেশ্বরের বালিগড়ি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিজপাড়া এলাকার বাসিন্দারা। অভিযোগ, পাড়ায় একটি হ্যান্ড পাম্প ছিল, সেটিও অকেজো হয়ে পড়ায় তীব্র জল কষ্টে ভুগছেন এলাকার বাসিন্দারা।

বাসিন্দাদের অভিযোগ গোটা পাড়ার জন্য একটি মাত্র হ্যান্ড পাম্প ছিল, সেই হ্যান্ড পাম্প থেকেই এতিদিন পানীয় জল পেতেন এলাকার বাসিন্দারা, সেই হ্যান্ড পাম্পটি অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে বেশ কয়েকদিন ধরে ফলে পানীয় জলের সংকটে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এলাকার বাসিন্দাদের। পানীয় জলের সংকট মেটাতে এক-দেড় কিমি দূর থেকে জল আনতে হয়। তাঁদের আরও অভিযোগ, এলাকায় সজল ধারা প্রকল্পে পানীয় জলের ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছিল প্রশাসন, কিন্তু এখনও তা বাস্তবায়িত হয়নি। তাঁদের দাবি ,বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের ব্যবস্থা করুক প্রশাসন।

পানীয় জল না পাওয়া নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির অভিযোগ, আপাদমস্তক দুর্নীতগ্রস্ত শাসকদলের নেতা কর্মীরা। উন্নয়ন প্রকল্পের টাকা এলেই তৃণমূল নেতারা ভাগ বটোয়ারা করতে ব্যস্ত থাকেন সেখানে একটা খারাপ হয়ে যাওয়া কল সরানোর উদ্যোগ নেবে কখন। যদিও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান দীনবন্ধু মাটির দাবি, এলাকায় জলস্তর নেমে যাওয়ার কারণে পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে। ওই এলাকার পানীয় জলের দ্রুত সমাধান করা হবে। সজল ধারা প্রকল্পে যাতে পানীয় জল পান ওই এলাকার বাসিন্দারা তার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মনোনয়নে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: গ্রামের মহিলারা রিঅ্যাক্ট করছেন বলে বৃহস্পতিবার উত্তরপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিককে প্রচারের গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার তাঁকে দেখা গেল বর্তমান বিধায়কের বদলে প্রাক্তন বিধায়ককে নিয়ে নমিনেশন জমা দিচ্ছেন। এদিন, মেগা র‍্যালি করে উত্তরপাড়া থেকে মনোনয়ন জমা দিতে চুঁচুড়া রওনা দিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূলের প্রার্থী কল্যাণ বন্দোপাধ্যায়। উত্তরপাড়া বালিখাল থেকে শুরু করেন মেগা র‌্যালি। সেখান থেকে কোন্নগর শকুন্তলা কালীমন্দিরে এসে পুজো দেন বিদায়ী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন তাঁর সতীর্থ ও উত্তরপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল।

বৃহস্পতিবারের ঘটনার পর শুক্রবার কল্যাণবাবুর মনোনয়ন জমা দেওয়ার মিছিলে দেখা যায়নি কাঞ্চন মল্লিককে। তার পরিবর্তে উত্তরপাড়া বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষালকে দেখা যায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। প্রবীর ঘোষাল

যিনি তৃণমূলের টিকিটে বিধায়ক হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বিজেপিতে চলে যান। পরে আবারও তিনি তৃণমূলে ফিরে আসেন। বর্তমানে তিনি তৃণমূল ঘনিষ্ঠ।

এই বিষয়ে প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল বলেন, 'কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। শুধু বন্ধু নন তিনি একজন আদর্শ জনপ্রতিনিধি। পার্লামেন্টে ভোটে জিতে অনেক জনপ্রতিনিধিকেই আর ময়দানে দেখা যায় না। তার বিপরীত কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি দিন নেই রাত নেই সব সময় সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে গিয়েছেন। সেই কারণেই তিনি আদর্শ জনপ্রতিনিধি।'

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ও-এসি-টি-১৮-২৪-২৫ (ওপেন), তারিখঃ ২৪.০৪.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার-সার্ভিস (ওপেন) আহ্বান করছেন। **কেস নংঃ ও-এসি-টি-১৮-২৪-২৫, কাজের নামঃ** মধুপুর-গিরিডি শাখায় জগদীশপুর-মহেশমুন্ডার মধ্যে এলসি গেট নং ৬/সি/ই-এর পরিবর্তে এলএইচএস নির্মাণের অবশিষ্ট কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৪,২৩,৭১,২৬৩.৮৪ টাকা। **বিড সিকিউরিটিঃ** ৩,৬১,৯০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৯ মাস। **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২২.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ে ওয়েবসাইট **www.ireps. gov.in** -তে দেখা যাবে।

ASN-30/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

তৃণমূল কর্মীর গলায় ধারালো অস্ত্রের কোপের অভিযোগ, আরামবাগ মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: তৃণমূল কর্মীর গলায় ধারালো অস্ত্রের কোপের অভিযোগ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এলাকায় উত্তেজনা, চলছে পুলিশি টহল। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি গোঘাটের পশ্চিমপাড়া এলাকার। তাঁদের কর্মীর গলায় ধারালো অস্ত্রের কোপ মেরেছে বিজেপি, এমনটাই অভিযোগ তৃণমূলের। যদিও অভিযোগের অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতৃত্ব।

সূত্রের খবর, এলাকার একটি চায়ের দোকানে বসেছিলেন তৃণমূল কর্মী জনার্দন দত্ত। নির্বাচনী প্রচারের জন্য পোস্টার ও ব্যানার লাগানোর প্রস্তুতি পর্ব চলছিল। সেই সময়ে স্থানীয় বাসিন্দা সুভাষ সাঁতরা ও তাঁর ছেলের সঙ্গে জনার্দনের তর্ক-বির্তক শুরু হয়। তাঁদের মধ্যে পুরনো বিবাদ ছিল বলে খবর। অভিযোগ, তর্কাতর্কির সময় হঠাৎই সুভাষ ধারালো অস্ত্র দিয়ে জনার্দন দত্তের গলায় আঘাত করেন। তাতে তাঁর গলা কেটে যায়। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে স্থানীয় কামারপুকুর হাসপাতালে নিয়ে আসেন তৃণমূল কর্মীরাই। পরে অবস্থার অবনতি হলে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

তৃণমূল নেতা ফরিদ খান বলেন, 'জনার্দন আমাদের একনিষ্ঠ কর্মী। ভোট প্রচারের জন্য এলাকায় পোস্টার ও ব্যানার লাগানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সেই সময়েই বিজেপি কর্মী সুভাষ সাঁতরা ও তাঁর ছেলে জনার্দনের সঙ্গে অকারণে তর্ক শুরু করেন। পোস্টার-ব্যানার কেন লাগানো হচ্ছে তা নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু করে দেন। তারমধ্যে হঠাৎই জনার্দনের গলা কেটে দেন। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি ও তাঁদের গ্রেপ্তার করার দাবি জানাচ্ছি।'

অন্যদিকে এই ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির মণ্ডল সভাপতি দোলন দাস বলেন, 'বিজেপি কখনও রক্তের রাজনীতি করে না। যিনি বলেছেন সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলেছেন। নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। আমাদের কিছু কার্যকর্তাকে কেস দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে বিজেপির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।' এদিকে জনার্দন দত্তের ভাইপো শুভাশিস দত্তর দাবি, কারা এ কাজ করেছেন তিনি দেখেননি। শুনেছেন একজন গলা চিড়ে দিয়ে চলে গিয়েছেন। তবে এ ঘটনায় রাজনীতির যোগ নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

সাঁকরাইল ব্লকে আবগারি অভিযানে সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ফের আবগারি দপ্তরের সাফল্য। অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হল ২০৫ লিটার চোলাই মদ। শুক্রবার ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের বেনাগেড়িয়া, কোকুয়া, রোহিনীহাট সহ একাধিক এলাকায় সাঁকরাইল থানার পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। ওই গ্রামগুলি এবং হাটে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রচুর চোলাই মদ নষ্ট করে দেয় পুলিশ।

বেআইনি ভাবে গজিয়ে ওঠা চোলাই মদের ঠেকগুলিতে এদিন সাঁকরাইল থানার পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের কর্মীরা গিয়ে তল্লাশি অভিযান চালান। তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ২০৫ লিটার চোলাই মদ ও ৯০০ লিটার চোলাই মদ তৈরির উপকরণ সহ উদ্ধার করে নষ্ট করে দেওয়া হয়। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ২ লক্ষ ৮২

হাজার ৫০০ টাকা। অভিযানে ছিলেন নয়াগ্রাম আবগারি দপ্তরের আইসি সন্দীপ দে, সাঁকরাইল থানার ওসি ধীরাজ মাহাতো সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। আবগারি দপ্তরের এই অভিযানে খুশি সাধারণ মানুষ।

মোদির সভা থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় আহত আট

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী সভা থেকে ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন আটজন। শুক্রবার দুপুরে এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল থানার ঘাকশোল এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয় গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন পুরাতন মালদার নিত্যানন্দপুর এলাকায় মালদা জেলার দুই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর সেই সভা শেষ করে একটি টোটো করে বাড়ি ফিরছিলেন এই আটজন যাত্রী। ঠিক সেই সময় গাজোল থানার ঘাকশোল ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে পিছন থেকে একটি পিকআপ ওই টোটোটিতে ধাক্কা মারে।

দিলীপ ঘোষকে গো ব্যাক স্লোগান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ বর্ধমান শহর রথতলা, কাঞ্চননগর, উদয়পল্লি এলাকায় প্রচারে আসেন অর্থাৎ বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়কের বাড়ির সামনে দিয়ে। ওই এলাকায় বিধায়কের বাড়ির সামনে কয়েকজন যুবক দিলীপ ঘোষকে দেখে গো ব্যাক স্লোগান দেন। ওই স্লোগান শুনে চোখ এড়িয়ে চলে যান দিলীপ ঘোষ। আবারও পালটা দিলীপ ঘোষ তাঁদের ফুল ছোড়েন। তারপর আর কিছুটা এগোতেই বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়কের গাড়িকে দেখে বিজেপি কর্মীরা চোর চোর বলে স্লোগান দেন। এই নিয়ে দুই দলে স্লোগানের লড়াই চলে, গো ব্যাক স্লোগানের কথা দিলীপ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি হিন্দিতে সিনেমার ডায়লগে বলেন, 'হাতি যায় বাজার কুত্তা ভোকে হাজার।'

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
আরএসআই প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	আরএসআই প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	৮ জানুয়ারি ১৯৫৮
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ - কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U51909WB1958PTC023703
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	১৩৮, বিপ্লবী রাস বিহারি বসু রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন -৭০০০০১
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২৪ এপ্রিল ২০২৪
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২১ অক্টোবর ২০২৪
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	নাম - শ্রী প্রতাপ মুখার্জি রেজিস্ট্রেশন নং - IBBI/IPA-001/IP-P02515/2021-22/13851
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা - ২৭এ, ভট্টাচার্যি পাড়া রোড, পশ্চিম বরিষা, পো - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৬৩, পশ্চিমবঙ্গ **ইমেল : pratapmukherjee62@gmail.com**
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা - ২৭এ, ভট্টাচার্যি পাড়া রোড, পশ্চিম বরিষা, পো - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৬৩, পশ্চিমবঙ্গ **ইমেল : ibc.rsipltd@gmail.com**
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	৮ মে ২০২৪
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের সংশ্লিষ্ট ঠিকানা -	**Weblink: https://ibbi.gov.in/downloadform.html** ডাক ঠিকানা - প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে **আরএসআই প্রাইভেট লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার তারিখ **২৪ এপ্রিল ২০২৪**।
আরএসআই প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **৮ মে ২০২৪** তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যে সকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

প্রতাপ মুখার্জি
অন্তর্বতীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
আরএসআই প্রাইভেট লিমিটেড
IBBI/IPA-001/IP-P02515/2021-2022/13851
২৭এ, ভট্টাচার্যি পাড়া রোড, পশ্চিম বরিষা
পো. ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০০৬৩, পশ্চিমবঙ্গ
এএফএ বৈধ ২০.১০.২০২৪ পর্যন্ত
তারিখ - ২৬ এপ্রিল ২০২৪ ফোন - ৯৪৩৩১৬৯২১৪/৯৬৭৪৭৯৫৬৪৮
স্থান - কলকাতা ইমেল - ibc.rsipltd@gmail.com, pratapmukherjee62@gmail.com

দিলীপ ঘোষের সমর্থনে রোড শো মিঠুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শুক্রবার বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মন্তেশ্বর বিধানসভার মেমারি দু'নম্বর ব্লকের সাতগাছিয়া এলাকায় বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের সমর্থনে রোড শো করেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী।

এদিন দুপুরে সাতগাছিয়া পোর্টিং ক্লাবের মাঠে হেলিকপ্টারে করে এসে নামেন মিঠুন চক্রবর্তী। সেখানে মিঠুন চক্রবর্তীকে স্বাগত জানান বিজেপি কর্মীরা। এরপর কালনা রোডের জীবন ঠাকুর মোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে সাতগাছিয়া বাজার পর্যন্ত রোড শো করেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। এদিন রোড শোতে

অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রার্থী দিলীপ ঘোষ সহ বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। এদিন মিঠুন চক্রবর্তীর রোড শোতে বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার কর্মীরা যোগদান করেন।

এদিন সন্দেশখালিতে বোমা ও অস্ত্র উদ্ধার প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'শুধু সন্দেশখালি নয় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তল্লাশি চালালে এরকম অনেক বোমা-বন্দুক উদ্ধার হবে। ভোটের আগে যদি সেগুলো উদ্ধার হয় তবে ফেয়ার ইলেকশন হবে।' এদিন তিনি বীরভূমের প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল প্রসঙ্গে বলেন, 'কিছু ত্রুটি থাকার কারণে তাঁদের প্রার্থীর নাম বাতিল হয়েছে, তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই অন্য প্রার্থী প্রস্তুত আছেন।' তিনি বলেন, 'গত নির্বাচনে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়েছে ভোট লুঠ করেছে। মানুষ এখন আর ভয় পাচ্ছে না তাই রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ বিজেপির মিছিলে যোগদান করেছেন।'

২০১৪ সালের বর্ধমান পূর্বের লোকসভা নির্বাচনের বিজেপির প্রার্থী সন্তোষ রায় গত কয়েকদিন আগে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করার প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'অনেকদিন ধরে তাঁর পেট খারাপ ছিল, তিনি উলটোপালটা বকছিলেন। তিনি গিয়েছেন, বাঁচা গিয়েছে, দলের ভালো হয়েছে। বিজেপিতে তিনি নাকি সম্মান পাননি, তৃণমূলে গিয়েছেন, তৃণমূলে এখন ওনার সম্মানের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে।'

রেকর্ডের পর রেকর্ড, ২৬১ তাড়া করে জিতল পাঞ্জাব, হতাশ কলকাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: এ বারের আইপিএলে ইডেনের পিচ ব্যাটারদের স্বর্গরাজ্য। ফর্মে না থাকা ব্যাটারকেও আত্মবিশ্বাসী করে তুলছে। আগের ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর রজত পাটীদার রান পেয়েছিলেন। শুক্রবার ইডেন ফর্মে ফেরাল জনি বেয়ারস্টোকে। শতরান করলেন তিনি। কলকাতা নাইট রাইডার্স প্রথমে ব্যাট করে ২৬১ রান তোলে। পঞ্জাব কিংস তার পরেও জিতল ৮ উইকেটে। এমন ভাবেও হারা যায়! ইডেন ফেরত কেকেআর সমর্থকদের চোখে মুখে হতাশা। বিশ্বাস করতে পারছিলেন না ২৬১ রান তোলার পরেও হেরে যাবে দল। টি-টোয়েন্টির ইতিহাসে এই প্রথম বার ২৬১ রান তাড়া করে জিতল কোনও দল। ঘরের মাঠে এর আগে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে হেরেছিল কলকাতা। সেই ম্যাচে কেকেআরের ঘাতক ছিলেন ইংরেজ অধিনায়ক জস বাটলার। শুক্রবার আর এক ইংরেজের ব্যাটে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা হল কেকেআরের। যে বেয়ারস্টো নিয়মিত দলে সুযোগ পাচ্ছিলেন না, তিনিই ইডেনে ৪৮ বলে ১০৮ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে দিলেন।

২৬১ রান তুলেও হারা যায়! তা-ও আবার ৮ বল বাকি থাকতে। কী ভাবে হারতে হয় এই ম্যাচ? নিপুণ ভাবে শেখালেন অনুকূল রায়, হর্ষিত রানা, বরুণ চক্রবর্তীরা। শুক্রবার মিচেল স্টার্ককে খেলায়নি কলকাতা। তিনি প্রতি ম্যাচে গড়ে ৫০ রান দিয়ে থাকেন। স্টার্কের বদলে নামা দুস্মন্ত চামিরা ৩ ওভারে ৪৮ রান দিলেন। হর্ষিত দিলেন ৬১ রান। পঞ্জাব ২৪টি ছক্কা হাঁকাল এই ম্যাচে। ছ'টি খেলেন হর্ষিত। পাঁচটি করে খেলেন চামিরা এবং বরুণ।

অষ্টম ম্যাচে ২৫ কোটির বোলারকে বসাল কলকাতা

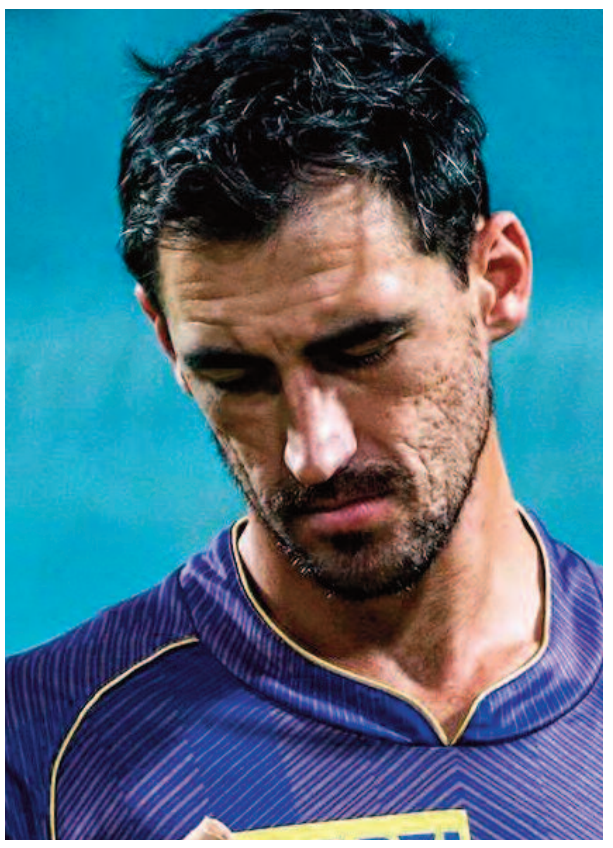

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘরের মাঠে জয়ের ধারা বজায় রাখতে চাইছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। শুক্রবার ইডেন গার্ডেন্সে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে তারা। এই ম্যাচেও টস হেরেছেন কলকাতার অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার। প্রথমে ব্যাট করছে তারা। এই ম্যাচে কেকেআর বসিয়েছে ২৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার মিচেল স্টার্ককে।

টস হেরে শ্রেয়স জানান, স্টার্ক এই ম্যাচে খেলছেন না। তিনি বলেন, ক্তাত ম্যাচে স্টার্কের আঙুল কেটে গিয়েছিল। তাই ও খেলছে না। বদলে দুষ্মন্ত চামিরা খেলছে।দ আইপিএলে পরিচিত নাম চামিরা। শ্রীলঙ্কার এই বোলার আগের মরসুমে লখনউ সুপার জায়ান্টসে ছিলেন। পঞ্জাবের বিরুদ্ধে কেকেআর জার্সিতে অভিষেক হতে চলেছে তাঁর।

এ বারের আইপিএলে বল হাতে খুব খারাপ ফর্মে ছিলেন স্টার্ক। সাতটি ম্যাচে ২৮৭ রান দিয়েছেন তিনি। নিয়েছেন মাত্র ৫টি উইকেট। আগের ম্যাচে বেঙ্গালুরুর বোলার কর্ণ শর্মাও তাঁর বলে তিনটি ছক্কা মেরেছেন। স্টার্কের সমালোচনা করছেন বিশেষজ্ঞেরা। এই পরিস্থিতিতে পঞ্জাবের ম্যাচে স্টার্ক নেই। তাঁর চোটের বিষয়ে এই ম্যাচের আগে কেকেআরের কেউ মুখ খোলেননি। এমনকি, বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে এসে রমনদীপ সিংহ জানিয়েছিলেন, সবাই সুস্থ রয়েছে। ফলে স্টার্কের সুযোগ পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সত্যিই কি চোটের কারণে তিনি বাদ? না কি বল খারাপ করায় বাদ পড়তে হয়েছে তাঁকে?

স্টার্ক বাদে বাকি দল একই রয়েছে। জয়ী দলে বেশি বদল করতে চাইছে না নাইট ম্যানেজমেন্ট। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বড় রান করার লক্ষ্যে কেকেআর। তার পরে বল হাতে ভাল করতে চাইছেন শ্রেয়সেরা।

চোটে মৌসুম শেষ আর্জেন্টিনার এনজো ফার্নান্দেজের, কোপা আমেরিকা খেলা নিয়েও সংশয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: এই মৌসুমে আর এনজো ফার্নান্দেজকে পাচ্ছে না চেলসি। কুঁচকির চোটে ভোগা আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী মিডফিল্ডার অস্ত্রোপচার করিয়েছেন বৃহস্পতিবার। ফার্নান্দেজ বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরেই ভুগছিলেন চোটে।

প্রিমিয়ার লিগে নিজেদের শেষ ছয় ম্যাচে ফার্নান্দেজকে পাবে না চেলসি। ২৩ বছর বয়সী তারকা জুন-জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া কোপা আমেরিকায় খেলতে পারবেন কি না, প্রশ্ন আছে তা নিয়েও।

২০২২ সালে কাতারে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ে বড় ভূমিকাই রেখেছিলেন ফার্নান্দেজ। সেই বিশ্বকাপের পরপরই ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে পর্তুগিজ ক্লাব বেনফিকা থেকে ১০ কোটি ৭০ লাখ পাউন্ডে পর্তুগিজ ক্লাব বেনফিকা থেকে ফার্নান্দেজকে কিনে নেয় চেলসি।

এক বিবৃতিতে চেলসি জানিয়েছে ফার্নান্দেজের মৌসুম শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, 'কুঁচকির সমস্যায় ভোগা এনজো ফার্নান্দেজের আজ (কাল) সফল অস্ত্রোপচার হয়েছে। তাঁর পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ কারণে ২০২৩-২৪ মৌসুমে চেলসি আর পাবে না তাঁকে। কবহ্যামে চেলসির মেডিকেল বিভাগে চলবে ২৩ বছর বয়সী মিডফিল্ডারের পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া।'

আগামী ২০ জুন শুরু হবে কোপা আমেরিকা। প্রথম দিনই কানাডার বিপক্ষে খেলবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। তার আগে ফার্নান্দেজ পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন কি না প্রশ্ন সেটিই।

দুই ব্যাটারের জন্য ৪০ হাজার টাকা ক্ষতি হল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের, কারা কী করলেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি: দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে পরবর্তী ম্যাচে নামছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। তার আগে অনুশীলন করতে নেমে বড় ক্ষতি হয়ে গেল তাদের। ৪০ হাজার টাকা ক্ষতি হয়ে গেল তাদের। দুই ব্যাটারের মারা শট ভেঙে দিল বেশ কয়েকটি ক্যামেরা। সেই ঘটনার ভিডিয়ো দেওয়া হয়েছে দলের তরফে।

দিল্লি ম্যাচের আগে অনুশীলন করতে নেমেছিলেন সূর্যকুমার যাদব এবং টিম ডেভিড। ব্যাট করার সময় তাঁদের শরীরের নড়াচড়া লক্ষ করার জন্য দু'টি ক্যামেরা নির্দিষ্ট স্থানে বসানো ছিল।

কিন্তু সে সব ভুলে দুই ক্রিকেটার শট খেলতে এমনই মগ্ন হয়ে পড়েন যে দু'জনের শটই ক্যামেরা ভেঙে দেয়। মুম্বইয়ের তরফে বেশ কয়েকটি ভিডিয়োর একটি কোলাজ প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানেই জানানো হয়েছে, সব ক্ষতির মূল্য ৪০ হাজার টাকা।

আট ম্যাচে তিনটি জয় পেয়ে মুম্বই এখন আইপিএলের পয়েন্ট তালিকায় অষ্টম স্থানে রয়েছে। প্লে-অফের আশা জিইয়ে রাখতে গেলে তাদের জিততেই হবে দিল্লির বিরুদ্ধে। গত ৭ এপ্রিল এই দিল্লিকে হারিয়েই প্রথম জয় পেয়েছিল মুম্বই। এ বার 'ডাবল' করার সুযোগ রয়েছে তাদের সামনে।

অন্য দিকে, দিল্লি ৯টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র চারটিতে জিতেছে। তারা পয়েন্ট তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে। মুম্বইকে হারাতে পারলে আরও ভাল জায়গায় চলে আসবে তারা।

অবশেষে কোহলির কাছ থেকে আরেকটি ব্যাট পেলেন রিংকু সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি কোহলির সঙ্গে রিংকুর একটি কথোপকথনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাড়া ফেলেছিল বেশ। ইডেন গার্ডেনে মুখোমুখি হয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও কলকাতা নাইট রাইডার্স। এর আগে অনুশীলনে রিংকু ও কোহলির কথাবার্তার একটি ভিডিও পোস্ট করে কলকাতা নাইট রাইডার্স।

তাতে দেখা যায়, রিংকু একটি ব্যাট ভেঙে ফেলেছেন। যে ব্যাটটি দুই দলের মুখোমুখি প্রথম লড়াইয়ে গত মাসের শেষ দিকে রিংকুকে দিয়েছিলেন কোহলি। হাবভাবে মনে হয়েছে, রিংকু আরেকটি ব্যাট কোহলির কাছে চান। যদিও মুখে সেটি স্বীকার করেননি।

স্পিনারের বিপক্ষে সে ব্যাট ভেঙে গেছে, রিংকুর কাছ থেকে এমন শোনার পর কোহলি বলছিলেন, 'তো আমি কী করব ভাই?' রিংকুর জবাব ছিল এমন, 'কিছু না, এমনিই বললাম।' কোহলিকে এরপর আবার বলতে শোনা যায়, 'ঠিক আছে, বলেছিস বেশ ভালো। আমি জানতে চাই না।'

রিংকু এরপর ব্যাট ফিরিয়ে দিয়ে কোহলিকে বলেন, 'নেন ভাই, আপনিই রাখেন।' কোহলিকে এরপর বলতে শোনা যায়, 'এক ম্যাচ আগে ব্যাট নিয়েছিস, ২ ম্যাচে তোকে ২টি ব্যাট দেব? তোর কারণে আমার যা হাল হয় না!'

নিজের পক্ষে শেষ একবার রিংকুকে বলতে শোনা যায়, 'আপনার কসম, আর কখনো ভাঙব না।' তখন অবশ্য ঠিক মন গলেনি কোহলির। কলকাতার বিপক্ষে সে ম্যাচটি মাত্র ১ রানে হারে বেঙ্গালুরু। ম্যাচের পর অবশ্য আবার কোহলির সঙ্গে দেখা যায় রিংকুকে। পুরস্কার বিতরণী থেকে ফেরার পথে আম্পায়ারদের সঙ্গে কথা বলছিলেন কোহলি, যে ম্যাচে তিনি আউট হয়েছিলেন বিতর্কিতভাবে। রিংকু ছিলেন তাঁর পাশেই। পরে ড্রেসিংরুমের সামনেও দেখা যায় তাঁকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সে ভিডিওর ক্লিপ ছড়িয়ে পড়ে; রিংকু নাছোড়বান্দা, কোহলির ব্যাট নিয়েই ছাড়বেন।শেষ পর্যন্ত কী হয়েছে, তখন অবশ্য তা জানা যায়নি। অবশেষে আজ আরেকটি ভিডিও পোস্ট করে কলকাতা। তাতে রিংকুকে একজন জিজ্ঞাসা করছেন, 'ব্যাট পাওয়া গেল?' মুখে হাসি এনে নিজের হাতের নতুন ব্যাটটা দেখিয়ে রিংকু বুঝিয়ে দেন; পেয়ে গেছেন!'

ফের ক্রিকেটমহলের নিশানায় কোহলির স্লো ব্যাটিং

নিজস্ব প্রতিনিধি: অবশেষে আরেকটি ম্যাচ জিতেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। টানা ৬টি ম্যাচ হারার পর গতকাল রাতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে ৩৫ রানে হারিয়ে মৌসুমের দ্বিতীয় জয় পেয়েছে দলটি। তবে এ জয়ের পরও বরাবরের মতোই আলোচনায় একজন;বিরাট কোহলি।

এবারের আইপিএলে ১৪৫.৭৬ স্ট্রাইক রেট ও ৬১.৪২ গড়ে সর্বোচ্চ ৪৩০ রান কোহলিরই। গতকাল ৪৩ বলে ৫১ রানের ইনিংস খেলার পথে আইপিএলে শিখর ধাওয়ান, ডেভিড ওয়ার্নার ও ক্রিস গেইলের পর চতুর্থ ওপেনার হিসেবে পূর্ণ করেছেন ৪ হাজার রান। তবে শেষ পর্যন্ত বেঙ্গালুরু ২০৬ রানের স্কোর গড়লেও মাত্র ১১৮.৬০ স্ট্রাইক রেটের ইনিংসটির জন্য কোহলিকে শুনতে হচ্ছে সমালোচনা।

পাওয়ারপ্লেতে কোহলির ব্যাটিং বেশ দ্রুতগতির ছিল, প্রথম ৬ ওভারে এ ওপেনার ১৮ বলে করেন ৩২ রান। তবে অন্য প্রান্তে ফাফ ডু প্লেসি ও উইল জ্যাকস আউট হওয়ার পর খোলসবন্দী কোহলি পরের ২৫ বলে করেন মাত্র ১৯ রান। জয়দেব উনাদকাটের স্লো বাউন্সারে ক্যাচ তুলে ফেরেন।আউট হওয়ার আগে কোহলি ভুগেছেন বেশ।

এ নিয়ে ধারাভাষ্যে সুনীল গাভাস্কার বলেন, 'কোহলি শুধু সিঙ্গেল, সিঙ্গেল আর সিঙ্গেলই নিচ্ছে। (দিনেশ) কার্তিক আছে, (মহিপাল) লমরোর আছে। একটু ঝুঁকি নেওয়ার চেষ্টা তো করতে হবে। (রজত) পাতিদারকে দেখুন। এরই মধ্যে তিনটি ছক্কা মেরেছে ওই ওভারে। সে চাইলে সিঙ্গেল নিতে পারত বা ওয়াইডের জন্য বল ছেড়ে দিতে পারত। কিন্তু না, সে সুযোগ দেখেছে বলে ব্যাট চালিয়েছে।'

এরপর তিনি যোগ করেন, 'হ্যাঁ, কোহলি খেলেছে এবং মিস করেছে;এটা সহজ না। খোলসবন্দী হয়ে থাকলে, শুধু সিঙ্গেল নিতে থাকলে ব্যাটে বল লাগানো সহজ হবে না। কিন্তু কোহলির এটিই করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে। এখন বড় শট খেলার চেষ্টা করতে হবে।'

কোহলি আউট হওয়ার সময় বেঙ্গালুরুর স্কোর ছিল ৪ উইকেটে ১৪০ রান, বাকি ৩১ বল। ক্যামেরন গ্রিন, কার্তিক, স্বপ্নিল সিংরা এরপর বেঙ্গালুরুকে নিয়ে লাফ দেন, ওই ৩১ বলে আসে ৬৬ রান। সেটিই যথেষ্ট হয়েছে এ মৌসুমে একের পর এক রেকর্ড ভেঙে চলা হায়দরাবাদকে হারাতে।

কোহলির এমন ব্যাটিংয়ের একটি কারণ হিসেবে সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার অজয় জাদেজা বলছেন, বেঙ্গালুরু হয়তো বড় লক্ষ্যে খেলেইনি। জিওসিনেমায় তিনি বলেছেন, 'কোহলির ধারাবাহিকতা নিয়ে কথা বলে হচ্ছে সূর্যের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করার মতো। (কিন্তু) পাওয়ারপ্লে শেষ হয়ে যাওয়ার পরই সে গতি কমিয়েছে। হতে পারে বেঙ্গালুরুর ২ উইকেট হারানোর কারণে। মাঝেমধ্যে এটাও মনে হচ্ছে, বেঙ্গালুরু তাদের খেলোয়াড়দের ভূমিকা নিয়ে বেশ অনড়। ডিকে (কার্তিক) সব সময়ই শেষে আসবে। সেটি করতে গিয়েই ব্রেক চেপে ফেলছে বেঙ্গালুরু।'

আর সাবেক পেসার রুদ্র প্রতাপ সিং অবশ্য একটা ভালো দিকও দেখতে পাচ্ছেন, 'সে পাওয়ারপ্লেতে নিজেকে বদলে ফেলেছে। আমরা এখন আর তার কাছ থেকে এমন শট দেখি না। সে সময় নেয়, নিজের ওপর বিশ্বাস রাখে, বল অনুযায়ী খেলে। সে আক্রমণ করতে গিয়েছিল ঠিকই। বোলারের লাইন ও লেংথ তাঁকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সে ভিডিওর ক্লিপ ছড়িয়ে পড়ে; রিংকু নাছোড়বান্দা, কোহলির ব্যাট নিয়েই ছাড়বেন।শেষ পর্যন্ত কী হয়েছে, তখন অবশ্য তা জানা যায়নি। অবশেষে আজ আরেকটি ভিডিও পোস্ট করে কলকাতা। তাতে রিংকুকে একজন জিজ্ঞাসা করছেন, 'ব্যাট পাওয়া গেল?' মুখে হাসি এনে নিজের হাতের নতুন ব্যাটটা দেখিয়ে রিংকু বুঝিয়ে দেন; পেয়ে গেছেন!'

নষ্ট করতে চেয়েছে, কিন্তু উইকেট পড়ে যাওয়ার পর গতি কমিয়ে ফেলেছে। সাধারণত সে এতটাও ধীরগতির না, এখানে প্রায় ২৪-২৫টি বলে সে কোনো বাউন্ডারিই মারেনি। যার প্রভাব অনেক বড় হতে পারত। তবে ভালো দিক হচ্ছে, সে এক দিক ধরে রেখেছিল, রজত পাতিদারকে কাজটি করার সুযোগ করে দিয়েছে।'

তবে কোহলি যেমনই খেলুন না কেন, শেষ পর্যন্ত আরেকটি জয় পেয়েই বড় স্বস্তি পাচ্ছেন বেঙ্গালুরু অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসি, 'বিশাল স্বস্তি। যেখানেই (পয়েন্ট তালিকার) থাকি না কেন, না জিতলে এটা আপনার ওপর প্রভাব ফেলে। মানসিক দিক দিয়ে প্রভাব ফেলে, আত্মবিশ্বাসে প্রভাব ফেলে। আমি হয়তো একটু সহজে ঘুমাতে পারব।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**